আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ঈদের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও প্রবাসী সহ দেশবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩১ || সোমবার || বৈশাখ ১৯ || ১৪২৯ || শাওয়াল ১ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 31 || 2 May || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

আজ ঈদুল ফিতর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের আকাশে শনিবার শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে এ বছর সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে রোববার ৩০ রমজান পূরণ হলো। সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রেও ৩০ রোজা পালিত হলো। ফলে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে আজ সোমবার (২ মে) মুসলিমদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। আর বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে মঙ্গলবার (৩ মে)। শনিবার সন্ধ্যার পর সৌদি আরবের রাজকীয় আদালত জানিয়েছে, দেশটির কোথায় শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। সৌদি আরবের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ঈদ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সাবেক অর্থমন্ত্রীর প্রয়াণ
সিলেটে দাফন সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আবুল মাল আবদুল মুহিত একজন পরিপূর্ণ ও সফল মানুষ ছিলেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সফল ছিলেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতিমনা এবং একজন আপাদমস্তক সৎ মানুষ ছিলেন তিনি। অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১২ বার বাজেট দিয়েছেন। উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সাবেক অর্থমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরাই বলছেন, তাঁর কোনো অপ্রাপ্তি ছিল না। তৃপ্তি নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।



সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫৬ মিনিটে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। গত বছর করোনায় আক্রান্ত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সৌদি যুবরাজকে আলিঙ্গনঃ কিসের ইঙ্গিত এরদোগানের?



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের রাজপরিবারের কঠোর সমালোচক যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে হত্যার ঘটনায় সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্কের ফাটল ঘটে তুরস্কের। এই হত্যাকা-ের পরিকল্পনাকারী হিসেবে সৌদি যুবরাজ যুবরাজ মোহাম্মদ বিন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কে ঈদের জামাত
কখন কোথায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর রোজা শেষে সোমবার (২ মে) নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। ঈদ উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে নেয়া হয়েছে ব্যাপক (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

মদিনায় শাহবাজ বিরোধী স্লোগান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গেল বৃহস্পতিবার সৌদি আরব সফরের প্রথম দিনেই নিজ দেশের নাগরিকদের রোষাণলে পড়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। মসজিদে নববীতে তাকে দেখেই 'চোর' বলে স্লোগান দিয়েছিল একদল পাকিস্তানি। এই ঘটনায় তরিৎ ব্যবস্থা নেয় সৌদি প্রশাসন। পাকিস্তানের সৌদি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

পার্লামেন্টে পর্নোগ্রাফি দেখার দায়ে এমপির পদত্যাগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পার্লামেন্টে বসে পর্নোগ্রাফি দেখার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সংসদ সদস্য নিল প্যারিশ। বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ইলিয়াস আলীর পরিবার বর্তমানে 'অনেক বিপদে' -মির্জা ফখরুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ুম হওয়া বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর পরিবার বর্তমানে 'অনেক বিপদে' দিনযাপন করছে জানিয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'ইলিয়াস আলীর স্ত্রী (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY

UNDP

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

GOLDEN JUBILEE
BANGLADESH
CONCERT

Powered By সিটি ব্যাংক™

SCORPIONS



Chirkutt

MAY 6

Montefiore
CONCERT SERIES
MADISON SQUARE GARDEN

In Association with
WALTON

Supported By
UNITED GROUP · bKash · Daraz · citygroup · ADN TELECOM · AKS 100% REFINED STEEL · iB TV USA

SCORPIONS
"ROCK BELIEVER"
OUT NOW



Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak

আসসালামু আলাইকুম,

সবাইকে ঈদুল ফিতরের-এর শুভেচ্ছা।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর আগামী ৫ জুন, ২০২২ নির্বাচনে "পরিবর্তন"-এর অঙ্গিকার নিয়ে আমি মাসুদুল হক ছানু সভাপতি পদপ্রার্থী।

বিবেকবান সিলেটবাসীর কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনাদের ভোট ও দোয়া নিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনে প্রাণের স্পন্ধন ফিরিয়ে আনবো। এই দৃঢ় শপথ নিয়েই সভাপতি পদপ্রার্থী হয়েছি।

আসুন, আমরা সবাই মিলে সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে এই সংগঠনটিকে সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেই।

বিনীত,
মাসুদুল হক ছানু
সভাপতি পদপ্রার্থী
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক নির্বাচন ২০২২



মাসুদুল হক ছানু
সভাপতি পদপ্রার্থী
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
সাবেক সভাপতিঃ
বিয়ানীবাজার সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মৌলভীবাজার ডিস্টিক এসোসিয়েশন
অব নর্থ আমেরিকা ইনক্‌ এর পক্ষ থেকে
দেশ ও প্রবাসের সকলকে জানাই

ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ঈদ মোবারক



ফজলুর রহমান ফজলু
সভাপতি



মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

মৌলভীবাজার ডিস্টিক এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক্‌

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

শাহবাজের সফর সম্প্রচারে বিঘ্ন, পিটিভির ১৭ কর্মকর্তা বহিষ্কার!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের লাহোর সফর 'ঠিকমতো' সম্প্রচার করতে না পারায় দায়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন পিটিভির ১৭ কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের প্রভাবশালী গণমাধ্যম ডন বলছে, উন্নত ল্যাপটপের অভাবে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলে (এফটিপি) ভিডিও আপলোড করতে না পারায় শাহবাজের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিঘ্ন ঘটে। পিটিভির লাহোর কেন্দ্র এই উন্নত ল্যাপটপ না থাকার কথা ইসলামাবাদ কেন্দ্রকে জানালেও তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ডন তথ্য যাচাই করে এর সত্যতা পাওয়ার দাবিও করেছে। ডন আরও দাবি করেছে, তাদের হাতে সেই ল্যাপটপ চেয়ে পাঠানো চিঠির একটা কপিও আছে। আর বহিষ্কৃতরা বলছেন, ইমরান খানের সরকারের আমলে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তাই তারা সরকারপন্থীদের রোষাণলে পড়েছেন।







গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এ ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে লায়ন শাহ নেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর উদ্যোগে গত ২৭ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানটির জ্যাকসন হাইটস অফিসে এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে নিইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও সিটি কাউন্সিলের সাবেক সদস্য হাইরাম মানসেরাত এবং জেবিবিএ'র (গিয়াস-তারেক) সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ রশীদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/ষ্টাফ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার পাটিতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, মিলাদ এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ বেলাল বেগ।

প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ ও প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ দম্পতি অতিথিদের স্বাগত জানান। এসময় শাহ নেওয়াজ উপস্থিত সকলকে পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি আগামী ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডেমোক্র্যাটি পার্টিও ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত


WE ARE OPEN
We have missed you


Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients
Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আবুল মাল আবদুল মুহিত

বাংলাদেশের আকাশ থেকে একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ছে। গত গত ২৯ এপ্রিল শুক্রবার রাতে চলে গেলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত। ৮৮ বছর বয়সে তাঁর এই চলে যাওয়া যে খুব দ্রুত বিদায়, তা বলা যাবে না। কিন্তু আবুল মাল আবদুল মুহিত তো সেই মানুষদের একজন, যাঁরা সমাজের অভিভাবক।

আরো একজন অভিভাবকের বিদায় যে শূন্যতা তৈরি করবে, তা সহজে পূরণ হবে না। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন। সমবেদনা জানিয়েছেন শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি।

আবুল মাল আবদুল মুহিতের জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। কিন্তু জীবনকে তিনি নিজের মতো করে সাজিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করাই জীবনের বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে সে কথা উচ্চারণ করেছেন। নিজের জীবন নিয়ে বলতেন, জীবন গড়ে তুলতে হয়। জীবনকে 'মহাতৃপ্তি আর মহাপ্রাপ্তির' মনে করতেন তিনি। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই গুণী মানুষটি পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর করে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। ছাত্রজীবনে সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সক্রিয় ছিলেন ভাষা আন্দোলনেও। ১৯৫৬ সালে মুহিত যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে। কূটনীতিকের দায়িত্বও পালন করেছেন। পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসে দায়িত্বরত অবস্থায় একাত্তরের জুন মাসে তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ১৯৭২ সালে পরিকল্পনাসচিবের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭৭ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগে সচিব হন তিনি। ১৯৮১ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসরে গিয়ে 'অর্থনীতি ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে কাজ শুরু করেন ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও আইএফএডিতে। ১৯৮২-৮৩ সালে প্রথমবারের মতো অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি। এরপর দীর্ঘদিন বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার পর দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি পান অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব। টানা ১০ বছর তিনি সেই দায়িত্ব সামলেছেন। ছিলেন এরশাদ সরকারেরও অর্থমন্ত্রী।

মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইতিহাস, জনপ্রশাসন ও রাজনীতি নিয়ে ৩৪টি বই লিখেছেন তিনি। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে সরকার। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

শহরে ও গ্রামে ঈদ

ড. মুহাম্মদ ফরিদুদ্দিন ফারুক

'ঈদ' শব্দটি আরবি। যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, বারবার আগমন করা ইত্যাদি। দিনটি যেহেতু প্রতিবছর খুশি ও আনন্দবার্তা নিয়ে সমাজে আগমন করে তাই দিনটিকে 'ঈদ' বলা হয়। কোরআন-হাদিসের আলোকে, তাৎপর্য ও মূল্যায়ন বিবেচনার দিক থেকে ঈদ হিসাব, পুরস্কার ও আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবার আরবি 'আ-দাহ' শব্দ থেকে 'ঈদ' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে, তখন এর অর্থ হয় অভ্যস্ত করে তোলা। অর্থাৎ আল্লাহ প্রতিবছর বান্দাহকে দয়া, করুণা ও আনন্দভোগে অভ্যস্ত করে তোলেন। তা হলো অভিবাদন, অভিনন্দন ও আতিথেয়তার চিরন্তন অভ্যাসে অভ্যস্ত করা। ঈদের দিন আনন্দময় ও উপভোগ্য করে তুলতে এই দিনে রোজা রাখাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'ঈদ' শব্দটির সরল অর্থ উৎসব, ঋতু, পর্ব।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ঈদ উদযাপিত হয় (আনুমানিক) ৩১ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ ১ম শাওয়াল, মদিনায়। তারই ধারাবাহিকতায় মক্কা বিজয়ের পর ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ের ঠিক ১১ দিন পর মক্কায় ঈদ পালিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কখন ঈদ উদযাপিত হয় তার সুনির্দিষ্ট কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তবে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে ঈদ উদযাপিত হয় বলে ইতিহাসের কোনো কোনো সূত্রের দাবি। তা ছিল সুলতানি আমল এবং ১৩০০-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে।

ঈদ উদযাপন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি যে চমৎকার সংস্কৃতিও–তার প্রমাণ মহানবী (সা.) এর হাদিসে আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মদিনাবাসীর দুটি দিন ছিল; যে দিনদ্বয়ে তারা খেলাধুলা-আনন্দ-ফুর্তি করত। রাসুল (সা.) এই দিন দুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দিল, জাহেলি যুগে আমরা দিন দুটিতে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ এই দিন দুটির পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তা হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের দিন। এখানে একটি চমৎকার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হলো, বিনোদনের অনুঘটক সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামী বিধানের সমন্বয়। ঈদ উদযাপনে ধর্মীয় বিধান যেমন ঈদের নামাজ, তাকবির ইত্যাদি তো অপরিবর্তিত আছে, সেই সঙ্গে সংস্কৃতি হিসেবে যে দিকগুলো ইসলাম প্রবর্তন করেছে তারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে ইসলাম তাতে বাধা দেয়নি।

বাঙালি সমাজে ঈদ সামাজিক-ধর্মীয় উৎসব হিসেবে সবিশেষ অবস্থান করে নিয়েছে। তবে আজকের যে ঈদ উৎসব তার ধরন-রূপ-রস-প্রকার-প্রকরণ এক শতাব্দী পূর্বে ভিন্ন ছিল। সে সময় বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষে 'ক্রিসমাস ডে'কে সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে পরিগণিত করা হতো। এই দিনের আগে-পরে সরকারি ছুটি বরাদ্দ ছিল। এরপর দুর্গাপূজাই ছিল জাঁকালো এবং আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব। আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ মুসলানদের পক্ষে ঈদকে জাতীয় পর্যায়ের উৎসবে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কেননা তাদের বেশির ভাগ ছিল বিত্তহীন ও শিক্ষাবঞ্চিত।

বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'তাবাকাতুননাসিরি'র লেখক মিহাজুস সিরাজ সেকালের ঈদ উৎসব প্রসঙ্গে বলেন, ঈদ উপলক্ষে মুসলিম শাসকরা ধর্মোপদেশমূলক বক্তব্য রাখতেন এবং ইমাম নামাজ পড়াতেন। শহর-গ্রামে ঈদগাহে জামাত অনুষ্ঠিত হতো। রমজানের শুরু থেকেই ঈদের প্রস্তুতি শুরু হতো। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) সেকালের ঈদ জামাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ঈদের জামাতে বড়রাই শামিল হতো। তাই জামাতে খুব অল্প লোকই দেখা যেত। নতুন জামাকাপড় পরিধান করে লোকেরা গান-বাজনা করত। বাড়ি বাড়ি সারা রাত ঢোলের আওয়াজ ধ্বনিত হতো। ঈদের জামাতেও লোকেরা কাছা-ধুতি পরিধান করে যেত। নামাজের সময় কাছা খুলতেই হতো। তবে তা নামাজ শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে খুলত। নামাজের কাতারে বসার পরই চুপিসারে কাছা খুলে নিত, নামাজ শেষ হওয়ার পরই তা পরিধান করে নিত। এই ধারা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত অনেকটা চলমান ছিল। এরপর মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সামাজিক-ধর্মীয় যাবতীয় কর্মকান্ডে পরিবর্তন হতে থাকে। সবিশেষ বাংলাসহ উপমহাদেশে ব্যাপক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কারণে একদিকে ধর্মাচারে শুদ্ধির উন্মেষ হয়, অন্যদিকে সামাজিক সংস্কার সবাইকে



দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় লেখালেখি, প্রকাশনা, ধর্মীয় ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদির কল্যাণে এ ধরনের সামাজিক ঐক্যের অনুষ্ঠানগুলো বেশ কার্যকর হয়ে ওঠে। ফলে এখনো আমরা দেখতে পাই দুই ঈদের আগে শহরের মানুষগুলোর গ্রামে যাওয়ার কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়ক-নৌপথে যুদ্ধাভিযানের আদলে ঘরে ফেরার কী দৃশ্য!

বিংশ শতাব্দীর আশি-নব্বইয়ের দশকেও ঈদকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য পরিলক্ষিত হতো তা রীতিমতো অপূর্ব। ঈদের দিন ধনী-গরিব, মনিব-ভৃত্য, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি অজানা-অচেনা মানুষজনের জন্য যে আতিথেয়তার আয়োজন তা মানবতার প্রকৃত রূপকেই প্রকাশ করে। ঈদের নামাজ শেষে কবরস্থানে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কবর জিয়ারতের সে দৃশ্য মন-জুড়ানো। দল বেঁধে শত শত অতিথির আগমনেও কখনো বিরক্তির লেশমাত্র কারো মুখে পরিদৃষ্ট হতো না, বরং অতিথির আধিক্যে আপ্লুত হতেই দেখা যেত সবাইকে।

ঈদ মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও মুসলমানদের দরজা উন্মুক্ত থাকে। ঈদকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেঠো পথ তার শহরে থাকা সন্তানদের ফিরে পায়। সরব হয়ে ওঠে গ্রামের আনাচ-কানাচ। সে সময়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আতিথেয়তায় থাকে মিষ্টান্নজাতীয় দ্রব্য। নানা প্রকার সেমাই, পুড়িং, কেক ইত্যাদি। সময়ের বিবর্তনে তাতেও আজকাল ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো; এখন মিষ্টির তালিকা সংকুচিত হয়ে ঝালের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সমধিক বলেই মনে হয়। তাই ঈদের দিনের খাবার তালিকায় দেখা যায় নুডলস, ছোলা, পোলাও-বিরিয়ানির মতো ভারী খাবার। শহরের ঈদ উদযাপন অনেকটা ভিন্ন আঙ্গিকের; সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা কম বিধায় বন্ধুবান্ধব, অফিস কলিগ, রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের বাসাবাড়িতে যাওয়া-আসা হয়। সেখানকার আতিথেয়তার ধরন-মাত্রাও বেশ জৌলুসপূর্ণ হয়ে থাকে।

অবশ্য আধুনিকতা পেরিয়ে উত্তরাধুনিকের এ কালে বেশ অশনি নিদর্শনও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। একসময় কিশোর, তরুণ-তরুণীরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য কী যে উদগ্রীব ছিল, তা আর পরিলক্ষিত হয় না। এখন কোনোমতে ঈদ জামাত শেষ করে মোবাইল কিংবা অন্য যেকোনো ডিভাইসে বুঁদ হয়ে থাকে। না আছে আত্মীয়তার সম্পর্কের অনুভূতি, না আছে তার ব্যাপারে কোনো আবেগ-আগ্রহ, বরং যান্ত্রিক বিধ্বংসী যন্ত্রটিই তার জীবন হয়ে উঠছে!

গ্রামের নিষ্কলুষ পরিবেশও আজ দেখা যায় ঈদও ঐতিহ্যশূন্য হতে চলেছে; গ্রামের টং দোকান, পুকুরঘাট, বটতলা ইত্যাদি জায়গায় দেখা যায় জটলা, হাতে তাসের সেট, সামনে জুয়ার বেটে ছড়ানো ছিটানো টাকার বান্ডিল। একইভাবে দেখা যায় ক্যারম, মার্বেল ইত্যাদির খেলা, পশ্চাতে জুয়ার মেলা! তবু ভ্রাতৃত্ব-হৃদ্যতা-সৌহার্দ্যের বার্তাবাহী ঈদ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধের প্রকাশের অন্যতম অনুঘটক। ঈদ সবার জীবনে বয়ে দিক খুশি-আনন্দ ও শান্তি-সুখের ফল্গুধারা।

লেখক: অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

মে	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ফজর	৪.২৭	৪.২৬	৪.২৪	৪.২৩	৪.২১	৪.২০	৪.১৮
সূর্যোদয়	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬
জোহর	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২
আসর	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২
মাগরিব	৭.৫৩	৭.৫৪	৭.৫৫	৭.৫৬	৭.৫৭	৭.৫৮	৭.৫৯
এশা	৯.১৮	৯.১৯	৯.২১	৯.২২	৯.২৪	৯.২৫	৯.২৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মে দিবস

অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলছেই

রণেশ মৈত্র

আমেরিকার শিকাগো নগরীতে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল পুঁজিবাদীদের অস্ত্রের আঘাতে; আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে, ১৮৮৬ সালে। রক্তঢালা পহেলা মে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে দ্বিমত না থাকায় দিবসটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির দিবস হিসেবে স্বীকৃতিও অর্জন করেছিল। সেই স্বীকৃতি আজও বহাল আছে।

দিনটি শ্রমিক শ্রেণির জন্য পরাজয়ের দিন নয়; বিজয়ের দিন, অর্জনের দিন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিন। মনে রাখা দরকার- ওই সংগ্রাম সংগঠিত করতে প্রত্যয়বদ্ধ কেন হয়েছিল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি? আমেরিকান পুঁজিপতিরা যূথবদ্ধভাবে দিবারাত্র কাজ করতে বাধ্য করত তাদের নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রায় প্রতিদিন এক দিনের বেতনের বিনিময়ে। তাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছিল; পারিবারিক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই তারা স্থির করল, প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করবে। ক্ষুব্ধ মলিক এবং সরকার এ দাবি মানতে নারাজ। শ্রমিক শ্রেণিও এই ন্যায়সংগত দাবি ছাড়তে নারাজ এবং তারা এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হলো। ওই ন্যায়সংগত আন্দোলন দমনের লক্ষ্যেই পুলিশের গুলিতে ওই নগরীর রাজপথ শ্রমিকদের রক্তে লাল হয়েছিল। কিন্তু সে রক্ত বৃথা যায়নি।

১ মে'কে মে দিবস হিসেবে ঘোষণা করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকার ছুটি ঘোষণা করে। এর মধ্যে বাংলাদেশও একটি। মে দিবস শুধু আট ঘণ্টা কাজের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিটি কারখানার শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন দেশে বাজারদর অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি, আবাসন, পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার সুযোগ, মাতৃত্বকালীন ছুটি, উৎসব ভাতা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি ন্যায়সংগত মানবিক দাবি। এই দাবিগুলো কোনো কোনো পুঁজিবাদী দেশে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হলেও অন্য কিছু দেশে দাবিগুলোর আংশিক মেনে নেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও আদৌ মানা হয়নি। নীতিগতভাবে কোথাও কোথাও মানলেও তা পুরোপুরি কার্যকর করা হয়নি। তবে কমবেশি লড়াই সর্বত্রই চলছে। শ্রমিক শ্রেণি মালিকপক্ষের শোষণের শিকার আজ সব দেশেই। তাই এর জন্য যতদিন এই শোষণ বজায় থাকবে, ততদিন এ জাতীয় সংস্কারমূলক দাবি-আন্দোলনও বজায় থাকবে। শোষণমুক্তির দাবি বোধগম্য কারণেই পৃথিবীর কোনো দেশের পুঁজিবাদীরা মেনে নিতে নারাজ। তাই ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলন পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে উঠতে থাকে।

মার্কসীয় তত্ত্বকে ধারণ করে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সেখানকার শ্রমিক শ্রেণি ও মেহনতি মানুষের চরম শত্রু জারের শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি ক্ষমতা দখল করে। ওই আন্দোলনই রুশ বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। রুশ বিপ্লব রুশ সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে ওঠে এই ঐক্যের পক্ষে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণি তাতে সমর্থন জানায়। সমর্থন জানায় মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয় ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ে; ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম নতুন মাত্রা অর্জন করে এবং ভারতসহ এশিয়া-আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই পরিস্থিতির মধ্যে অর্থাৎ পুঁজিবাদের পরাজয়জনিত শূন্যতার সুযোগে আমেরিকা সেই শূন্যতা পূরণে উঠেপড়ে লাগে। মুখে গণতন্ত্র, স্বাধীনতার কথা বলে নতুন পদ্ধতিতে পুনরায় বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুত একটি শোষণমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণির আধিপত্য। বিশ্বে নতুন ইতিহাস রচিত হয়। শোষিত, নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজ বিশ্বব্যাপী



সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলে। সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বোত্তম বন্ধু হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম এবং আরও বহু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক সমর্থন, ভারতসহ সব গণতান্ত্রিক দেশের বিপুল সাহায্যে সাফল্য অর্জন করে। সীমিত পরিমাণে হলেও বা পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও শ্রমিক শ্রেণির শোষণমুক্তির দাবি ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রসারিত হতে থাকে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ১৯১৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। গড়ে ওঠে শান্তি ও স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে জাতিসংঘ। অন্যদিকে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান ধারণ করে গড়ে ওঠে বিশ্ব শান্তি পরিষদ।

একটানা ৭৪ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতায় থাকে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সে দেশের শ্রমিক শ্রেণির পার্টি; বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির অকৃত্রিম বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি। দীর্ঘ সময় ধরে শাসনকালে ওই সরকার বিশ্বব্যাপী যেমন বহু কল্যাণকর কাজ করেছে; সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের অপরিসীম কল্যাণ সাধন করেছে; ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অভাব, বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে; তেমনই এ কাজ করতে গিয়ে কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। আর তা হয়েছেও। ১৯৮১ সালে মস্কো সফরে গিয়ে তা চোখে পড়েছে। তা হলো অভাবমুক্ত যুবসমাজ আরও ভালো থাকা, আরও ভালো পোশাক-পরিচ্ছদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আমেরিকান জিন্সের প্যান্ট-কোট পছন্দ করলেও সরকার তা আমদানি না করায় তারা একদিকে চোরাকারবারি বাধা, সরকারের অক্ষমতা বা দুর্বলতা মনে করে ধীরে ধীরে সরকারবিরোধী হয়ে ওঠে। টুথপেস্ট জাতীয় অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মান আশানুরূপ ভালো না থাকা; সরকারের খারাপ কাজেরও সমালোচনা করার অধিকার না থাকা; সংবাদপত্রে কোনো সমালোচনামূলক খবর প্রকাশের সুযোগ না রেখে একতরফা সরকারের গুণকীর্তনের মাধ্যমে পত্রিকা এবং সব প্রচারমাধ্যমকে সরকারি প্রেসনোট প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত করায় যুবসমাজের মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন ও প্রকাশ্যে পরিচালিত নানাবিধ চক্রান্ত। দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত এসব চক্রান্তের সঙ্গী হয় সোভিয়েত গোয়েন্দা বাহিনীর একাংশ। আজকের পুতিনও ওই গোয়েন্দা বাহিনীরই একজন কর্মকর্তা ছিলেন। পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ১৯৯১ সালে মহাবিপর্যয় ঘটে যায়। পুঁজিবাদ সমর্থক সরকার গঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অপরাপর দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এই বিপর্যয়ের মুখে শ্রমিক শ্রেণি হয় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতেও গণতন্ত্রবিরোধী এবং ধর্মান্ধ অপশক্তির উত্থান ঘটে।

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনে বিরোধিতা, বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা, সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর ফল আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ নানাভাবে ভোগ করছে। শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত শ্রমিকরা এই ষড়যন্ত্রের পরও সজাগ হতে পারেনি। সক্রিয় হতে পারেনি বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও যুবসমাজ। মে দিবসের চেতনা আবার বিশ্বকে জাগাবে। এখনও ভিয়েতনামসহ কয়েকটি এশিয়ান, লাতিন আমেরিকান ও ইউরোপীয় দেশ আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলাম লেখক



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

ঈদুল ফিতর

উৎসবে মানবিকতার উন্মেষ ঘটুক

ড. মোহীত উল আলম

ছাত্রাবস্থায় আমার একটা পরিশ্রমের পড়া ছিল ফরাসি ঔপন্যাসিক রমাঁ রোঁলার কালজয়ী উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফ পাঠ করা। তেমন আর কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি চরিত্র সম্পর্কে লেখকের একটি মন্তব্য। চরিত্রটি সম্ভবত ক্রিস্তফই; যে কিছুদিন শপথ নিল- খুব মিতব্যয়ী হয়ে চলবে। ফলে তার কঞ্জুসি সিদ্ধান্ত তার বেহিসেবি স্বভাবের ওপর প্রচুর নিম্নচাপের সৃষ্টি করল। তারপর একদিন সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে এমনভাবে খরচ করল, সে হয়তো ওই কঞ্জুসি সিদ্ধান্ত না নিলে এর চেয়ে কম খরচ করত।

গত দুই বছর ২০২০ এবং ২০২১, অতিমারির আক্রমণে লোকজন ঠিকমতো ঈদ উৎসব পালন করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে এই বছর তারা ক্রিস্তফের মতোই বেহিসেবি খরচে নামবে এবং নেমেছে যে, তার বিবরণ আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ছি ও টিভিতে দেখছি। এমনকি আমার শান্তশিষ্ট প্রকৃতির গৃহিণী প্রতিদিন ইফতারের সময় কথাবার্তায় বলছে, ঘরের রং করানো হয়নি অনেক দিন; সোফার তোশকগুলো ফেঁসে গেছে; পর্দার রং জ্বলে গেছে; রান্নাঘরের কেবিনেট পোকায় কাটছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, এর যে কোনো একটাতে হাত দিলে লাখ টাকার ধাক্কা। আমার স্ত্রী হয়তো মানলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সব স্ত্রী তা মানবেন- এমন কথা নেই এবং সব স্বামীও যে আমার মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, তাও নয়।

ঈদের ধর্মীয় আবেদন ব্যতিরেকে এর মূল তাৎপর্য অর্থনীতির মূল একটি সূত্রের মধ্যে নিহিত। সেটা হলো, কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ। এ কথাটা অবশ্য পুরোনো দিনের। এখন বলা হয়, বাই ইয়োর ক্লথ অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর নিড- নিজের প্রয়োজন মোতাবেক কাপড় ক্রয় করো। কিন্তু এখানেই লেগে গেল ফ্যাকড়া। প্রয়োজনের সংজ্ঞা তো অনির্ধারিত। অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাত; মানে আপেক্ষিক। কারও কাছে একটি বিছানার চাদর জোগাড় করা হচ্ছে প্রয়োজন মেটানো। আবার কারও কাছে একটি এসি লাগানোই হচ্ছে এই গরমের দিনে অত্যাবশ্যক। ঈদ তাই আমাদের একটি চিরকালীন দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করে ফেলে- কত আছে, কত খরচ করা যাবে?

প্লাস্টিক অর্থনীতি অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের ভূমিকা এই চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধে শেকসপিয়রের অন্যতম ভিলেন ইয়াগোর মতো কাজ করে। ইয়াগো একদিকে তার বস ওথেলোকে যেমন বশ করে এই বলে, ধরিত্রীর মধ্যে সে ওথেলোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু; অন্যদিকে ওথেলোর কানে ফুসলায়- ওথেলোর বউ ডেসডিমোনা হয়তো ক্যাসিওর সঙ্গে প্রেমে মত্ত। ক্রেডিট কার্ডও সব সময় বিপদের সময় বা স্বাভাবিক সময়ে পাশে এসে দাঁড়ায় ইয়াগোর মতো বিশ্বস্ততা নিয়ে। কিন্তু মাস শেষে যখন ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার তারিখটা পড়ে তখন মনে হয়, ক্রেডিট কার্ড ইয়াগোর প্ররোচনা অনুযায়ী নিজের স্ত্রীর ওপর বিশ্বাস হারানোর মতো কাজ করছে। অর্থাৎ যে ক্রেডিট কার্ডকে পাঞ্চ করার সময় চুমো খেতে ইচ্ছা করছিল, সে ক্রেডিট কার্ডই ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার সময় ছিঁড়ে কুটি কুটি করার ইচ্ছাবস্তুতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থকড়ি সংক্রান্ত মুরব্বি সংস্থাও তা-ই বলছে। এর একটি বিরাট সূচক হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির উল্লম্ফন- টাকা ও সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণির অবস্থান হিসাবের বাইরে। এদের দারিদ্র্য কখনও ঘোচার নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলাদেশের অর্ধশতক পূর্তিতে সম্ভবত সবচেয়ে লাভ অর্জনকারী শ্রেণি। এই শ্রেণিটি যেমন টাকায় পুষ্ট হয়েছে, তেমনি সংস্কৃতিতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি কারা, তার সংজ্ঞায়ন মোট-মুটি এভাবে করা যায়, যাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া আছে; কিছুটা উচ্চ মেধা আছে; আছে কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে প্রচুর হিংসা-দ্বেষ ও প্রতিশোধস্পৃহা। তাদের বেশিরভাগই চাকরিনির্ভর জীবন যাপন করে। একই সঙ্গে যারা যে কোনো বিষয়ে যেমন ক্রীড়া, সাহিত্য, ধর্ম, রাষ্ট্র এসব গুরুতর বিষয়ে মতামত দিতে ওস্তাদ এবং যারা ফেসবুকে চাষ করে নানা রকম মতদ্বৈততা, তারাই মধ্যবিত্ত। বাংলাদেশে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা আট-নয় কোটি। এদের চাওয়া-পাওয়ারই প্রতিফলন হচ্ছে ঈদবাজার।

অনলাইনে কেনাকাটা তারই একটি প্রতিফলন। মোবাইল ফোন খোলা যায় না। কোনো না কোনো অনলাইন প্রতিষ্ঠানের প্রডাক্টের ফিরিস্তি কোনো সুদর্শনা নারীর মুখে চলতেই থাকে। শপিংমলগুলো ঈদবাজারের প্রেক্ষাপটে এতটাই কাস্টমাইজড হয়ে গেছে যে, এখন আর শাড়ির দোকান থেকে শুধু শাড়ি কিনে বের হতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজ পিস কাটিয়ে, ব্লাউজের মাপ নিয়ে তৈরি করে দেওয়ার জন্য নারী-দর্জি নিয়োগ দেওয়া আছে ওই শাড়ির দোকানেই। পর্যটনভিত্তিক হোটেলগুলো এর মধ্যে মেসেঞ্জারে বারবার তাগিদ জানাচ্ছে, ঈদ উপলক্ষে কক্সবাজার, জাফলং বা পঞ্চগড় চা বাগানে গেলে কেমন ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। পত্রিকাগুলো ঈদসংখ্যা বের করছে ঢাউস সাইজের এবং সেগুলো বিক্রিও হচ্ছে ভালো। ঈদ উপলক্ষে সাহিত্যচর্চার উর্বর পটভূমি তৈরি হয় এবং তার ব্যবসায়িক মূল্যও কম নয়।

> **গত দুই বছর ২০২০ এবং ২০২১, অতিমারির আক্রমণে লোকজন ঠিকমতো ঈদ উৎসব পালন করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে এই বছর তারা ক্রিস্তফের মতোই বেহিসেবি খরচে নামবে এবং নেমেছে যে, তার বিবরণ আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ছি ও টিভিতে দেখছি।**

ব্যবসায়িক মূল্য উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে ঢাকায় সম্প্রতি সংঘটিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। কয়েক দিন আগে ঢাকা কলেজের ছাত্র, যাদের নেতৃত্বে ছিল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা, ওই এলাকার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়ে গেল এবং যাতে দু'জনের প্রাণহানিও হলো, সে সংঘর্ষের মূলে ছিল ঈদবাজারকেন্দ্রিক চাঁদা তোলা। ব্যবসা তো করতে হবে, তাই দুদিনের মাথায় দোকানিরা সাদা পতাকা ওড়াল। আর চাঁদাবাজদের তো চাঁদাবাজি অব্যাহত রাখতে হবে, তাই আবার বেচা-বিক্রি শুরু হলো। চাঁদাবাজও রইল। মাঝখান থেকে দুটি প্রাণ গেল। আর ঈদের কারণে এই সংঘর্ষটা হলো বক্রভাবে; এই কথাটাও বলা যায়। আবার এই ঘটনা একটি মওকাও তৈরি করে দিল সরকারের জন্য- শক্ত হাতে অপরাধীদের ধরে শক্ত শাস্তির আওতায় যেন নিয়ে আসা যায়। এখানে সরকারকে দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। একটা কথা পরিস্কার- সন্ত্রাসভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তারা চিরদিনই সংকট তৈরি করে। এদের মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা নয়; অবৈধ উপায়ে টাকা উপার্জন। তাই বলতে হয়, ঈদ সম্পূর্ণত একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও এর পুরো বিস্তৃতি সামাজিক। আর সামাজিক মানে পুরোটাই অর্থনৈতিক।

সে জন্য ঈদের বড় ঝুঁকি যেটা আমি দেখি সেটা হাজার হাজার মানুষের বাড়ি যেতে লঞ্চঘাটায় ভিড়। জীবন-মৃত্যুর দোলাচলের মধ্যে বাড়তি লোক নিয়ে পদ্মা বা মেঘনায় লঞ্চডুবি হচ্ছে। কিংবা ট্রেনের টিকিটের অপেক্ষায় স্টেশনে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। আমি ঝুঁকিটা দেখছি দ্রব্যমূল্যের আস্ফালনে এবং বাজার থেকে সয়াবিন তেল উধাও হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনায়। অর্থাৎ ঈদের অর্থনীতি পুরোটাই অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের অধীনে চলে যায়। যেন এমন, সরকারেরও নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী ও দোকানদারদের মধ্যে সংঘর্ষ এই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হিমবাহের দৃশ্যমান উপরিভাগ মাত্র। কিন্তু এর অদৃশ্যমান দেহটা যেখানে অসাধু ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, মধ্যস্বত্বভোগী, কমিশনখোর এবং অপরাজনীতির বাহিনী সব মিলে বাজারের যে অস্থির অবস্থা তৈরি করে; সেখানে সরকারের শক্ত হাতের নিয়ন্ত্রণ কেন থাকবে না?

ধরুন, চাঁদাবাজি যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে ব্যবসায়ীরা সে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে এবং ফলত এর শিকার হয়ে যাচ্ছে আপামর ক্রেতা। বিশেষত গরিবের পর্যুদস্ত হওয়ার কোনো শেষ থাকে না। টিভির সংবাদ প্রতিবেদনে ক্রেতাদের দুর্দশার ছবি দেখে মেলাতে পারি, কেন মসজিদ থেকে বের হলে এত অধিকসংখ্যক হাতপাতা ভিখারির মুখোমুখি হতে হয়। তাই কঠিন হলেও কথাটা বলতে হয়, ঈদ উদযাপন আর দারিদ্র্য উদযাপন প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ছে। অসমর্থ পরিবারগুলোতে ঈদ উপলক্ষে যে অর্থনৈতিক চাওয়া-পাওয়া কিংবা সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে লড়ালড়ি শুরু হয়, তাতে দিন শেষে গৃহস্বামী বালিশে শান্তিতে মাথা রাখতে পারে কিনা সন্দেহ। তবুও সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে আনন্দের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করার তওফিক যেন সবার থাকে, সে কামনা করি।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা মূলধনে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেলশনীয় মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আব্দুল মুহিতের মৃত্যুতে নেতৃবৃন্দের শোক প্রকাশ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী, সিলেট-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ, ভাষা সৈনিক এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, আবুল মাল আবদুল মুহিত বাংলাদেশ সময় ২৭ এপ্রিল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫৬ মিনিটে রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। শোক ও সমবেদনা প্রকাশকারীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাদেশ আমেরিকান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক সভাপতি আব্দুস শহীদ, সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাজী কয়েছ আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহান আহমেদ টুটুল, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নুর আলম জিকু, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ জামাল হোসেন, নি-উইয়র্ক মহানগর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইনক সভাপতি তজমুল হোসেন, নিউইয়র্ক যুবলীগ নেতা রিটন সরকার প্রমুখ।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমাদের কোন শাখা নেই

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ভিসা বুলেটিন মে ২০২২

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মে মাসের জন্য ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। ২০২২ সালের মে মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড ভিসা অগ্রাধিকার

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকের আবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ-২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানঃ চলতি

বি. (এফ-২ বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

এ বিষয়ে এবং চাকরি ভিত্তিক অগ্রাধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে ভিজিট করুন।

ক্রেডিট কার্ডে ইউএসসিআইএস'র ফি প্রদান এবং অন্য বিকল্পঃ

অনেকেই ইমিগ্রেশন ফি প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চান। ইমিগ্রেশন ফি প্রদানের পৃথক পৃথক আবেদনের জন্য পৃথক ফি। এটা নির্ভর করে বায়োমেট্রিক এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগবে কি লাগবে না তার উপর। আপনি একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে পড়লে আপনাকে বায়োমেট্রিক দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে বায়োমেট্রিকের জন্য ফি দিতে হবে। যথার্থ ফি কত সে সম্পর্কে জানতে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট ভিজিট করুন। এ ব্যাপারে কোন সমস্যা মনে করলে সাহায্যের জন্য আমাদের অফিসে কল করতে পারেন। সময়ে সময়ে ইমিগ্রেশন ফি বাড়ানো বা কমানো হয়। ওয়েব সাইটটি দেখে আপনি আপনার জন্য নির্দিষ্ট ফি জেনে নেবেন।

কুইন্স থেকে আব্দুর হামিদের প্রশ্নঃ

আমি এদেশে আছি কয়েক বছর যাবত। সামনে আমার ইমিগ্রেশনের ইন্টারভিউ আছে। আমি একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছুক। আপনার এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের উত্তর পেলে আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকবো। আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আবেদনের ফিস জমা দিতে পারব কিনা? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারলে হয়তো আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবে।

আব্দুল হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি দিতে পারবেন?

আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনার আবেদনের এবং বায়োমেট্রিক পরীক্ষার ফি দিতে পারবেন। ইউএসসিআইএস যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক সমূহে প্রদত্ত প্রায় সকল মেজর ক্রেডিট কার্ড গ্রহন করে থাকে। ক্রেডিট কার্ডের জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ চার্জ করা হয় না। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, ক্রেডিট কার্ড চার্জের ফরমে আপনি সঠিক পরিমান অর্থ দিয়েছেন।

ক্রেডিট কার্ড চার্জের জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত ফরম জি-১৪৫০ঃ

ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার জন্য আপনাকের অবশ্যই জি১৪৫০ ফরম পূরণ এবং স্বাক্ষর করতে হবে। আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, ইমিগ্রেশন ফি পরিশোধের জন্য আপনার ক্রেডিট কার্ডে যথেষ্ট অর্থ আছে। উদাহরণ স্বরূপঃ আপনি যদি আই-৪৮৫ ডলার ফি দেয়ার মত অর্থ আপনার কার্ডে থাকতে হবে। আপনি আপনার ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের ফি পরিশোধ করতে পারেন।

প্রত্যেক আবেদনের জন্য পৃথক পৃথক ফি দিতে হবেঃ

আপনি যদি একই সময়ে একের অধিক কারণে আবেদন করেন তবে পৃথক পৃথক কেসের জন্য আপনাকে পৃথক পৃথকভাবে ক্রেডিট কার্ড অথরাইজেশন ফরমে জি-১৪৫০ পূরণ করতে হবে। একটি ক্রেডিট কার্ডে যদি আপনার যথেষ্ট অর্থ না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আপনি একের অধিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এক একটি কার্ড ব্যবহার করছেন এবং দুটি কার্ডেই ১০০০ ডলারের কম ক্রেডিট লিমিট আছে। তাহলে আপনি দুটি কার্ডে ভাগা করে ফি দিতে পারবেন। তবে প্রত্যেক কার্ডে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। আপনি একটি ক্রেডিট কার্ডে ৯০০ ডলার এবং অন্যটিকে ৩২৫ ডলার চার্জ করতে পারবেন। অথরাইজেশন আবেদনের জন্য আপনাকে পৃথক পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে। প্রত্যেক ফরমে আপনার নির্দিষ্ট ফি'র পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপঃ আপনি আই-৪৮৫ ফরম পূরণ করছেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে ১২২৫ ডলার আবেদন ফি দিতে হবে। আপনি দুটি ক্রেডিট ফর্মেও সেটা উল্লেখ করতে হবে।

থার্ড পার্টি ক্রেডিট কার্ডঃ

ইমিগ্রেশন ফি পরিশোধের জন্য আপনি পরিবারের অন্য কোন সদস্য বা বন্ধুর ক্রেডিট কার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে জি-১৪৫০ ফরমও পুরণ করতে হবে, ক্রেডিট কার্ড যার নামে তাকেই এক্ষেত্রে আবেদনকারী নন।

বিস্তারিত জানতে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট পরিদর্শন করুন।

নিউইয়র্ক থেকে সাফিন আহমেদের প্রশ্নেঃ

আমি টুরিস্ট ভিসায় এদেশে এসে রাজনৈতিক কেসের জন্যে আবেদন করেছিলাম। আমার কেস অস্বীকৃত হয়েছে। আমি আগামী জুন মাসে দেশে চলে যাবার জন্যে ভলান্টারী ডিপারচার নিয়েছি। এ জন্যে আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি এদেশে ছেড়ে যাবার নির্ধারিত তারিখের আগে বা পরে দেশে চলে যেতে পারি কিনা? আগে বা পরে দেশে চলে গেলে তার জন্যে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারেন?

সাফিন আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাকে যথাসময়ে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে- কারণ আপনি ভলান্টারী ডিপারচার নিয়েছিলেন। ভলান্টারী ডিপারচার কথার প্রযোজ্য তাকে এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যার উপর ভলান্টারী ডিপারচার ইস্যু হয় সেই ব্যক্তির ইউএস এর স্ট্যাটাস অবৈধ বলে বিবেচিত হয়।

ডিপোর্টেশন জাজ অথবা ডিস্ট্রিক্ট ডাইরেক্টরের কাছে করা আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় বিতাড়ন প্রক্রিয়া তারা গ্রহন করে। ফলে সেই ব্যক্তি সময় মত এদেশ ছেড়ে চলে যান তবে কোন শাস্তি বা হেনস্তা এরকম কিছু করা হয় না- ডিপোর্টেশনের জন্য। যেমন যদি কোন ব্যক্তি ইউএসএ থেকে বিতাড়িত হন তবে তিনি দশ বছরের মধ্যে আর এদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। আবার ইউএসএ থেকেও তার আর কোনভাবে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট হবে না।

ডিপোর্টেড ব্যক্তি যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে না যান তবে তার বিরুদ্ধে অটোমেটিক ডিপোর্টেশন অর্ডার আসবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন ইমিগ্রেশনাল এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।



Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

এই ঈদ হোক সম্প্রীতি ও আনন্দের



আবদুল মান্নান

একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবার সারা বিশ্বে চাঁদ দেখা যাওয়া সাপেক্ষে ৩ মে মুসলমানদের ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের যে কয়েকটি বড় উৎসব আছে তার মধ্যে ঈদুল ফিতর অন্যতম। ৩০ বা ২৯ দিন রমজান বা রোজা শেষে এই দিনটি বছরে একবার আসে। যেহেতু দিনটি হিজরি সন অনুযায়ী ধার্য করা হয়, সেহেতু মুসলমানদের কোন উৎসব ঠিক কোন দিন উত্যাপিত হবে তা আগে থেকে অনেক সময় জানা যায় না।

হিজরি সন গোনা হয় সূর্য অস্ত থেকে পরবর্তী দিনের সূর্য অস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ হিজরি সন চান্দ্রমাসভিত্তিক। রমজান শুরু হয় হিজরি বর্ষের রমজান মাসে। এবার ঈদটা অন্য যেকোনো বছরের তুলনায় একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসেছে। গত দুই বছর সারা বিশ্বে কভিডের কারণে মানুষ কোনো ঈদ স্বাভাবিকভাবে করতে পারেনি।

সাধারণত সকালে ঈদের জামাত বা নামাজ উন্মুক্ত স্থানে অথবা মসজিদে আদায় করা হয়। যে তিনটি নামাজে আজান দিতে হয় না তার মধ্যে দুই ঈদের নামাজ ছাড়াও আছে জানাজা। অবশ্য জানাজা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। গত দুই বছর অনেকে ঈদের নামাজ বাড়িতেই পড়েছেন। রমজানের সময় প্রতিবছর কয়েক লাখ মানুষ সৌদি আরবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন উমরাহ পালন করতে। এই দুই বছর সীমিতসংখ্যক মানুষ তা পালন করতে পেরেছেন। অন্য দেশ থেকে উমরাহ বা হজ পালনও নিষিদ্ধ ছিল। আর্থিক দিক দিয়ে দেশটি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এখন তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

গত দুই বছরে শুধু যে কভিডের কারণে বিশ্বের ক্ষতি হয়েছে তা নয়, এই সময়ে যুদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার কারণেও বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে এই সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের কারণে তা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এই মুহূর্তে ভারতের কোনো কোনো শহরে বা রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের উসকানিতে এই সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এমন ঘটতেই থাকলে তা তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোনো ধর্মই হিংসা-বিদ্বেষ সমর্থন করে না। কিন্তু যুগে যুগে এই ধর্মকে ব্যবহার করে দেশে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ঈদের শুরু কখন হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এটি মোটামুটি জানা যায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে (তখন থেকে হিজরি সনের গণনা শুরু হয়)। ইসলামের রাসুল দেখতে পান সেখানকার বাসিন্দারা নানা সময়ে নানা ধরনের উৎসব উদযাপন বা পালন করে। এই সময় মদিনায় জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিল অমুসলিম। মুসলমানের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আর সমাজ ছিল গোত্র বিভাজিত। গোত্রে গোত্রে সংঘাত লেগেই থাকত। হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় আসার পর তিনি প্রথমে যে বিষয়টির ওপর নজর দিলেন তা হলো মদিনার বাসিন্দাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করা। রচিত হলো মদিনা সনদ, যাকে বলা হয় বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, যাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মদিনার সব বাসিন্দার মধ্যে শান্তি স্থাপনের কথা বলা হয়।

বিশ্বায়নের যুগে সব ধর্মের পালাপার্বণে পরিবর্তন এসেছে। ঈদও তার বাইরে নয়। একসময় যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ছিল, ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার খপ্পরে পড়ে তা এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে। একসময় এই বাংলাদেশে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের পালাপার্বণের ধর্মীয় বিষয়গুলো বাদ দিলে বাকি বিষয়গুলো যেমন সর্বজনীন চিত্র ছিল, তা আর তেমনটা নেই বললেই চলে। ছোটবেলায় ঈদের নামাজ শেষে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে মুরব্বিদের সালাম করে চার আনা, আট আনা ঈদের সালামি নিতে যাওয়া সবার জন্য অনেকটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেমনটা বর্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। এখন মানুষের হাতে কাঁচা টাকা এসেছে ঠিকই, কিন্তু বিরাটসংখ্যক মানুষের ঈদের আনন্দের অর্থ অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এখন ঈদের সময় মানুষ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়াটা তেমন একটা প্রয়োজন মনে করে না। এ বছর ঈদের ছুটি কাটাতে এই দেশের পাঁচ লাখ মানুষ ভারতে, বেশির ভাগই কলকাতায় যাচ্ছে। দুই বছর তারা মহামারির কারণে কোথাও যেতে পারেনি। এবার তারা তা পুষিয়ে নিচ্ছে। লক্ষাধিক মানুষ ভারত থেকে ঈদের বাজার করে দেশে ফিরেছে। ভারতের অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশের গুরুত্ব কতটুকু তা বোঝার জন্য বড় মাপের কোনো অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। একসময় এ দেশের মানুষ ৪০০-৫০০ টাকার বাজেটে ঈদের কেনাকাটা সেরে নিত। এখন আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ টাকা খরচ করে মানুষ ঈদের দিন কয়েক ঘণ্টা পরার জন্য শেরোয়ানি কেনে। ভারত থেকে আমদানি করা মেয়েদের লেহেঙ্গার দাম নাকি তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা। দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজ আর মানুষের রুচি। কাঁচা টাকা বলে কথা। তেমনটা সব ধর্মের উৎসবকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে। সব ধর্মের পালাপার্বণে জৌলুস এসেছে সত্য, কিন্তু প্রাণটা চলে গেছে অনেক আগে। আগে যারা ঈদ কার্ড পাঠিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে শুভেচ্ছা জানাত, এখন তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুদে বার্তা বা ডিজিটাল ঈদ কার্ড পাঠিয়ে তা সেরে নিচ্ছে। ডিজিটাল যুগ বলে কথা!

কোনো ধর্মের কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে আগে অশান্তি সৃষ্টির কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না। এখন বিভিন্ন দেশে এসব বিষয় নিয়ে সংঘাত বা অশান্তির ঘটনা ঘটার খবর বিচিত্র বা নতুন কিছু নয়। এই সেদিনও ঈদ এলে বাড়িতে অন্য ধর্মের বন্ধুরা যেভাবে বেড়াতে আসত, তাদের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকত, তা তেমন একটা আর নেই। তাদের কয়েকজন এরই মধ্যে চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কেউ কেউ নানা কারণে দেশান্তরিত হয়েছে। বন্ধু, সুশীল ও তার পরিবারের সদস্যরা ঈদের দিন বাড়িতে বেড়াতে এলে আগে থেকে বলে রাখত তাদের জন্য যেন ছোলা ভাজা হয়, যেমনটা আমরা ইফতারের সময় ভাজি। মা খুব যত্ন করে তা বানিয়ে রাখতেন। রণজিৎদার মোরগ-পোলাও খুব পছন্দ। মা জানতে চাইতেন রনজিৎদা এ বছর আসবেন তো? কয়েক বছর আগে তিনি ইহলোকের মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। সরকারদার সেমাই খুব পছন্দ। তিনি আর আসবেন না কোনো দিন।

সব ধর্ম শান্তির কথা বললেও বর্তমান সময়ে সেই ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষ নিজেদের মধ্যে দেয়াল তৈরি করছে। চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মানুষ আশা করে এই দেয়াল দ্রুত ভাঙবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দেশে দেশে তা আরো উঁচু হচ্ছে। সম্প্রীতি শক্ত হওয়ার পরিবর্তে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। এটি সভ্যতার জন্য একটি অশনিসংকেত। অথচ বিগত মহামারিকালে সেই মানুষই আবার মানবতার অনেক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের কোনো একটি পাড়ায় কভিডে আক্রান্ত হয়ে একজন সনাতন ধর্মের মানুষ মারা গেলে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজ ধর্মের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ার মুসলমান ছেলেরা মিলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মরদেহের শেষকৃত্য সেরেছে। ভারতের আসানসোলে একজন মুসলমান ছেলে একজন স্বজন ছাড়া বৃদ্ধের মুখাগ্নি করেছে। ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদরাসা তাদের একটি বিশাল ভবন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল কভিডকালে সবার জন্য হাসপাতাল বানাতে। এই একটি মহামারি প্রমাণ করেছে মানবিক হওয়ার বিষয়টি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। সদিচ্ছা থাকাটাই জরুরি।

আমাদের জীবনে এমন একটি কঠিন সময় পার করার পর হয়তো আরেকটা ঈদ আসবে না। এবারের ঈদটা সব দেশেই মানুষে মানুষে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সম্প্রীতি সৃষ্টি করার ঈদ হোক, যেমনটি হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুগে। পাঠকদের ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক



পর্তুগিজ আগ্রাসন প্রতিরোধে কালিকটের বিজয়গাথা

মযহারুল ইসলাম বাবলা

১৫০১ থেকে ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পর্তুগিজ নাবিক জোয়াও দা নোভা আগ্রাসন অভিযানে ভারতে দুটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসে। এই অভিযানে আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চলের অ্যাসেশন ও সেন্ট হেলেনা দ্বীপ দুটি আবিষ্কার করে। যদিও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বীপ দুটির দখলদারিত্ব পর্তুগিজদের হাত বদলে ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। রোম সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নির্বাসন জীবন কেটেছিল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সে কারণে দ্বীপটি ভিন্ন পরিচিতি পেয়েছিল। ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ম্যানিল তার প্রতিনিধি রূপে ফ্যান্সিসকো দি আলমিদাকে ভারত অভিযানে বিশাল সমর বহর সমেত প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে আলমিদা কিলওয়ায় পর্তুগিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে কোচিনের পর্তুগিজ ঘাঁটিকে আরও শক্তিমত্তায় গড়ে তোলে। আলমিদার পর আলবুকুয়ের্কের নেতৃত্বে পর্তুগিজ অপর অভিযানটি ভারতে এসে বিনে বাধায় গোয়া দখল করে নেয়। গোয়ায় বসবাসরত আরবীয় এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নির্বিচারে হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। আলবুকুয়ের্ক কর্তৃক সেই মুসলিম হত্যাযজ্ঞে শিশুসহ আট হাজারেরও অধিক আরবীয়-স্থানীয় মুসলমানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গোয়া ক্রমেই পর্তুগিজ উপনিবেশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আলবুকুয়ের্ক অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কার বন্দরগুলোকে একে একে দখল করে নেয়। বর্তমানের সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চল মালাক্কার বন্দরগুলো। আলবুকুয়ের্ক কর্তৃক পর্তুগিজদের দখল অভিযানে পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালিও পর্তুগিজদের দখলকৃত হয়ে পড়ে।

চাওলার যুদ্ধের পরাজয় পর্তুগিজ রাজা ম্যানিলের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রাজা ম্যানিল পুনরায় কালিকট অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আঠারোটি যুদ্ধজাহাজ এবং দেড় হাজার সৈন্য কালিকট আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি পর্তুগিজ সমর বাহিনী যুদ্ধ কৌশলের পাশাপাশি নতুন কৌশল আঁটে। সেটি হচ্ছে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। একে-অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে ফায়দা হাসিলের অভিনব কৌশল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের ভাগ কর-শোষণ কর নীতির অভিষেক পর্তুগিজ আক্রমণকারীদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত দিউ দ্বীপটি সুলতানের প্রতিনিধি মালিক আয়াজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিশ্বাসঘাতক গুজরাটের সুলতান এবং মালিক আয়াজকে নানা প্রলোভনের ফাঁদে বশীভূত করে ফেলে পর্তুগিজ সমর নায়করা। কালিকট ও মিসরীয় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় দিউ দ্বীপ থেকে রসদ প্রেরণ বন্ধ করে দেয় মালিক আয়াজ। রসদের অভাবে যৌথ বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপরও অসম সাহসিকতায় মিসরীয় সেনাপতি মীর হুসেন বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সমানে সমানে লড়েছে। গুজরাট সুলতানের চরম বিশ্বাসভঙ্গে মিসরীয় সেনাপতি মীর হুসেন তীব্র ক্ষোভে সব নৌবহরসমেত পুরো মিসরীয় বাহিনী নিয়ে মিসর ফিরে যান। এই চমৎকার সুযোগের মওকায় পর্তুগিজ আগ্রাসী বাহিনী কালিকটকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেও, কালিকট অধিকার করতে পারেনি। পর্তুগিজদের প্রবল আক্রমণের মুখেও রাজা জামোরিন তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সেই প্রতিরোধ ব্যূহ ভাঙতে পারেনি পর্তুগিজ বাহিনী। কালিকট কারও সাহায্য ব্যতিরেকে একাই নিজেকে রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৫০৯ থেকে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টানা ৯০ বছরের কালিকটের ইতিহাস পর্তুগিজ আগ্রাসন প্রতিরোধের ইতিহাস। কালিকটের প্রতিরোধের ওই সময়কালে মালাবারের সমুদ্র উপকূলের কোথাও পর্তুগিজদের পক্ষে একটি ঘাঁটিও স্থাপন করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

তবে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সমঝোতার মাধ্যমে কালিকটে পর্তুগিজ প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে। কালিকট বন্দরের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পর্তুগিজদের অধীনে। আরব সাগর, ভারত মহাসাগরসহ প্রশান্ত মহাসাগরজুড়ে পর্তুগিজদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মালয়, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদিত মসলার একচ্ছত্র বাণিজ্যের কর্তৃত্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় পর্তুগিজরা। প্রায় দেড়শ বছর পর্তুগিজদের একক নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরো অঞ্চলে। তবে কালিকটের ভূমিতে-ভেতরাংশে পর্তুগিজরা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পর্তুগিজ ফিল্ড মার্শালের নেতৃত্বে বিশাল যুদ্ধবহর কালিকট বন্দরে বিনে বাধায় প্রবেশ করে। বন্দরে প্রবেশের মুখে তাদের সামান্য প্রতিরোধের মুখেও পড়তে হয়নি। স্থলে যে তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে, সেটা তারা কল্পনাও করেনি। কালিকটের দেশপ্রেমিক জনগণ বীর বিক্রমে আগ্রাসী পর্তুগিজ বাহিনীকে কালিকটের ভূমিতে পরাস্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস গড়েছিল। দুঃখজনক হলেও পর্তুগিজ প্রতিরোধের সেই যুদ্ধে প্রতিবেশী রাজ্যগুলো কেবল তামাশা দেখেছে। কালিকটের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। উত্তর-দক্ষিণের তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি বিশাল হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর। এরই পাশে আরব সাগরের উপকূলে ক্ষুদ্র কালিকট রাজ্য। উত্তরের তুঙ্গভদ্রা বহমনী রাজ্য খন্ড খন্ড হয়ে বেরার, আহমদনগর, বিদর, বিজাপুর, গোলাকুন্ডা- এই পাঁচ মুসলিম রাজ্য। তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরের গুজরাট, মালব এবং খান্দেশ রাজ্য তিনটিও ছিল মুসলিম রাজ্য। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং লোহিত সাগরের জলসীমাজুড়ে পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু জলে চলাচলকারী সকল সমুদ্রগামী জাহাজসহ তীরবর্তী মানুষ। তাদের আক্রমণের শিকার হয় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া। মসলা উৎপাদনে ওই দ্বীপপুঞ্জ সর্বকৃষ্ট রূপে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। মসলার আকর্ষণে পর্তুগিজ জলদস্যুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল তিন হাজার দ্বীপপুঞ্জের ইন্দোনেশিয়া। মুসলিম সম্প্রদায়কে পর্তুগিজ আক্রমণকারীরা সর্বাধিক শত্রু বিবেচনা করত।

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু-মুসলিম রাজ্যগুলোতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি এবং মুসলিম রাজ্যগুলোর প্রতি বিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে পর্তুগিজ সমরবিদরা। কোচিন রাজ্যটি হিন্দু রাজ্য। কোচিনের হিন্দু রাজা সহজেই পর্তুগিজদের সখ্য হয়ে ওঠে। কোচিন দ্বীপে পর্তুগিজরা গড়ে তোলে দুর্গ-ঘাঁটি। বিনা প্রতিরোধে পর্তুগিজরা বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোয়া দখল করে নেয়। এমনকি দমন, দিউও। যার সামান্য বিরোধিতা-প্রতিরোধ না করে হিন্দু রাজ্যগুলো প্রতিপক্ষ মুসলিম রাজ্যগুলোকে চরম প্রতিশোধের অভিপ্রায়ে পর্তুগিজদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এতে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির পুরো ফায়দা তুলে নেয় পর্তুগিজ দস্যুরা। মুসলিম বিদ্বেষী পর্তুগিজদের সঙ্গে হিন্দু রাজ্যগুলোর মধুর সম্পর্কের পরও একমাত্র হিন্দু রাজ্য কালিকট রাজ্যটি ছিল পর্তুগিজদের চরম শত্রুতুল্য। হিন্দু কালিকট রাজ্যটিকে বশে আনতে না পারার কারণে পর্তুগিজদের চরম শত্রু মুসলিম রাজ্যগুলোর কাতারে কালিকটকে বিবেচনা করত। সুদীর্ঘকাল কালিকটের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল আরব বণিকদের মুঠোয়। আরবদের কারণেই কালিকটের নিয়ন্ত্রণ-দখলদারিত্ব তাদের মুঠোয় সহজে আসেনি। আরবদের বিতাড়িত করে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কালিকটে প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়েছিল আরব বণিকদের কারণেই। আরবের মুসলিমরা ছিল পর্তুগিজদের প্রধান ও একমাত্র শত্রু। ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলোর মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তারা চরম আগ্রাসী নীতি গ্রহণ না করায় বহিরাগত লুটেরা পর্তুগিজবিরোধী মোর্চা গঠন মুসলিম রাজ্যগুলো করেনি। এমন কি পর্তুগিজবিরোধী ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়নি। সমঝোতার পথে পর্তুগিজদের সুবিধা প্রদান করে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

দক্ষিণাত্যের বহমনি একক রাজ্যটি পাঁচখন্ডে বিভক্ত হয়ে বিজাপুর, গোলকোন্ডা, আহমদনগর, বিদর ও বেরার পাঁচ পৃথক রাজ্যরূপে গড়ে ওঠে। পাঁচ রাজ্যের বৃহৎ রাজ্যটি ছিল বিজাপুর। পাঁচ রাজ্যের শাসনকর্তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বিভেদ-সংঘাতে পরস্পর লিপ্ত হতো। পাঁচ রাজ্যের শাসনকর্তারা প্রত্যেকে ছিলেন মুসলিম, সে কারণেই রাজ্য পাঁচটিকে মুসলিম রাজ্য রূপে গণ্য করা হতো। পাঁচ রাজ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রাজনৈতিক কারণ ছিল। ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ সমর নায়ক আলবুকুয়ের্ক বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোয়া দখল করে নেয়। বিজাপুর রাজ্যের মুসলিম শাসক গোয়া দখলে বাধা না দিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে। প্রতিদানে বিজাপুর রাজ্যের শাসক সামরিক শক্তিতে অধিক শক্তিমান পর্তুগিজ সামরিক বাহিনীকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে সম্পৃক্ত করেছিল। ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণাত্যের পাঁচ পৃথক মুসলিম রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী তালিকোটায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পাঁচ রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরাজয় ঘটে। এর পাঁচ বছর পর বিজাপুর, আহমদনগর ও কালিকটের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয় পর্তুগিজদের দখলে থাকা গোয়া পুনরুদ্ধারে। পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে তিন রাজ্যের তিন লক্ষাধিক ভারতীয় বাহিনী মাত্র কয়েক হাজার পর্তুগিজ বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়। পর্তুগিজদের আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে পরাজয় ঘটে বিশাল ভারতীয় বাহিনীর। গোয়া এবং চৌল বন্দর দুটি অবরোধ করেও দখলে নিতে পারেনি তিন রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল বাহিনী দক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করে।

ভারতের পশ্চিম উপকূলের গুজরাট রাজ্যের সমৃদ্ধির মূলে ছিল বন্দরকেন্দ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ক্যাম্বে ছিল প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ক্যাম্বে থেকে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো আরব ও লোহিত সাগর পাড়ি দিত পারস্য উপসাগরের বন্দরগুলোতে। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং চীনের পণ্য সামগ্রীর বাণিজ্যিক কেনাবেচার কেন্দ্র ছিল ক্যাম্বে বন্দর। কালক্রমে গুজরাটে আরব দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। পারস্যের পারসিকরা পর্যন্ত আরবদের পাশাপাশি গুজরাটে বসতি গড়ে তোলে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে ক্যাম্বে বন্দর। গুজরাটের শাসনকর্তা মাহমুদ বেগার্হার শাসনামলে পর্তুগিজরা গুজরাটের সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এবং ক্রমেই আরব সাগরের জলসীমায় তাদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচ্যের বণিকদের সমুদ্রে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহে চালায় বেপরোয়া হামলা-লুণ্ঠন। সংগত কারণে গুজরাটের শাসনকর্তা মাহমুদ বেগার্হা পর্তুগিজ জলদস্যু দমনে মিসরের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। গুজরাট এবং মিসরীয় যৌথ বাহিনী পর্তুগিজবিরোধী অভিযানের শুরুতে সাফল্য অর্জন করলেও, ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ সমর নায়ক এবং পর্তুগাল রাজার প্রতিনিধি আলমেইদা দিউর-এর নেতৃত্বাধীন পর্তুগিজ বাহিনীর কাছে দুই মিত্র শক্তির পরাজয় ঘটে। ফলে মাহমুদ বেগার্হা বাধ্য হয় পর্তুগিজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে। ক্যাম্বে উপসাগরের প্রবেশ পথে পর্তুগিজদের অবাধ বিচরণ-দস্যুবৃত্তি এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন-ঘাঁটি নির্মাণ বিনে বাধায় তারা সম্পন্ন করে। ক্রমেই ক্যাম্বে বাণিজ্যিক বন্দরের খ্যাতি হারিয়ে পর্তুগিজদের আধিপত্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পাশাপাশি বন্দরের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ব্যাহত হওয়ার কারণে এবং পর্তুগিজদের ক্রমাগত অনাচারের মুখে গুজরাট রাজ্যটি দুর্বল হয়ে যায়। দুর্বল গুজরাট রাজ্যের ওপর পর্তুগিজ দস্যুদের ক্রমাগত আগ্রাসনে রাজ্যের শাসনকর্তার ক্ষমতা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। গুজরাট রাজ্যের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ (রাজত্বকাল : ১৫২৬-১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শর্তসাপেক্ষে দিউতে পর্তুগিজদের দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। বিনিময়ে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে পর্তুগিজ সামরিক বাহিনী গুজরাট রাজ্যের শাসনকর্তাকে সামরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অথচ মোগল বাহিনীর গুজরাট আক্রমণে পর্তুগিজরা প্রতিশ্রুতি পালন না করে নির্লিপ্ত অবস্থান নেয়। এতে ক্ষিপ্ত গুজরাট শাসক বাহাদুর শাহ স্বয়ং পর্তুগিজ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করতে নোঙর করা পর্তুগিজ জাহাজে যান। পর্তুগিজরা গুজরাট শাসনকর্তাকে বাগে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার হত্যায় গুজরাটজুড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বেধে যায়। গুজরাটের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই মোগল আগ্রাসী বাহিনীর কাছে সহজেই গুজরাটের পতন ঘটে। গুজরাট রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে।

১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা ম্যানিলের মৃত্যুর পর নতুন রাজা রূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তৃতীয় জোয়াও। ভারতসহ সমগ্র সমুদ্রসীমায় পর্তুগিজদের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলেও পর্তুগিজ নাবিক-কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতির সংবাদ পেয়ে রাজা তৃতীয় জোয়াও দুর্নীতি ঠেকাতে পর্তুগিজ উপনিবেশের ভাইসরয় বা প্রধান কর্তার দায়িত্ব দিয়ে ভাস্কো দা গামাকে তৃতীয় দফায় ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রেরণ করেন। ভারতে এসে বেশি দিন অর্পিত দায়িত্ব পালন করা গামার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ভারতের কোচিনে বাণিজ্যকুঠি পরিদর্শনে গিয়ে চরম নৃশংস নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ভাস্কো দা গামা মৃত্যুবরণ করে। গামার মরদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের সাও জেরোনিমো গির্জা প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। ভারতবর্ষে পর্তুগিজ আগ্রাসনের বদৌলতে জাতীয় বীরের মর্যাদায় মার্বেল পাথরের সমাধিতে সমাহিত ভাস্কো দা গামার নির্মম নৃশংসতা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের করতলগত হলেও দমন, দিউ, গোয়া পর্তুগিজদের দখলদারিত্বে ছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে ওই তিন স্থানে পর্তুগিজ উপনিবেশ টিকে ছিল ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ব্রিটিশ উপনিবেশের পতনের বহু পরে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সেনাবাহিনী দমন, দিউ, গোয়া থেকে পর্তুগিজদের সশস্ত্র পন্থায় বিতাড়ন করে ওই দ্বীপ তিনটি ভারতের অধীনে নেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি দুইবার গোয়া ভ্রমণ করেছি। মুম্বাই থেকে ব্রডগেজ ট্রেনযোগে মিরাজ এবং মিরাজ থেকে মিটারগেজ ট্রেনে গোয়ায় গিয়েছিলাম। গোয়ার প্রধান রেলস্টেশনের নাম আজও ভাস্কো দা গামার নামানুসারে রয়েছে। এটা আমাকে বিস্মিত করেছে। নৃশংসতার প্রতীক ভাস্কো দা গামা একজন হিংস্র কলঙ্কিত পর্তুগিজ জলদস্যু প্রধান। তার নামানুসারে স্বাধীন ভারতের গোয়া প্রদেশের প্রধান রেলস্টেশনের নাম ভাস্কো দা গামা দেখে যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, তেমনি হতাশও।



ভারতবর্ষ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পুরো অঞ্চলের পর্তুগিজ আগ্রাসন-দখলদারিত্ব দীর্ঘমেয়াদি চলেছিল। তবে পর্তুগিজদের আগ্রাসন-দখলদারিত্ব সমুদ্র তীরবর্তী ও উপকূলেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। স্থলের ভেতরভাগে তারা ঢোকেনি। স্থলভাগের ভেতরাংশে স্থানীয় শাসকরা শাসন করেছে। পর্তুগিজদের আগ্রাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে ডাচদের (নেদারল্যান্ডস) আগমনে। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিক হস্তক্ষেপে পর্তুগিজদের বিতাড়ন করে মালাবারের সম্রাটের সঙ্গে সমঝোতার সন্ধি স্থাপন করে। অঞ্চলটি পর্তুগিজ মুক্ত করার পর ১৬৩৩ সালে ভ্যান ভিয়েমেন ডাচ সাম্রাজ্যের গর্ভনর নিযুক্ত হন। ডাচদের নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘমেয়াদি হয়নি। পর্তুগিজ, ডাচদের পর ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষে। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমোদনক্রমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট বন্দরে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ব্রিটিশ কোম্পানিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ কোম্পানি শক্তিবলে বিতাড়নের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে শক্তিমত্তায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে রণেভঙ্গ দিতে বাধ্য হয় ফরাসি কোম্পানি। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের উছিলায় ভারতবর্ষে এসে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রহসন যুদ্ধের বদৌলতে ভারতবর্ষে প্রথম নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য তিনটিতে। পরে নানা কৌশলে-যুদ্ধে একে একে পুরো ভারতবর্ষ মুঠোয় নিয়ে নেয়। যার মেয়াদ একশ নব্বই বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। একশ নব্বই বছরব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে। একশ নব্বই বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনজুড়ে ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠনের ইতিহাস। শোষণ-বঞ্চনার নির্মম ইতিহাস। যেটি পর্তুগিজদের নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অধিক সংহত ও সংগঠিত।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ঈদুল ফিতর মানবতা ও মহানুভবতার

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

বিশ্বমানবতার পরম সুহৃদ মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন- 'প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর উৎসবের উপলক্ষ রয়েছে; আর আমাদের খুশির উৎসব হচ্ছে ঈদ।' ঈদ মানে খুশি। আবার ঈদ মানে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া। তাই ঈদের মাধ্যমে খুশির উৎসব ও প্রত্যাবর্তনের বার্তা লিপিবদ্ধ। ঈদ উপলক্ষে খুশির হাওয়া বইতে থাকে; সর্বত্র উৎসবের আমেজ বিরাজ করে; মানুষের পুনর্মিলনী বা সম্মিলন ঘটে। তাই প্রাণের এ উৎসবকে আমরা ঈদ বলে থাকি। আবার মহাকালের ঘূর্ণাবর্তে প্রতি বছরই ঈদ আমাদের মাঝে ফিরে আসে। মানবচিত্তে আনন্দ-উল্লাসের দোলা দিয়ে যায়। সমাজ-মানসে নিখুঁত শিল্পীর অদৃশ্য তুলি দিয়ে প্রত্যাবর্তনের চিত্রাঙ্কন করে বেড়ায় এবং এ প্রত্যাবর্তনের গল্পে থাকে তাৎপর্যময়তা ও জীবন-জগতের জন্য পরম শিক্ষা। তাই আমাদের উচিত ঈদ পালনের ভেতর দিয়ে শুধু উৎসবের সাগরে অবগাহন না করে প্রকৃত অর্থে এই প্রত্যাবর্তনের বার্তা, তাৎপর্য ও শিক্ষা গ্রহণ করা; তবেই আমাদের ঈদ উদযাপন সার্থক হয়ে উঠবে। মুসলিম সংস্কৃতির অনিবার্য এক অংশ হচ্ছে ঈদ। আমাদের উদযাপনের জন্য রয়েছে দুটি ঈদ। একটি ঈদুল ফিতর; মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার সমাপনীতে যার আগমন। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ভাষায়- 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,/ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।' আর অপরটি ঈদুল আজহা, যা কোরবানির ঈদ নামেও পরিচিত, যা জিলহজের ১০ তারিখে উদযাপিত হয়ে থাকে। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় ঈদুল ফিতর। তবে ঈদ উদযাপনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব, মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন, মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে বছরে নির্দিষ্ট দুটি দিনে উৎসব পালনের রেওয়াজ রয়েছে। রাসুলে পাক (সা.) এটি জানার পর তাদের কাছে এ ধরনের উৎসব পালনের কারণ জানতে চান। মদিনার লোকেরা তাকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমরা সনাতন প্রথা অনুযায়ী জাহেলি যুগ থেকেই বছরে দুই দিনে এমন উৎসব পালন করে আসছি; যা এখনও প্রচলিত। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের জন্য বরং এর চেয়েও পবিত্র ও সুন্দরতম দুটি উৎসবের উপলক্ষ আছে, যা তোমরা আমরা সম্মিলিতভাবে উদযাপন করব। আর তা হলো ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা আরও দেখতে পাব, মূলত দ্বিতীয় হিজরিতে শাবান মাসে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনাকে ফরজ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই হিসেবে মুসলিম জীবনে ইতিহাসের প্রথম ঈদ পালিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরির রমজান পালন শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর উদযাপনের মধ্য দিয়ে। এখানে আরও উল্লেখ্য, খুশি বা উৎসবের এই উপলক্ষকে 'ঈদুল ফিতর' এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, 'ফিতর' মানে হলো রোজা ভঙ্গ করা; যেহেতু এই ঈদ পালনের মধ্য দিয়েই মাসব্যাপী দিনের বেলায় পানাহারের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা ভাঙা হয়ে থাকে। তাই এই ঈদকে ঈদুল ফিতর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঈদের শিক্ষা মানবতা, মহানুভবতা ও মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা; মানুষের পাশে থেকে তাদের দুঃখ মোচন, অনাহারীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রের ব্যবস্থা করা ঈদের প্রধান আচার। প্রকৃত মানুষেরা এরই মাঝে আসল আনন্দ খুঁজে পান। যাদের সামর্থ্য আছে তারাও যেন উৎসবের আতিশয্যে আমাদের অনুসরণযোগ্য পূর্বসূরিদের অবস্থা সম্বন্ধে বেমালুম ভুলে না যাই।

আমিরুল মোমেনিন হজরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে একবার ঈদের জামাতের জন্য নির্ধারিত সময় হয়ে যাওয়ার পরও ইমামতি যিনি করবেন সেই খলিফাতুল মুসলেমিন তখনও উপস্থিত হতে পারেননি। খবর নিয়ে জানা গেল, হজরত উমরের (রা.) রয়েছে একটি মাত্র জামা, যেটি ঈদের সকালে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে; এখনও শুকায়নি, তাই খলিফার ঈদগাহে আসতে খানিকটা বিলম্ব হচ্ছে। আমাদেরও উচিত সম্পদের আধিক্যে ভোগ-সম্ভোগের নীতিতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে জীবনযাপনের রীতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

ঈদুল ফিতরে ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত কার্যাদির মধ্যে রয়েছে- ফজরের নামাজ জামাতে আদায়ের পর প্রয়োজনীয় তাসবিহ-তাহলিল শেষে সকালেই গোসল সেরে নেওয়া; মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ; ঈদগাহে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া; উত্তম পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি মাখা; তাকবির পড়তে পড়তে ঈদগাহে যাওয়া; ঈদের নামাজ আদায়; পরস্পর কুশলাদি বিনিময়; আপনজনের খবর নেওয়া; প্রতিবেশীর ভালোমন্দ দেখা; হেঁটে ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় আসা; অন্যদের সাধ্যমতো পানাহার করানো; ঈদগাহে যাওয়ার আগেই সাদকাতুল ফিতর প্রদান; নিজের, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

লেখক: চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

পুলিশের ঈদ

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

পুলিশ সদস্য আব্দুল মোমিন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন, যেন কারও নিরাপত্তায় হুমকি না আসে। সকাল ৭টা থেকে তার ডিউটি। ঈদের দিন বলে আয়েশ করে ঘুমানোর কোনো সুযোগ নেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নিত্যদিনের পোশাক পরেই তৈরি হতে হয়েছে ঈদগাহে আসার জন্য; তবে নামাজ পড়তে নয়। সবাই যখন নামাজ পড়েন, তখন অস্ত্র হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন আব্দুল মোমিন। আর সবার মতো তারও স্বজনের জন্য মায়া আছে, আছে কাছে যাওয়ার আকুতি, আছে একসঙ্গে বসে ভালো কিছু খাওয়ার বাসনা; কিন্তু কী আর করা, পেশাটাই এমন যে, এখানে আবেগের কোনো স্থান নেই।

পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) কাজ করেন বেলাল হোসেন। ঈদের দিন তার দায়িত্ব পড়েছে গণভবন এলাকায়। সাদা পোশাকে নিবিড় নজরদারির দায়িত্ব পালন করছেন। স্ত্রী, সন্তান আছেন গ্রামের বাড়িতে। অভিমানী সন্তানকে কীভাবে মানাবেন, তা জানেন না তিনি।

এ রকম গল্প প্রায় ১ লাখ ৯২ হাজার ১৬৩ জন পুলিশ সদস্যের, যারা অন্যের ঈদ নির্বিঘ্ন করতে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। কেউ সড়ক, নৌ ও রেলপথে, কেউ ঈদগাহ মসজিদে, কেউ মার্কেট-শপিংমলে, কেউ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়, কেউ অপরাধী ধরতে কিংবা অপরাধ ঠেকাতে দায়িত্ব পালন করছেন। মূলত মানুষের নিরাপত্তা দেওয়াটাই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়। আর নিজের ও পরিবারের আনন্দ অনেকটাই গৌণ। তবে তখনই ভালো লাগে, যখন তাদের কাজে জনগণ সন্তুষ্ট হন। তখনই নিজেকে সার্থক মনে হয়। চাকরি জীবনের শুরুতে পারিবারিক পরিবেশের জন্য হয়তো মন খারাপ হয়; কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সব সয়ে যায়।

করোনার দাপট কমে আসায় সারা দেশ যখন উৎসবমুখর ঈদের আনন্দে ভাসছে, পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে ছুটছে নাড়ির টানে; ঠিক এমনই সময়ে মান্যবর ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার) মহোদয়ের নির্দেশনায় দিনে ও রাতে ব্যস্ত বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিটের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার প্রয়াসে। সবাই যখন ঈদ আনন্দে ব্যাকুল, চারদিকে কেনাকাটার ধুম, আপনজনের কাছে ফেরার জন্য ছুটছে; একই সময়ে তাদের আনন্দ নির্বিঘ্ন করতে নিজেদের পরিবার-পরিজনকে দূরে রেখে সহাস্য বদনে সেবা প্রদানে (serve with smile) সচেষ্ট বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা।



শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশের সেবাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং করোনাকালীন সম্মুখযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যদের চব্বিশ ঘণ্টার সতর্ক চোখ আর চেষ্টাতেই জনসাধারণের স্বাভাবিক আর নিরাপদ জীবন যাপন সম্ভব। আর এ কারণেই সবার মতো ঈদ-পার্বণ আসে না পুলিশের জীবনে।

'Bangladesh Police is committed to enforce law, maintain social order, reduce fear of crime, enhance public safety and ensure internal security with the active support of the communit'-এ মিশনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিট-রেঞ্জ/জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিশেষ শাখা (এসবি), সিআইডি, এপিবিএন, হাইওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, নৌপুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, টুরিস্ট পুলিশ, পিবিআই, প্রশিক্ষণ একাডেমি/কেন্দ্র, এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের সদস্যরা অঞ্চলভিত্তিক নিজ নিজ ইউনিটপ্রধানদের নির্দেশনায় ইউনিফর্মে এবং সাদা পোশাকে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করছেন। সড়ক ও মহাসড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পুলিশ; প্রধান প্রধান বাস স্টেশন, ট্রেন স্টেশন ও নৌবন্দরে পাহারায় পুলিশ; বাসস্থান, শপিংমল, মার্কেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, টুরিস্ট স্পটের নিরাপত্তায় পুলিশ; চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, জাল টাকা, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশ; গার্মেন্টস, শিল্প কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে বেতন-বোনাসের সমন্বয়সাধনে পুলিশ; বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নকারী তথ্য, গুজব, পোস্ট, মন্তব্যের আলোকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ; জঙ্গি, সন্ত্রাসী, নাশকতামূলক কর্মকান্ড রোধে পুলিশ; রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, স্থাপনা, আদালত প্রাঙ্গণ, গার্ড/কেপিআই নিরাপত্তায় পুলিশ; বড় ধরনের আর্থিক লেনদেন ও অর্থ পরিবহণের নিরাপত্তায় পুলিশ-বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা চব্বিশ ঘণ্টাই মাঠে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, পুলিশ আইন ১৮৬১ (১৮৬১ সালের ৫ নং আইন)-এর ২২ ধারায় উল্লেখ আছে, 'এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারী সর্বদা কার্যে রত (on duty) বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যে কোনো সময় জেলার যে কোনো স্থানে তাহাকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে।'

তবে কখনো কি আমাদের মনে হয়েছে-নীলাভ মোটা পোশাকের আড়ালেও রয়েছে একটি রক্তমাংসে গড়া শরীর। সেখানে সাধারণ মানুষের মতোই রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়। সে রক্তেও আবেগ আছে, ভালোবাসা আছে; আছে সীমাহীন দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার। জীবনের সোনালি দিনগুলো এভাবেই চলে যায়। পুলিশ ভুলে যায়, প্রিয়জনদের ঘিরে বিভিন্ন উৎসবমুখর দিনগুলোর কথা। একগুচ্ছ মান-অভিমান সামলে প্রতিশ্রুতি দেয় পরবর্তী উৎসবে জন্মদাতা বাবা, গর্ভধারিণী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী আর স্নেহের সন্তান নিয়ে আনন্দ-উৎসবে আকাশ-বাতাস ছন্দময় করে তুলবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তাই তাদের কাছে আনন্দ ও ইবাদত হয়ে দাঁড়ায়। সবাই যখন ঈদের জামাতে, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকেন তারা, সতর্ক অবস্থায়। সবাই যখন ঈদের আনন্দে মত্ত, তখন তারা মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। ঈদের নতুন পাঞ্জাবি কিংবা জামাটাও হয়তো রয়ে গেছে ব্যারাকের সেই ট্রাঙ্কেই। সেদিকে তাকানোর ফুরসত কোথায়! নিরাপত্তাই সবার আগে।

প্রতিবারের মতোই এবারও সেই একই লক্ষ্য নিয়ে ঈদের দিনগুলোয় কাজ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী কিংবা পরিবার-পরিজনের স্নেহ মমতা আর ভালোবাসা বঞ্চিত পুলিশ সদস্যরা ঈদ আনন্দ উপভোগ করছেন সাধারণ মানুষের ঈদ আনন্দের মাঝেই। তারা মনে করেন, পেশাটাই সবার আগে-এ পথচলাতেই আনন্দ।

লেখক: উপ পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

ফিরে দেখা আমার কৈশোরের ঈদ

গোলাম কবির

ঈদ সামনে রেখে কখনো ব্যক্তিগত অনুরাগে, কখনো আবার শুভাকাঙ্ক্ষীর অনুরোধে বেশ কিছু লেখা নানা কিসিমের কাগজে জায়গা পেয়েছে। সেগুলো কাগজে প্রকাশের কতখানি যোগ্য জানি না। তবে পরে নিজে পড়ে তাতে আকর্ষণ অনুভব করিনি। নিজেরই যখন এমন অবস্থা, তখন পাঠক কিভাবে নেয়, তা সহজেই অনুমেয়।

দেখতে দেখতে ৮১ বছর পূর্ণ হয়ে গেল আমার নিষ্ফলা জীবনের পরিধি। দেশ ভাঙা-গড়া আর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার বোঝা বহন করেই চললাম। তাকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা আমার হয়নি। অনেক অপ্রাপ্তির সঙ্গে সেই দুঃখ আমার রয়ে গেল।

আমরা ঈদের কথা বলতে বসেছি। বাংলার ষড়ঋতুর প্রতিটি মাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে ঈদ উদযাপনের অয়োজন দেখেছি। চান্দ্রমাস এমনটিই হয়। বারবার ঘুরে আসে। ঈদের আভিধানিক অর্থের একটি হলো বারবার ফিরে আসা। এতসব ফিরে আসার মাঝে কখনো নিরঙ্কুশ আনন্দের বিহ্বল পরিবেশ আমার হয়নি। ছিল কিশোরবেলার উচ্ছলতা।

আমার জীবনের শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে বাংলা তথা ভারত ভাগ হয়েছে। সমাজজীবনে হরিষে বিষাদ। একটা থমথমে অবস্থা। কিছু মানুষ ঘরসংসার, বিষয়সম্পত্তি ফেলে বিষণ্নতার চাদর গায়ে চলে গেছেন প্রসন্নতার সন্ধানে। আবার অনেকে চলে এসেছেন, প্রায় বাধ্য হয়ে খালি হাতে অকুল পাথারে। এর মূলে ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষ।

দেশভাগের কিছুদিন পর আমাদের অঞ্চলে সুতি কাপড়ের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়। ঈদের সময় সবার নতুন জামাকাপড় জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমার সর্বকনিষ্ঠ ছোট ভাইটি নতুন জামার জন্য অনশন শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়ে সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত কাটা কাপড়ের দোকান (তখন গার্মেন্ট কথাটি কেউ জানত না) থেকে একটা শার্ট তার জন্য কেনা হয়। সেটি তার এতই পছন্দ হয়েছিল যে গোসল করার সময় ছাড়া খুলত না। এরই মধ্যে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল তা আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনার। শত চেষ্টায়ও ভুলতে পারিনি। বরং ভোলার চেষ্টা করলে অধিক ক্ষরণ সৃষ্টি হয়। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভোলার তলে ছিলো অশ্রুজলের মেলা।'

আমার বড় ভাইয়ের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় সেই ছোট ভাইকে তিনি নির্মমভাবে প্রহার করেন। অনেকক্ষণ কাঁদার পর মায়ের কাছে চালভাজা খাওয়ার জন্য আবদার জানায়। আমার মায়ের মনের গুমট কেটে যায়। তিনি অবিলম্বে চাল ভেজে লবণ-মরিচ-তেল মাখিয়ে তাকে দিলে সে মারের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে পানিশূন্য ডোবা জায়গায় সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে থাকে। আমি সেই দৃশ্য দেখে বাড়ির বাইরে চলে যাই। তারপর আর জীবিত দেখিনি তাকে। মায়ের কাছে শোনা, সন্ধ্যায় বাসায় এসে ছোট ভাইটি কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। আমরাও ঘুমিয়ে যাই। গভীর রাতে আমার ভাইটির ওলাওঠা শুরু হলে সকাল হওয়ার আগে মার খাওয়া আঘাতের যন্ত্রণা আর ঈদের সাধারণ আনন্দ অবহেলায় পায়ে মাড়িয়ে অনন্তে যাত্রা করে। আমার মা তার প্রিয় শার্টটি দীর্ঘদিন বুকে আগলে রেখে হাহাকার করেছেন। আর অকৃতার্থ আমি বাড়ির পেছনের ডোবার নরম মাটিতে আমার ছোট ভাইয়ের পায়ের ছাপ দেখে বোবাকান্নায় আকুল হয়েছি। সেই থেকে ঈদ আমার কাছে একটা তাৎপর্যহীন দিন মাত্র। তবে আনুষ্ঠানিকতা থেকে দূরে থাকি না।



আমাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল কৃষিনির্ভর। যদিও কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র, রেশমের সুতা, গরুগাড়ির চাকা, সেচের জাঁত, কৃষিকাজের লাঙল ইত্যাদি কাজ করে কেউ কেউ নগদ টাকা আয় করতেন। বেসরকারি স্কুল ছাড়া চাকরি ছিল সোনার হরিণ। গোটা থানায় হাতে গোনা কয়েকটি পদ ছিল সরকারি চাকরির। সাধারণ মানুষ ব্যাংক কাকে বলে জানত না। অর্থনীতির এই অবস্থায় ঈদ কতটা জাঁকজমক হবে তা সহজেই অনুমেয়। নতুন পরিধেয় কাপড়চোপড় কিংবা উপাদেয় খাবার তৈরির ভাবনা তখনকার মা-বোনদের বেশি চিন্তামগ্ন করত না। তাহলেও 'বছরকার একটি দিন' বলে কথিত ঈদে বাড়িঘর পরিচ্ছন্নতায় সময় দিতেন তাঁরা। আর পুরনো কাপড় ধোয়ার জন্য যেন সাড়া পরে যেত। নদী-বিল-পুকুরে গৃহবধূরা কাপড়ের স্তূপ নিয়ে হাজির হতেন। ঈদের আগের দু-একটি দিন তাঁরা যেন তাতেই আনন্দ উপভোগ করতেন। কাপড় ধোয়ার উপাদান ছিল প্রধানত ক্ষার। সরষের কাইট্যা, কলাগাছের থুড়কা, তেঁতুল কাঠ ইত্যাদি পোড়ানো ছাই দিয়ে কাপড় উসা (সিদ্ধ) হতো। তাতেই ঝকঝকে হতো যাবতীয় কাপড়। আর মা-বোনেরা নদীর এঁটেল মাটি দিয়ে চুল পরিষ্কার করতেন। তাতেই আনন্দ নদী স্রোতের মতো প্রবাহিত হতো।

ঈদের দিন কিছুটা ব্যতিক্রমী খাবার তৈরি হতো। তবে আহামরি নয়। সাধারণ ক্ষীর-আন্ধাসা, ঘরে পালা মুরগি, বেশি হলে দু-চার সের মাংস। তাও সবার ভাগ্যে জুটত না। 'তবু আনন্দ, তবু আনন্দ' জাগত বেশি বেশি বালক-কিশোরদের মাঝে।

ঈদের দিন শুরু হওয়ার দু-এক মাস আগে থেকে বালক-কিশোররা স্বজনদের কাছে আগাম পরবি আবদার করত। পেতও। বড়জোর দু পয়সা, চার পয়সা। বেশি হলে একটি সিকি (২৫ পয়সা)। আর আধুলি (৫০ পয়সা) বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার। ছেলেরা সঞ্চিত পয়সা সুতার তৈরি জালিতে রেখে সদা সতর্ক থাকত। যেন বেহাত না হয়। তাই গভীর 'রাতে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁকের সঙ্গে' পাল্লা দিয়ে যক্ষের ধন হাতড়ে দেখত। আজ পেছন ফিরে দেখে সব স্বপ্ন মনে হয়।

বাড়ির পেছনে বিশাল আমবাগানের পশ্চিমে ঈদের জামাত হতো। ধারেকাছের কয়েকটি পাড়ার মানুষ জামাতে শামিল হতো। তবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন (অর্থাৎ হানাফি-আহলে হাদিস) খুশির দিনে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখত। যাই হোক, বড়রা জামাতে শামিল হতেন।

আমরা ছোটরা আনন্দ কোলাহলে মেতে উঠতাম নানা ধরনের সাধারণ খাবার কেনাকাটায়। সেসবের ফিরিস্তি দিলে এখন 'সুখে আছে যারা' আড়ালে গিয়ে হাসবে। তা হাসুক; কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো, খাবারসামগ্রী অতি তুচ্ছ বলে মনে হলেও তা ছিল আমাদের কাছে কোনো অচিনপুরের নাম না জানা লোভনীয় খাবারের মতো। এক পয়সা করে টককুলের চাপড়ি, একই দামের খেসারির গুঁড়ার লবণঝুরি, আট আনা সের গুড়ের পানতুয়া, গুড়ের সস্তা তিলের খাজা–এসব কিনে হৈ-হুল্লোড় আর কোলাহল করে বাড়ি ফেরা। এসব ছিল যুক্তিহীন আনন্দের ঘোর। সেসব কবে চোখের জলে ভেসে গেছে। বিভ্রম হয়, সত্যি ভাবছি তো! কারণ আজকের ঈদের জৌলুস, তখনকার স্বপ্ন-কল্পনায়ও ছিল না।

লেখক: সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ

স্লোভেনিয়ার পথে প্রান্তরে

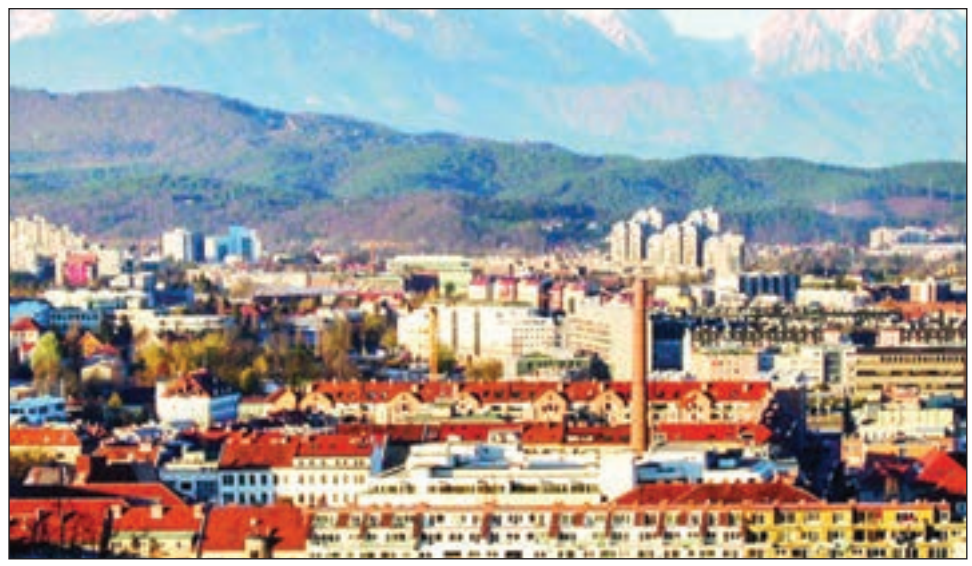
সৈয়দা আইরিন জামান

সকাল ১০টায় সুইডিশ রাষ্ট্রদূত Johan Frisell-এর ই-মেইল পেলাম। সময়টি ছিল ২০১৬ সালের মে মাসের ১০ তারিখ। উনি লিখেছেন 'Dear Aireen, your Visa is now ready. I apologize for the delay'-স্বস্তির একগুচ্ছ সুবাতাস আমায় ভরিয়ে তুলল। ঐদিন রাত তিনটা এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। আমার গন্তব্য স্লোভেনিয়ার রাজধানী লিউবিয়ানা। সেখানে ৪৮তম পেন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে অফিসিয়াল ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করব। পেন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্লোভানিয়া পেনের সেক্রেটারি জেনারেল তানিয়া তুমা। ৮১তম পেন ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে কানাডার কুইবেক অ্যাসেমব্লি হাউসে নেটওয়ার্কিং সেশনে আমাদের পরিচয় গভীর হয়। ইস্তাম্বুল হয়ে স্লোভেনিয়ার ফ্লাইটে আরোহণ করলাম। আমার পাশে বসা স্লোভেনিয়ার এক চৌকস নারী বই পড়ছিলেন। আমিই নীরবতা চূর্ণ করে উনার সঙ্গে কথা বললাম। আমার পরিচয় জানার পর উনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন পেন ইন্টারনাশনাল প্রেডিসেন্ট জেনিফার ক্লিমেন্ট সম্পর্কে। কারণ পেন ইন্টারন্যাশনালের ইতিহাসে জেনিফারই প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।

৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ইমিগ্রেশন পার হয়েই দেখতে পেলাম একজন স্লোভেনিয়ান আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট্ট এবং মনোরম এয়ারপোর্ট থেকে বের হলাম সন্ধ্যা ৮টায়। স্লোভেনিয়ায় তখনও বিকেল। সূর্যের আলো প্রকৃতির সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে আছে। এই প্রথম ইউরোপের ভূমিতে আগমন ঘটল। শেষ বিকেলের আলো ঈষৎ বরফাচ্ছাদিত ছোট ছোট টিলার ওপরে পড়ে হীরকের দ্যুতি ছড়িয়েছে। ড্রাইভার জানাল- গত রাত থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়েছে। চলার পথ যথেষ্ট ফাঁকা এবং জনমানব স্বল্পতার কারণে কখনও কখনও রাজধানী মনে হয়নি। লতাগুল্ম আর সবুজের সমারোহে পরণকথার ছোঁয়া অনুভব করছিলাম। ব্লেড আইল্যান্ড ঘেঁষা হোটেল পার্ক, ব্লেডে পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। ফ্রন্ট ডেস্কের কাজ শেষ করে রুমে লাগেজ রেখে ডাইনিংয়ে এলাম। তখন আগত অতিথিদের ডিনার শেষের পথে। স্লোভেনিয়া পেনের প্রেসিডেন্ট এভাল্ড ফ্লিসার নিজেই এসে পরিচিত হলেন। জাপান পেনের জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন ডিনারের সময়। জাপানিদের ভদ্রতা প্রশ্নাতীত। ১৩ তারিখ সকালে ডৎরঃবৎং ভড়ৎ চবধপব-কমিটি আয়োজিত জড়ঁহফ ঞধনষব-কনফারেন্সে আমাকে একটি পেপার প্রেজেন্ট করতে হবে। বিষয় : We are all migrants-terrorism everywhere. ১৯৮৪ সালে পূর্ব-পশ্চিম ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় writers for peace-কমিটি গঠিত হয় এবং স্লোভানিয়ায় প্রতি বছর কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে অধিকাংশ ডেলিগেট ইউরোপ থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ থেকে আমিই প্রথম অংশগ্রহণ করলাম। হলের প্রবেশদ্বারে পেন ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক কার্লেস টোনারের সঙ্গে দেখা হলো। পেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেনিফার ক্লিমেন্ট হল রুমে ঢুকতেই আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। উনি হাসতে হাসতে বললেন,ওতোমার ভীষণ সাহস, তুমি বাংলাদেশের মতো জায়গায় বসবাস করে চারমন্থিদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছ্ব ৎিরঃবৎং ভড়ৎ ঢ়বধপব-কমিটির তিনটি সেশনের মধ্যে এটি শেষ সেশন। সেশনে সময়ের স্বল্পতার কারণে বক্তব্য সংক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছিল। তবে আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতি পুরোটাই জানিয়েছিলাম যেন অন্যান্য পেন সেন্টার বাংলাদেশের লেখক, ব্লগার, প্রকাশক এবং মুক্তচিন্তকদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারে।

কনফারেন্স শেষে ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে একজন ভদ্রমহিলা আমাকে জানাল- পেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেনিফার ক্লিমেন্টের জন্য ব্লেড লেকে একটি স্পেশাল ভ্রমণসূচি রয়েছে। জেনিফার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন- আমি যেন উনার ভ্রমণসঙ্গী হই। লেকে যথেষ্ট ঠান্ডা। আমাকে রুম থেকে গরম কাপড় আনতে হবে। জেনিফার নিজেও আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার ফ্লাইটে বিভ্রাট ঘটেছে। ১১ তারিখে প্লেনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আমি ১২ তারিখ ভোরে আমার গন্তব্যে রওনা হতে পেরেছি। নানা মানসিক অস্থিরতা এবং ক্লান্তি সঙ্গে করে আমি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছি। আমি যদি সুস্থির বোধ করি তবে যেন উনর সঙ্গে ব্লেড লেকে ভ্রমণে অংশ নিই। আমি অনুগামী হলে উনার খুব ভালো লাগবে। বিষয়টি আকস্মিক। পুরোটাই অপ্রত্যাশিত এবং অনেকটা বহু আকাঙ্ক্ষিত লটারি জেতার মতো। তাবৎ ডেলিগেটসের ভেতর থেকে উনি আমাকে সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছেন এটি নিশ্চয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ও অর্জনের একটি এবং নিরন্তর সুখস্মৃতি হিসেবেই আমি আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গহিনে লালন করব। পেপার উপস্থাপন করেছি প্যান্ট আর হাফস্পি ফতুয়া পরে। ভাগ্যিস শাড়ি পরার সময় মেলেনি। একজন প্রফেশনাল ট্যুর গাইড এবং বড় একটি গাড়ি অপেক্ষা করেছিল জেনিফারের জন্য। হোটেল লবির সামনে থেকেই আমরা গাড়িতে উঠলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে হাতের ডানে ১ মিনিট হাঁটলেই ব্লেড লেক কিন্তু জেনিফারের জন্য ট্যুরটি যেভাবে সাজানো হয়েছিল তাতে বেশ খানিকটা সময় ড্রাইভ করে ট্যুর গাইড গন্তব্যে পৌঁছালেন। শান বাঁধানে বিশাল ঘাট। ঘাটের অদূরেই মার্শাল টিটোর বাড়ি। ব্লেড লেকটি উত্তর-পশ্চিম স্লোভেনিয়ার উচ্চ কার্নিওলান অঞ্চলের জুলিয়ান আল্পসের একটি হ্রদ। হ্রদটি লম্বায় প্রায় সাত হাজার ফুট, চওড়ায় সাড়ে চার হাজার ফুট এবং এর পানির গভীরতা ৯৭ ফুট। হ্রদটির বামে রয়েছে চার্চ এবং ডানে ক্যাসেল। চার্চ এবং ক্যাসেল দেখলে মনে হবে- এ দুটিই বিশাল জলরাশির মাঝে ভেসে আছে। পুরো লেক বেষ্টন করে যে রাস্তা, তা পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করতে ঘণ্টা দুয়ে সময় লাগে।

মূলত টিটোর বাড়ির আঙিনার সামনে থেকেই আমরা নৌকায় উঠলাম। পুরো আঙিনাজুড়ে নানা জাতের এবং আকৃতির ফুলের গাছ। হলুদ ফুলই কেন যেন সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। গুল্মজাতীয় গাছ রূপকথাময় শৈশবের আকুলতা জাগাল মনে। নৌকা এবং নৌকার মাঝি দুই-ই আমাদের নদীমাতৃক দেশের নৌকা এবং মাঝির মধ্যে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করল। ট্র্যাডিশনাল এই নৌকাকে স্লোভেনিয়ায় চষবঃহধ বলা হয়। নৌকাটি দেখার মতো এবং বসার স্থানটিও ভীষণ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে নৌকার মাঝিও মার্জিত পোশাক পরা আধুনিক মানুষ। আমাদের গন্তব্য চার্চের দিকে। লেকের চারিদিকের গাছপালা যেন লেকটিকে আলগোছে জড়িয়ে রেখেছে। স্বচ্ছ জলরাশির ওপরে খণ্ড খণ্ড মেঘের চলাফেরা এবং অপরূপ আবহে মগ্ন করে রেখেছে। নির্মল



এবং হিমেল বাতাসে সূর্যের আলোর ছটা জীবনানন্দের কবিতার প ংতি মনে জাগিয়ে দিয়েছে: 'এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল'; হাঁসেদের চলা, রঙিন গাছেদের পানিতে হেলে পড়া, পদ্ম জাতীয় জলজ উদ্ভিদের উপস্থিতি- এসবই ব্লেড লেককে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রকৃতির ইত্যাকার পুলক আমাদের মনও উন্মাতাল করেছিল। আমি আর জেনিফার গল্পের ফোয়ারায় মেতে উঠেছিলাম। আমরা পাশাপাশি বসে প্রজাতির মতো নির্ভার হয়ে কথা বলছিলাম। ট্যুর গাইড আমাদের উল্টো দিকে বসে। আমরা ১৫ শতকের একটি চার্চে যাবো। চার্চে ওঠার সিঁড়ি অনেক উঁচু এবং বিস্তৃত। ৫০০ বছর পূর্বের ঐতিহ্য এবং আবহ সমুন্নত রাখতেই হয়তো সিঁড়িগুলো সংস্কার করা হয়নি। এই সিঁড়িকে কেন্দ্র করে স্লোভেনিয়াদের মধ্যে একটি উপকথা প্রচলিত রয়েছে। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে একটি বিশেষ কাঠামোয় তৈরি কাঠের বড় টুকরোর ওপরে বসিয়ে নিজে কাঁধে করে এই চার্চের সবগুলো সিঁড়ি টপকাতে পারলে- সেই দম্পতির সংসার সুখের হবে আর যদি স্বামীর কাঁধ থেকে স্ত্রী পড়ে যান তবে তাদের দাম্পত্য সুখের হবে না। এসবই ট্যুর গাইড বলেছিল। এই বিষয়ে অঙ্কিত পোস্টেটের রেপ্লিকা ওখানে দোকানে বিক্রি হয়। এই হাতে তৈরি পোস্টেট আমিও সংগ্রহ করলাম। চার্চটির চারপাশ ঘিরে প্রচুর বৃক্ষ এবং পত্র-পল্লবের সমাহার। চার্চের আঙিনায় ট্যুরিস্টদের বিশ্রাম নেবার স্থান রয়েছে। চার্চের মনোরম প্রকৃতি আমাদের নৈসর্গিক আনন্দ এবং শান্তি প্রদান করেছে। এই চার্চের সঙ্গে ছোট এবং অনিন্দ্য সুন্দর একটি জাদুঘর রয়েছে। স্লোভেনিয়ানদের অতীত ইতিহাস সেখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক চরিত্রেরা এই জাদুঘরে টেপা পুতুরের ভেতর দিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন নানা রং, রেখা এবং আকৃতির লাবণ্যে। জেনিফার এবং আমি চার্চে গেলাম এবং একসঙ্গে ঘণ্টা বাজালাম। ট্যুর গাইড আমাদের ওয়ালনাট সমৃদ্ধ কেক খাইয়ে আপ্যায়ন করলেন।

ফেরার পথে আমরা মার্শাল জোসিপ ব্রজ টিটোর বাড়ি পরিদর্শন করলাম। তিনি যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আয়তাকার বাড়ির নিচতলার দেয়াল এবং ছাদজুড়ে চিত্রিত হয়েছে মার্শাল টিটোর বীরত্ব গাথা আর উপরের তলাসমূহে রয়েছে টিটো এবং তার পরিবারের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, পোশাক, তৈজসপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি।

হোটেলে ফিরে ঝটপট লাঞ্চ সেরে আমরা পুরোনো শহর দেখতে রওনা হলাম। এখানেও জেনিফার আমার সঙ্গেই বসলেন। সন্ধ্যার প্রোগ্রামের পূর্বেই আমরা লিউবিয়ানা ফিরে আসবো। গন্তব্যে পৌঁছাবার পূর্বে পুরোনো শহর আমরা বাসে করে ঘুরলাম। আমি বিস্ময়বোধ নিয়ে সবকিছু অবলোকন করছি। রাস্তা, বাড়ি, গাছপালা, বাতাস, রোদ- সবকিছুর ভেতর ইউরোপকে খুঁজে পেতে চাইছি। পথে একটি কপিশপে নেমে আমরা কফি এবং কেক খেলাম। ইতিমধ্যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলো। আবার তা থেমেও গেল। বিকেল ৬টায় আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে এলাম। করিডোর থেকে লাইব্রেরী দেখতে পেলাম।

রিডারদের আসনের অংশটি ছোট কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বসার স্থানটি বেশ উঁচু এবং মাথার ওপরে লাইট জ্বলছে। শুধু পাঠকের মাথা দেখা যাচ্ছে। আমরা সেখানে নীরবতা অবলম্বন করলাম। লাইব্রেরির নিচতলায় স্লোভেন পেনের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। নব্বই বছর পূর্বের চিঠিপত্র এবং নানা অফিসিয়াল কাগজপত্র প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করতে সংস্কৃতিমন্ত্রী এসেছিলেন। তবে উনাকে ঘিরে আপাত আড়ম্বর এবং চাটুকারিতা ছিল না। বিকেল ৬-৩০টায় পেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেনিফার ক্লিমেন্টের সঙ্গে ছিল লিটারারি ইভনিং। মডারেটর ছিলেন তানিয়া তুমা। জেনিফারের লেখা উপন্যাসের নির্বাচিত অংশ একজন তরুণী পড়ে শোনালেন। শেষে তানিয়া তুমা জেনিফারের সাম্প্রতিক লেখা নিয়ে কথা বলেছিলেন। জেনিফার ক্লিমেন্ট মূলত ঔপন্যাসিক। তার লেখা উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'The Posion That Fascinates,' 'PRAYERS for the STOLEN' 'GON LOVE', 'Widow Basquiat'. সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে লিউবিয়ানার মেয়রের দেয়া নৈশভোজে আমরা যোগ দিলাম। নৈশভোজে ফরাসি লেখক দম্পতির সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প জমলো। খাবার পরিবেশিত হয়েছে বিচিত্র ধারায়। ছোট ছোট প্লাস্টিকের বাটিতে নানা রকমের খাবার। চিকেন, নানা জাতের শিম বীজ এবং ডাল, ফল, টমেটো, আলু এবং ডিম ছোট ছোট টুকরো করে বাটিতে সাজানো যা দেখলেই মন ভরে যায়। ছোট চামচ দিয়ে আমরা সেসব উপভোগ করলাম। সঙ্গে আপেল, কমলা এবং আনারসের জুস। এভাবে পরিবেশিত খাবার কানাডার কুইবেকে জাহাজে বসে খেয়েছিলাম। ওই দিন হোটেলে ফিরে তানিয়া তুমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো। অন্যরাও ছিলেন হোটেল লবিতে। ইরাকি একজন ব্লগার এসাইলামে স্লোভেনিয়ায় আছেন- তার সঙ্গে কথা হলো। জেনিফার কারলেস এবং অনেকে ১৪ তারিখ সকালে লন্ডন যাবেন। ওখানে হেডকোয়ার্টারে বোর্ড মিটিং রয়েছে। ১৪ মে সকালে লিউবিয়ানা শহরে দেখতে দেখতে রওনা হলাম। প্রোগ্রাম ভলান্টিয়ার স্লোভেনিয়ার মেয়ে ক্রিস্টিনা বসেছিল আমার পাশে। ওর পিতা কবি। ক্রিস্টিনার মা নেই, পিতাই ওদের তিন ভাইবোনকে বড় করেছেন। ক্রিস্টিনাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিন ছেলের জননী। আজ সকলেই খুব আনন্দ করছে। এই পথে আমরা গতকালও গেছি- কাজেই সব চেনা। পথে একটি বড় কফিশপে যাত্রাবিরতি হলো। এই প্রথম ব্রেড খেলাম রোজমেরি পাতা এবং লবণ সহযোগে। সেখানে গান এবং স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজন ছিল। দুপুরের আগে আমরা একটি পুরোনো চার্চে গেলাম। অনেকটা পথ অত্যাধুনিক বাসে দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। একজন ট্যুর গাইড আমাদের সঙ্গে আছেন। স্বাভাবিকভাবেই তার মুখ দিয়ে খই ফুটছে। উনার কথা থেকে একটি চমকপ্রদ তথ্য পেলাম। আমি জানি আলফ্রেড নোবেল বিয়ে করেননি এবং তিনি তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি বার্থাকে ভালোবেসে ছিলেন। যদিও বার্থার অন্যের সঙ্গে প্রণয় থাকার কারণে সম্পর্কটি বিয়ের পথে যাত্রা করেনি। ট্যুর গাইডের বক্তব্য অনুসারে নোবেল এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি কোনো একটি হোটেলে রাত্রি যাপনের সময় নিজের নামের সঙ্গে আলফ্রেড নোবেলের নামটি যুক্ত করেছিলেন। পৌঁছে গেলাম চার্চে। চার্চটি বেশ উঁচুতে। প্রাচীনতা এবং ঐতিহ্য অটুট রেখেই এটি ট্যুরিস্টদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। চার্চের একটি পাশ থেকে পুরোনো শহরটি পুরোটা দেখা যায়। একটি বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। ফেরার পথে ফিটফিটে সাদা পেশাক পরিহিত কনেকে দেখতে পেলাম। এখন গ্রামীণ পথ ধরে আমরা শহরের দিকে যাচ্ছি। অচেনা গাছপালা, নব নব পাতা এবং ফুলের সঙ্গে নিত্যই পরিচয় ঘটেছে। উত্তুঙ্গ বাতাস। সহনীয় শীত, উজ্জ্বল রোদ এবং পরিবেশে বিদ্যমান স্নিগ্ধতা ছিল উপভোগ করার মতো। দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ পেয়েছি আমার ক্যানকোভা শহরের মেয়রের কাছ থেকে। একটি ঝকঝকে এবং আধুনিক হোটেলে লাঞ্চের জন্য যাত্রাবিরতি হলো। তিন দিকে কাচ দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত একটি কক্ষে লম্বা টেবিলের চারপাশে আমরা আসন গ্রহণ করলাম। এই কক্ষের সঙ্গে রয়েছে গাছপালা পরিবেষ্টিত একটি লন। এক কথায়, চমৎকার একটি নান্দনিক পরিবেশ। নানা সাইজের এবং ভিন্ন স্বাদের ব্রেড টেবিলে রাখা ছিল। অনিন্দ্য সুন্দর ওভাল শেপের বড় প্লেটে পাতা এবং ফুল সহযোগে খাবার পরিবেশিত হলো। প্লেট এবং ডেকোরেশন উভয়ই খাবারে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। লাঞ্চ শেষ করে আমরা গেলাম স্লোভেনিয়ার সর্ববৃহৎ মধ্যযুগীয় ক্যাসেলে। সেখানে একটি চমৎকার জাদুঘর রয়েছে। জাদুঘরের সামনে বিশাল এক ফোয়ারা। জাদুঘরের এই অংশটি রোমান সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করছে। রোমানদের স্থাপত্যশৈলীর নানা নিদর্শন এখানে রয়েছে। বিশেষ করে বাড়ি নির্মাণের। অত্যন্ত সযত্নে পুরু কাচের ভেতরে সেসব নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। স্লোভেনিয়া রোমান সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রচীনকালের উসড়হধ শহরটিও লিউবিয়ানায় অবস্থিত। অদূরেই অন্য একটি জাদুঘর। বিশাল স্থানজুড়ে অবস্থিত এলাকাটিতে সবুজের সমারোহ এবং জলের প্রবাহ বিদ্যমান। আমরা বিকেলে সেখানে বসে আড্ডা দিলাম। জাদুঘরের প্রাচীন রোমন সাম্রাজ্যের নানা নিদর্শন দেখার পাশাপাশি আম্রকলিন নামক একজন নারীর জীবনযুদ্ধের নানা চিত্র দেখতে পেলাম। আম্রকলিনের মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন আর আম্রকলিন দেখতে অসুন্দর বলে তার মা তাকে (আম্রকলিন) খুব অপমান ও অনাদর করত। আম্রকলিন মায়ের চোখে সম্মান পাবার জন্য নিজেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশেও এসেছিলেন। উনি রমনা পার্কে বসে আছেন এমন একটি ছবি দেখলাম। তার বৈবাহিক জীবনও সুখের হয়নি।

১৫ মে ব্রেকফাস্টের পরে সকলেরই ফিরতি যাত্রা। স্লোভেনিয়ার আশপাশের দেশ থেকে যারা এসেছেন তারা ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে এসেছেন। ডাইনিংয়ে বিদায়ী আড্ডা ভালোই জমে উঠল। বড় হোটেলের বুফে আসলেই এনজয় করার মতো। স্লোভেনিয়ার মধু পৃথিবী বিখ্যাত। মধু, জ্যাম, নানা স্বাদের ব্রেড সবই খুবই লোভনীয়। ব্লুবেরি এই প্রথম খেলাম।

সকলে হোটেল ছেড়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই মনটা উদাস হলো। একা একাই বেরিয়ে পড়লাম। লেকের ধার ঘেঁষে হাঁটছি। একটি অংশে নানা প্রজাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের Forget me-not ফুলের দেখা পেলাম। এই ফুলের নাম শুনেছি ভাষাবিজ্ঞানে এমএ পড়ার সময় ক্লাসে শিক্ষক যখন ওহভরী/ মধ্যসর্গ পড়িয়েছিলেন। অভিভূত হয়ে দেখেই চলেছি এই পুষ্পকন্যাদের। ব্লেড লেক এবং অসংখ্য ঋড়ৎমবঃ সব-হড়ঃ ফুলের মাচার মাঝে ঝকঝকে একটি পথে আমি দাঁড়িয়ে আছি অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে।

অফ হোয়াইটের সঙ্গে নীল অথবা বেগুনি রঙের সংমিশ্রণে ফোটা ফুলেদের রূপের বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়।

ফিরে এলাম হোটেল পার্কে। রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখার মতো অনেক কিছুই ছিল। সামনের গাছপালা এবং নিচে রাস্তার দিকে তাকালে মনে হয় আমি একটি গ্রামে আছি। বাম দিকের পথটি আমি শেষ বিকেলে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলাম। পথটি সরু এবং সেটি পাহাড়ি পথ বলে মনে হয়। পাশাপাশি সেটি নির্জনও। সেই নির্জন পথে বসে থেকে শুরু করে সব ধরনের যানবাহন চলছে। একমুখী পথ বলেই মনে হলো। ওখানে দাঁড়িয়ে একজন খুব সাধারণ স্লোভেনিয়ানের সঙ্গে কথা হলো। উনি বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। উদর জানান দিচ্ছে তার কিছু জ্বালানি প্রয়োজন। ব্লেড লেক থেকে ৫০ গজ এগিয়ে বাম দিকে একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে এমন নির্দেশনা দেখতে পেলাম। এখানে গ্রিল খাবার পরিবেশন করা হয়। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে খাবার অর্ডার করলাম। বড় এক টুকরো চিকেনের সঙ্গে কিছু সবজি গ্রিল করে আমাকে পরিবেশন করল। অনেক বড় সাইজের রুটি কেটে টুকরিতে করে দিল। টেবিলে লবণ রাখা আছে। হোয়াইট সস মূল খাবারের সঙ্গেই পরিবেশন করেছে। ১২ ইউরো খরচ হলো।

সকালে ফ্লাইট তাই রুমে যাবার আগেই রিসেপশনে কথা বললাম। ইনচার্জকে জানালাম আমি ৭টায় হোটেল থেকে চেক আউট করব। কাজেই পরের দিনের ব্রেকফাস্ট তারা সকাল ৬-৩০টায় সার্ভ করতে পারে কিনা? সঙ্গে যেন ব্লুবেরি থাকে। উনি হেসে জানালেন- পরের দিনের মেন্যুতে ব্লুবেরি থাকার কথা নয়, তবে আমার জন্য দুটো বিষয়ই নিশ্চিত করা হবে। সকাল ৬-৩০টায় ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করে ৭টায় হোটেল লবিতে এসে দেখতে পেলাম ড্রাইভার এসে গেছে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য। ছোট এবং অপরূপ সুন্দর একটি দেশকে বিদায় জানিয়ে লাল-সবুজ পতাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও আমাদের দেশ



সালাহউদ্দিন বাবর

সব গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে পক্ষে-বিপক্ষের মধ্যে হামেশাই তর্কবিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। এমন পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের ভেতর দিয়ে জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের চলমান বিভিন্ন ইস্যু, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে দেশের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে সেখানে যে তর্কযুদ্ধ হয়, অবশ্যই সেটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিকই হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যেহেতু রাজনৈতিক তথা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাকাপোক্ত নয়, সে জন্য আমাদের সংস্কৃতিতে এমন তর্কবিতর্ক, মাঠে ময়দানে বক্তৃতা-বিবৃতিতে ও সংবাদপত্রের পাতায়ই তার প্রতিফলন ঘটে। অন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে আরো কিছু বিষয়ে, এখানে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন অন্যান্য দেশে এমন তর্ক সাধারণত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু এখানে যে তর্কবিতর্ক সেটি সেই পরিমন্ডলের বাইরে গিয়ে একান্ত দলীয় বিষয়সহ কখনো কখনো সেসব আলোচনা-তর্কের বিষয় এতটা নিচে নেমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, যা অরুচিকর। সে বক্তব্য-বিবৃতিতে বিভিন্ন সময় শালীনতা ভব্যতার অনুপস্থিতি পর্যন্ত প্রতিভাত হয়। এসব নেতিবাচক কথাবার্তা রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা উষ্ণতা সৃষ্টি করে থাকে। ফলে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সম্পর্কের অবনতি ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। তার জের হিসেবে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পরস্পর মারমুখো মানসিকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য হরহামেশাই দেখা যায়, শোনা যায়, দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হানাহানি, সঙ্ঘাত ও সংঘর্ষ। আর নেতৃবৃন্দ পর্যায়ে পরস্পরের ভেতর দেখি, কুশল বিনিময় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কোনো জাতীয় দুর্যোগকালে প্রয়োজন জরুরি হলে তাদের মধ্যে কোনো উইন্ডো ওপেন হবে কি না সন্দেহ। এটা কেবল হালের বিষয়, তা বলব না। গত ৫০ বছর ধরেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সেটি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই দুর্ভাগ্যজনক ধারা বিদ্যমান থাকার কারণে বহু ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে আসছে। এটা অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা ছাড়া ভিন্ন কিছু বলা যাবে না যে, আমরা দেশে শুদ্ধ-সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এমন দলান্ধতা আমাদের মনমগজে প্রোথিত হয়েছে, যার কারণে গুণী-জ্ঞানী, প্রখ্যাত চিন্তক, বিশিষ্ট বোদ্ধাজনদের মেধার বিচার ও সম্মান দেয়া হয় না। তাদের মনের গহিনে যদি ছিটেফোঁটা রাজনৈতিক রঙ ম্লান দীপশিখার মতো তির তির করে জ্বলন্ত রয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তবে সেটিকে ডায়নোসরের মতো বিশাল ভেবে, তাদের বিচ্যুত এবং বর্জন করা হয়। যেখানে জ্ঞান পান্ডিত্যের মর্যাদা, স্বীকৃতি নেই; তার অবদানকে খাটো করে দেখা, স্বীকৃতি দান নিয়ে হীনম্মন্যতা খুব বেদনাদায়ক। আজকে এই জনপদে সর্বত্র এমন বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। রাজনৈতিক এমন বিভাজন বিভেদ বিদ্যমান থাকার ফলে আমরা কিছুই করতে পারিনি।

এমন প্রশ্ন কি আমাদের নেতৃবৃন্দের মনে জাগে না, গত ৫০ বছরে আমরা বা তারা জাতিকে তেমন কিছুই দিতে কি পেরেছি? এ আলোচনা অনেক দীর্ঘ হবে, সন্দেহ নেই। শুধু একটা কথাই বলি, আমরা তো এমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়তে পারিনি, যা জাতির বাতিঘর হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলি যে, এ উত্তম শাসনব্যবস্থা দেশে কায়েম রয়েছে, কিন্তু তা কি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলা হয় বিশ্বের 'মাদার পার্লামেন্ট' যে পার্লামেন্ট মানুষ গড়ে দিয়েছে, যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে বলা হয় এই পার্লামেন্ট 'মহিলা পুরুষ আর পুরুষকে মহিলা' করতে না পারা ব্যতীত আর সবই করতে সক্ষম। আমরা এতটা করতে হয়তো পারব না, কিন্তু একটি কার্যকর প্রাণবন্ত জনপ্রতিনিধিমূলক সংসদ গড়ার আজ অবধি চেষ্টা সাধনা করেছি কি? পারিনি, কারণ জনগণের মতের মূল্যে বিশ্বাসী হওয়া যায়নি। সংসদ সত্যিকারভাবে প্রাণ পেত যদি সেখানে সুষ্ঠু প্রশ্নহীন নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সংগঠিত হতো, যার একটা ক্ষীণ প্রতিফলন ঘটেছিল দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে। সে ধারা আর বিকশিত হতে পারেনি; মরুপথে তা হারিয়েছে। সেই ধারাকে যদি বাঁচিয়ে রাখা যেত তবে হয়তো আশা করতে পারতাম, আমাদের অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এভাবে এগিয়ে যেতে পারলে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ সৌরভ ছড়াত। এখন সংসদ সত্যিকার সংসদীয় ব্যবস্থার 'রোল' তো 'প্লে' করতে পারছে না, এর কারণের মধ্যে রয়েছে, সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দল না থাকা। দেশের প্রধান নির্বাহী সেটি বোঝেন, তার 'ইগো' তিনি করেছেন।

এখন কোনো পরিবর্তন কামনা করা হলে সেটি কারো একার পক্ষে কিছু করার মত পোষণ করা বা ভাবা হয়তো ঠিক হবে না। গত ১২-১৩ বছরে দেশের ভেতর একটি শক্তিশালী সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি হয়েছে সরকারের আনুকূল্যে-আশীর্বাদে। তারা তাদের ভোগবিলাস হাত ছাড়া করবে, এমনটা নয়। তেমনি সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে হলে তাদের ভাবনাও তো রয়েছে। এ বুদ্ধিজীবী মহলেও সরকারের ঘোর সমর্থক রয়েছে। এমনকি শক্তির ভরকেন্দ্রগুলোয়ও প্রশাসনিক চেইনের বাইরেও সরকারের প্রতি 'অতি কোমল' একটা মানসিকতা সৃষ্টির বিষয় উড়িয়ে দেয়া যায় না। তা ছাড়া একটা কথা মনে রাখা, সরকারের প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যশীল এক বিরাট কর্মী-সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক বিপর্যয় লক্ষ করলে, তারা কিন্তু বাঁধভাঙা স্রোতের মতো হয়ে উঠতে পারে। দলীয় আনুগত্যের পর তারাও তো, ঘি-মাখনের ভাগ পেয়েছে, ক্ষমতার দাপট উপভোগ করেছে। গণতন্ত্র, নির্বাচন, সব শ্রেণীর মানুষের মনোবাঞ্ছা, তাদের চেতনা ও উপলব্ধিতে এসব বিষয় অবশ্য মহামূল্যবান ও দেশের জন্য অপরিহার্য হলেও ক্ষমতাসীনদের দলান্ধ ও সুবিধাভোগী কর্মীদের কাছে এমন মূল্যবোধের এতটুকু মূল্য নেই। তবে এ কথা ঠিক, যেকোনো দলের কর্মী-সমর্থকদের স্রোত, দেশব্যাপী জনতার প্লাবনের মুখে সেসব স্রোত খুব একটা কার্যকর হবে না। সে স্রোত ভিন্ন পথ ধরে এগোবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশে ভালো নির্বাচন, নির্বাচন এবং নির্বাচনই একমাত্র সব কিছুর সমাধান করতে পারে।

সে যাই হোক, আগামী নির্বাচন কোন ধরনের প্রশাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া অপরিহার্য; যদি দেশে একটা ভালো তথা মানসম্পন্ন, গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে হয়। এ দিকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে বিপুল গণতন্ত্রমনা মানুষের অভিপ্রায়ের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও এমন মনোভাব যথেষ্ট শক্তিশালী যে, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিকল্প নেই। সে জন্য যে 'মেজার্স' নেয়া প্রয়োজন তা নেয়া জরুরি। আজকে দেশের অবস্থাটা এমন যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে তর্ক ও কাদা ছোড়াছুড়ি। এটা হয়তো ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত। সবার মনোজগতে নির্বাচন নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসা এখন জেগেছে। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ এবং পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন হবে, সবার নির্বাচন সম্পর্কে মতপথের যে ভিন্নতা, তার সুরাহা কিভাবে হবে এবং কে করবে– সেটি একটা জটিল প্রশ্ন, কিন্তু তা হওয়া খুব জরুরি। বিষয়টি সিইসি উপলব্ধি করেছেন। তার পক্ষে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু একটা বলা সম্ভব নয়। তা খুব স্পর্শকাতর বিষয়, তারপরও তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং মৌলিক বিষয়গুলোর বিষয়ে সমঝোতায় আসাটার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। যথাসময়ে ঠিক কাজ করতে পারার মধ্যে সাফল্যে পৌঁছার পথটা পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত হয়। এখন একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সেটি হচ্ছে, নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশ্নটি সুরাহা হওয়া। তবে এ ব্যাপারে সরকারের প্রতিপক্ষের ছোট-বড় দলগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যচিন্তা লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আগামী নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে করা যাবে না। আসলে ঐকমত্য দৃঢ়তর হওয়ার পেছনে আগে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পেছনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে যেমন অতীতে দলীয় সরকারের অধীনে যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার একটিও সুষ্ঠু, অবাধ, প্রশ্নহীন, অংশগ্রহণমূলক হয়নি। প্রায় ক্ষেত্রেই অনেক দল ভোট বর্জন করেছে, কোনোটিতে জনগণ ভোট দিতে নিরাপত্তার অভাবে ভোটকেন্দ্রে যায়নি, কখনো মধ্যরাতে ব্যালটে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে রাখা হয়েছে। কখনো ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালটে ইচ্ছামতো সিল মারা হয়েছে। এসব কিছুই দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারীদের সম্মুখেই ঘটেছে। তাই দেশে-বিদেশে সরকারের বিপক্ষ দলগুলোর দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন লক্ষ করা যাচ্ছে। অবশ্য ক্ষমতাসীনরা এখনো তাদের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তবে ওই মত শুধু সরকারবিরোধীদের নয়; একটা মানসম্পন্ন গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিকদেরও মত। তবে তারা কোন ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, সে সম্পর্কে সরাসরি কথা না বলে এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাদের তো অতীতের সব নির্বাচনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানা। তার পরও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রেখে, শুধু এ কথার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন, বাংলাদেশে তারা 'পার্টিসিপেটরি ইলেকশন' চান। বিরোধী দলগুলো তো এ প্রশ্নে অটল যে, তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না। সে ক্ষেত্রে তো পার্টিসিপেটরি ইলেকশন হবে না। তাই তারাও তেমন নির্বাচন মেনে নেবে না। সেটা তাদের বক্তব্যের ভেতর কৌশলে বলে দিয়েছেন। এসব বিষয় এই মুহূর্তে পাশ কাটানো খুব কঠিন ব্যাপার বলে দেশের ওয়াকিবহাল মহল মনে করে। তারা পশ্চিমের বিশেষ করে হালে মার্কিন 'নীরব কূটনীতি' খুব মারাত্মক বলে তারা মনে করেন যার কালো ছায়া ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দিগন্ত স্পর্শ করেছে। 'করোনাভাইরাস' যেমন মুহূর্তে তার রূপ পরিবর্তন করে তেমনি এই 'নীরব কূটনীতি' রূপ পরিবর্তন করতে পারে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। রাশিয়ার কথাটাই ধরি, সেখানে ইউক্রেনের প্রশ্নে পশ্চিমের কৌশল রুশ অর্থনীতিসহ অন্য অনেক কিছুকে শুইয়ে দিয়েছে! রাশিয়া সুপার পাওয়ার বটে; তার অর্থনীতিও অনেক বড় এবং শক্তিশালী বটে। এসব আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে।

আগামীতে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলের সরকারই আসুক, তা নিয়ে কারোই কোনো মাথাব্যথার কারণকে আমরা যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করি না। দেশের প্রধান কোনো দলই ভুঁইফোঁড়, এমন ধারণা একেবারে অগ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। দেশের বড় চারটি দল একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল; আর একটি দল সক্ষমতার সাথে একটি বড় দলের সাথে মন্ত্রিসভায় ছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন কখনোই অস্বাভাবিক নয়। তবে কোনো দলের জন্য এমন মনোভাব পোষণ করা সঠিক নয় বলে মনে করি যে, কোনো দল মনে করে যদি 'আমরাই যোগ্য, আমরাই সক্ষম, আমাদের বিকল্প কেবল আমরাই, দেশকে আমরাই শুধু ভালোবাসি আর অন্যরা দেশের মঙ্গল চায় না; দেশকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারবে না, আমরাই শুধু দেশের উন্নতি করতে সক্ষম, অন্যরা সব 'নাচিজ'-এমন ভাবা 'অহমিকার' প্রকাশ। আওয়ামী লীগ দেশে সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থেকেছে এবং এখন আছে, তারা দেশের জন্য কাজ করছে। বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তারা দেশের জন্য করেছে। জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় ছিল তারাও দেশের জন্য কাজ করেছে। মরহুম এরশাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান গ্রামীণ জনপদের উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ। সেখানে ছোট টাউনশিপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে যা কিনা গ্রামীণ জীবনে বিরাট অবদান এখন রাখছে।

ক্ষমতাসীনদের নেতাকর্মীরা উচ্চকণ্ঠ, দেশের মেগা প্রকল্প নিয়ে সোচ্চার, আমরাও সেটিকে স্মরণ করি ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের জন্য ফ্লাইওভার তৈরি করা হয়েছে তা তো ঠিকই; কিন্তু এখন তো উল্টো সে প্রকল্প যানজটের কারণ হয়ে পড়েছে। মেগা প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে সরকারি মহল থেকেই বলা হচ্ছে, সেই সাথে এটাও প্রশ্ন, সব মেগা প্রকল্প কি সাধারণের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে আসবে! গ্রামীণ জনপদের বৈষম্য হ্রাসের জন্য সংবিধানে যে তাগিদ দেয়া হয়েছে, তার কতটুকু কী হলো এটা তো মৌলিক বিষয়। সরকারি ব্যাংকগুলো এখন অর্থ লোপাটের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে কোনো জবাবদিহিতা নেই, এসবই জনগণের সম্পদ অথচ তারা কিছু জানছে না। দেশে দুর্নীতি সবসময়ই কিছু ছিল ঠিকই; কিন্তু এখন এর মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। অর্থ পাচার হচ্ছে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো। কালো টাকার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের কাছে, এসব কিছু যেন গা সহা হয়ে যাচ্ছে। এত অনিয়ম, অব্যবস্থার অবসান ঘটবে কিভাবে? এসব নিয়ন্ত্রণের যেসব সংস্থা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের নিয়ে জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছে। তারা থাকবে, দুর্নীতি অব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চলবে। এটা কেমন করে হয়, গরিব দেশে এমন পরিস্থিতির পর যদি বলা হয়, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তবে ধাঁধায় পড়তে হবে। দেশে দুঃখ কষ্ট আর বৈষম্যে শিকার হয়ে দুঃসহ বেদনায় আত্মহত্যা করেছে দুই কৃষক এক ছাত্র। এটা কি দেশের ভাবমর্যাদা উচ্চকিত করবে? ভারতে কৃষকরা মাঝে মধ্যে দুঃখ বেদনায় লীন হয়ে আত্মহত্যা করে। সেটি নিয়ে সে দেশের এবং বাইরের মানবাধিকার কর্মীরা কর্তৃপক্ষের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমাদের কে ছেড়ে কথা কইবে? আমাদের এমন সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় ভেবে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না, তিলই একসময় তাল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। হালে আবার ইলিয়াস আলীকে নিয়ে কথা উঠেছে। সরকারের এক আইনশৃঙ্খলাবাহিনী বলেছে যে, ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করার জন্য তাদের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। তা ছাড়া বহুজনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা নিয়ে তাদের স্বজন-সুহৃদ অভিযোগ করে আসছে। তারা কারো কাছ থেকে এ পর্যন্ত কোনো সদুত্তর পায়নি, তাতে তাদের আহাজারি ও ক্ষোভ প্রকাশ পর্যায়ক্রমে বেড়েছে। আমেরিকার বাইডেন প্রশাসন ইদানীং বাংলাদেশের অনেক বিষয়ের সাথে, গুম হওয়া ও মানবাধিকার নিয়ে অনেক বেশি 'কনসার্ন'। আগে লক্ষ করা গেছে, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্ষিক মানবাধিকার ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ থাকত, এখন মনে হয়, তারা সেই অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসছে।

দেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো দেড় বছরের বেশি; কিন্তু এখনই নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক ময়দান সরগরম হয়ে উঠছে। অতীতের মতো আগামীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল, আর বিএনপি নেতৃত্বে ২০ দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে। ১৪ দলে কোনো নতুন দলের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও ২০ দলের যোগ-বিয়োগের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের বিপক্ষে এখন যেসব ছোট দল সোচ্চার, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, তারা সম্ভবত বড় প্লাটফর্ম থেকে নির্বাচন করার কথাই ভাববে। অপর দিকে বিএনপি মহল থেকে এমন ধারণা দেয়া হচ্ছে, আগামীতে যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তবে তারা এককভাবে নয় সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এমন ধারণা 'প্রোগমেটিক', দেশের যে বিপুল সমস্যা, সে বিষয়ের কথা উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে। গত ৫০ বছর এসব সমস্যা নিয়ে এ জনপদের মানুষ দিন যাপন করছে, তাই সেসব কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করার দরকার নেই। সে তালিকা এতই দীর্ঘ হবে, সেটি বরং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো মনে হবে। সে যা-ই হোক, জাতির আজ অনেক কিছুর প্রয়োজনের মধ্যে সবাই মিলেমিশে কাজ করাটাকে অগ্রাধিকার দেয়াটা বেশি প্রয়োজন। এ যাবৎ যারাই ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তারা একাই ক্ষমতার 'ছড়ি' ঘুরিয়েছে, কাউকে বৃহত্তর পরিসর গড়তে কাছে ডেকে নেয়নি। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার গঠনের জন্য দাবি তুলেছিলেন তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ; কিন্তু আওয়ামী লীগ সে দাবি অগ্রাহ্য করেছিল।



দেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো দেড় বছরের বেশি; কিন্তু এখনই নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক ময়দান সরগরম হয়ে উঠছে। অতীতের মতো আগামীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল, আর বিএনপি নেতৃত্বে ২০ দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে। ১৪ দলে কোনো নতুন দলের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও ২০ দলের যোগ-বিয়োগের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।





বিএনপি নেতা আবদুস সালামের নিউজার্সী ঝটিকা সফর



নিউজার্সী: বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ঢাকা দক্ষিণ বিএনপি'র আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের নিউজার্সী ষ্টেটে ঝটিকা সফরে বিএনপি অব নি-উজার্সী স্টেট সাউথ এর নেতৃবৃন্দকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছে। আবদুস সালাম বাংলাদেশে যেভাবে নেতাকর্মীদেরকে উজ্জীবত রাখেন ঠিক তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীর ষ্টেট সাউথ এর সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছার এবং সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুলের আমন্ত্রনে তিনি গত ২৭ এপ্রিল, বুধবার মসজিদ আল হেরায় বিএনপি অব নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে সস্ত্রীক অংশগ্রহন করেন। ইফতার মাহফিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রেস সচিব আশিক ইসলাম। ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বিএনপি অব নিউজার্সী স্টেট সাউথ এর আহবায়ক মো: গিয়াস উদদীন, সদস্য সচিব মো: দিদার, উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম বাবুল, এইচ এম রেজা, আজিজুল ইসলাম ফেরদৌস, আমিনুর রহমান, আব্দুল হালিম খান, মো: আইয়ুব, শাখাওয়াত হোসেন, মো: ইসমাইল হোসেন, নজরুল ইসলাম আকাশ, কাজী ইসলাম লিটন, মো: মোসাদদেকুল মাওলা, তাহেরুজামান ঝিনু সহ বিপুল সংখ্যক বিএনপি নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইফতারের মাহফিলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা, জিয়া পরিবার সহ মুসলিম উম্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদ আল হেরার খতিব, মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন।

ইফতার মাহফিলে শেষে আবদুস সালাম আটলান্টিক সিটির মসজিদ আল তাকোয়ায় তারাবির নামাজ আদায় এবং সভাপতি সৈয়দ মো: কাউসার এবং উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম বাবুলকে সাথে নিয়ে কমিউনিটির নেতৃ বৃন্দ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে স্থানীয় কয়েকজন বাংলাদেশীর বাসায় সংক্ষিপ্ত সফর করেন। পরদিন ভোররাতে সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারের বাসায় সেহেরিতে অংশ গ্রহন করেন।

নিউজার্সী সফরকালীন সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামকে বাসায় বাসায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এই সময় বিএনপি অব নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ এর অন্যতম নেতা মোঃ আইয়ুব বাবুল এবং নিউজার্সী ষ্টেট জাসাস-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় তিনি ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে নিউজার্সী ত্যাগ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিলে গত ২৬ এপ্রিল মঙ্গলবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি এ,টি,এম,কামাল পাশা আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান। এরপর নতুন প্রজন্মের শিশুরা পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করে। মাহফিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি ডা. জহিরুল ইসলাম মানিকী, ওয়াজেদ আলী খান বাচ্চু, প্রধান উপদেষ্টা রকিব উদ্দীন দুলাল, এ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, হাজী আব্দুল আওয়াল, মনিরুল ইসলাম মনির, রাফেল তালুকদার, আব্দুল হাদী রানা, ওহীদুজ্জামান লিটন সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম, এ, বারী।

বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইফতার মাহফিল কমিটির আহব্বায়ক ও সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মো: মোমিনুল ইসলাম। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী পাবনাবাসী সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন।

কখন কোথায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানিয়েছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি): জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে এবার ঈদের দিন তিনট জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারনে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের মূল ভবনে সকাল ৮টা থেকে এক ঘন্টা পর পর ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটি। সকল জামাতেই মহিলাদের জন্যও নামাজের ব্যবস্থা থাকবে। মুসল্লীদের মাস্ক পড়ে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আরাফা ইসলামিক সেন্টার: জ্যামাইকার আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৯টায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ সুসান বি এন্থনী স্কুল মাঠে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে আল আরাফা মসজিদে ঈদের জামাত হবে ৪টি যথাক্রমে মকাল ৭টা, সকাল ৮টা, সকাল ৯টা ও সকাল ১০টায়। আরাফা ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি শফিক হাসান বার্তাসংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, স্থানীয় হি-লসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৭৯ স্ট্রীটে সেন্টার ভবনের কাজ এগিয়ে চলছে। আশা করছি আগামী আগামী বছর বছর ভবনটিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় সহ ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবো। সেন্টার ভবনের নির্মান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে তিনি সকলের আর্থিক সহযোগিতা কানা করেন।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টার: জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল ফিতরের তিনটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে মসজিদে সকাল সাড়ে ৬টায়। এছাড়াও স্থানীয় রুফজ কিং পার্কে (১৫০-২৯ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫) দু'টি জামাত হবে যথাক্রমে প্রথম জামাত সকাল ৮টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ১০টায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় জামাত মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

মসজিদ মিশন: জ্যামাইকার মসজিদ মিশন জামে মসজিদে (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) ঈদুল ফিতরের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে এক ঘন্টা পর পর যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও সকাল ১০টায়।

দারুস সালাম মসজিদ: জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদ ভবনে ঈদের ৪টি জামাত হবে যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত ছাড়া প্রত্যেক জামাতে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকবে।

মদিনা মসজিদ: ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৯টায় মসজিদ সংলগ্ন খোলা মাঠে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে মসজিদ ভবনে ঈদের জামাত দুটি যথাক্রমে সকাল ৯টায় ও সকাল সাড়ে ৯টায়।

আবু হুরায়রা মসজিদ: আবু হুরায়রা জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত হবে সকাল ৯টাংয় মসজিদ সংলগ্ন মাঠে। বৃষ্টি হলে জামাত হবে ৩টি যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টায়, সোয়া ৮টায় এবং ৯টায়।

আল আমীন মসজিদ: এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদের উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ঈদের জামাত হবে ৩টি যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা ও সকাল ৯টায়। শেষের জামাতে মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার: ব্রুকলীনস্থ বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার এন্ড ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে সেন্টার ভবনে ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল টায়।

বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ: ব্রুকলীনস্থ বায়তুলজান্নাহ মসজিদ এন্ড মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ৮টায় ম্যাকডোনাল্ড এভনিউতে (বিটুইন চার্চ এভিনিউ এন্ড এভিনিউ সি)। ঈদের দিন প্রতিকুল আবহাওয়া থাকলে মসজিদ ভবনে আধাঘন্টা পর পর ঈদের ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সোয়া ৭টা থেকে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৭-৮৯৮৪ অথবা ৯১৭-৬৬০-৪৬৬৮।

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ: ব্রুকসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে ঈদুল ফিতরের জামাত হবে যথাক্রমে সকাল ৮টা ও ৯টায়। বৃষ্টি হলে ৩টি জামাত হবে যথাক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা ও ১০টায়। মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র দ্বিতীয় জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

বাংলা বাজার জামে মসজিদ: ব্রুকসের বাংলা বাজার জামে মসজিদে ঈদুল ফিতরের দুটি জামাত হবে সকাল সোয়া ৮টায় ও সকাল ৯টায়।

এছাড়াও জ্যাকসন হাইটসের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, উডসাইডের আবু হুরায়রা মসজিদ, এস্টোরিয়ার শাহজালাল মসজিদ, গাওসিয়া মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মসলিম সেন্টার, ব্রুকসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ প্রভৃতি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

টেলেন্টেক বুটক্যাম্প সম্পন্ন





নিউইয়র্ক: টেলেন্টেক সম্প্রতি আইটি ক্যারিয়ারের উপর বুটক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক অফিস। তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) প্রশিক্ষণ এবং জব প্লেসমেন্ট সেন্টার সম্প্রতি আইটি জব প্রস্তুতি কার্যক্রম কর্মসূচি এবং বুটক্যাম্প সফলভাবে সমাপ্ত করে। অনেক প্রশিক্ষণার্থীর পূর্বের কোনরকম আইটি ব্যাক-গ্রাউন্ড ছিল না, তারা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সফলভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করেছেন। এটিই ট্যালেন্টেকের আরেকটি প্রতিভা, শক্তি বা ক্ষমতা, তাদেরকে সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, তৈরী করা এবং জব দেয়া এবং যাদের পূর্বের আইটি বিষয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাদেরকেই বেশি বেশী সাহায্য করা।

এই বুটক্যাম্পে প্রোগ্রামটি ছিলো টেলেন্টেক এর অন্যান্য প্রোগ্রাম থেকে একটু ব্যাতিক্রম। এখানে টেলেন্টেক মাধ্যমে যারা পূর্বে এবং সম্প্রতি জব পেয়েছ, তারাই প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে নতুনদের কি কি জানা প্রয়োজন, কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়, কেমন প্রশ্ন করে, কিভাবে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করতে হয় এবং হ্যান্ডসঅন রিয়েল টাইম প্রজেক্ট তৈরী করতে হয়, ইত্যাদি টেকনিক পরিবেশন করা এবং শেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইমন মাহমুদ বলেন, আমাদের ২০ জনের বেশি ছাত্র যারা সদ্য করোনাপেন্ডামিকের সময় ও জব পেয়েছেন, এই প্রশিক্ষণ দ্বারা আমরা তাদের আমাদের সামনে সাক্ষাৎ পেয়েছি, দেখেছি এবং শুনেছি যারা আগে এবং সম্প্রতি চাকরি পেয়েছিলেন। প্রতিটি সফল ব্যক্তির পিছনে একটি গল্প, স্বপ্ন দেখা এবং কাজ করা, অনেক অনেক সেক্রিফাইজ, আত্মবিশ্বাসী, কঠোর পরিশ্রম, উৎসর্গ এবং অঙ্গীকার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



ইলিয়াস আলীর পরিবার বর্তমানে

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছেন, ইলিয়াস আলীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তারা হ্যান্ডেল করতে পারছেন না। তার গাড়ির ট্যাগও তারা দিতে পারছেন না।' শনিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর বনানীতে ইলিয়াস আলীর বাসায় তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের পর বিএনপি মহাসচিব সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই বিষয়গুলো ইলিয়াস আলীর পরিবারের কাছে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মেয়ের ভর্তির ব্যাপারে অনেক সমস্যার মধ্যে তাদের পড়তে হয়েছে। কলেজগুলো মেয়েকে ভর্তি করছিল না। পরিবর্তীকালে অনেক চেষ্টা-তদবির করে তার মেয়েকে ভর্তি করানো হয়েছে। এটা শুধু ইলিয়াস আলীর পরিবার নয়, গুমের শিকার হওয়া সব পরিবারই এমন নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আছে।'

শনিবার বেলা ১২টার দিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে নিয়ে ইলিয়াস আলীর বাসায় যান। তিনি সেখানে ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনার সাথে কথা বলেন। এ সময় সিলেট জেলা সভাপতি কাইয়ুম চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব এ সময় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ইলিয়াস আলীর পরিবারের জন্য ঈদ উপহার পৌঁছে দেন।

এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা গুম হওয়া পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার পৌঁছে দিচ্ছি। বিভিন্ন জেলায় যারা ভিকটিমস আছেন তাদেরকে জেলা পর্যায়ের নেতারা এই ঈদ উপহার ও সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন।'

জবাবদিহিতা না এলে বিচারবর্হিভূত হত্যাকা- বন্ধ হবে না মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'সম্প্রতি দুজন ক্রসফ-ায়ারে মারা গেছেন। এটা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার চার মাস পরে। এর কারণটা হচ্ছে, আমি যেটা মনে করি, র‌্যাবের যে ক্র্যারেক্টার তারা (সরকার) তৈরি করে দিয়েছে সেই ক্র্যারেক্টারে সমস্যা সমাধান করা বলতে তারা সেটাকেই (ক্রসফায়ার) মনে করে এবং একইভাবে বেআইনি সব অমানবিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তারা কাজ করছে এবং করে যাবে।'

Ôযাদেরকে দায়ী করা হয়েছে, যারা ওই কাজে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তার জন্য স্বাভাবিকভাবে এসব (বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-) হবে। এর একমাত্র কারণ এখানে কোনো জবাবদিহিতা নেই। আমরা বার বার একথা বলেছি যে সরকারের বড় সমস্যা হচ্ছে, তা‡দর যেহেতু জবাবদিহিতা জনগণের কাছে নেই, অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরও সেই জবাবদিহিতার থাকার প্রয়োজন তারা মনে করে না,' বলেন ফখরুল।

¸ম হওয়া নেতা-কর্মীদের সন্ধানে সরকারের কোনো প্রচেষ্টাই দেখা যায় না মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'ইলিয়াস আলীর গুম হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। যেহেতু সরকারই ইনভলবড। যখন ইলিয়াস আলীকে তুলে নিয়ে গেছে বাসা ওই খান থেকে তখন তো মানুষজন দেখেছে যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। যারা দেখেছেন তারাও গুম হয়েছে, তার গাড়ির চালকও গুম হয়েছে। খুব পরিষ্কার যে, এই সরকারের দ্বারাই এটা হয়েছে সেই কারণে তারা উদ্যোগ নেয় না।'

র‌্যাব ও এর সাত কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের কাছে সহযোগিতা চাওয়া প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'সরকার ও আওয়ামী লীগের একটা ব্যানক্রাফট হয়ে গেছে যে তারা জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতকে অনুরোধ করতে চায়। এই সরকার মানুষের কাছে দাঁড়াতে পারছে না।'

¸ম থেকে ফেরত আসা সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউ-দ্দিন আহমেদ ভারতে নিম্ন আদালতে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে আবার আপার কোর্টে আপিল করে তাকে আটকে রাখা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ১৭ এপ্রিল বিএনপির তৎকালীন সাং-গঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে কয়েক ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায় বনানীর বাসার কাছে আমতলী থেকে। তার স্ত্রী তাহসিনা রশদীর লুনা এবং এক ছেলে ব্যারিস্টার আবরার ইলিয়াস ও এক মেয়ে সাইয়ারা নাওয়াল রয়েছে। ইলিয়াস আলী সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

সিলেটে দাফন সম্পন্ন

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছিলেন মুহিত। তারপর থেকেই নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

ওনার জীবনে কোনো অপ্রাপ্তি ছিল না। তৃপ্তি নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দেশকে অনেক কিছুই দিতে পেরেছেন।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আমাদের অভিভাবক হারিয়েছি। আলোর দিশারি হিসেবে তাঁকে আমরা মিস করব।

সাবেক অর্থমন্ত্রীর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর গুলশান আজাদ মসজিদে। শনিবার বেলা ১১টা ৫ মিনিটে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহ রাখা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে ছিল দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। সেখানে বেলা দেড়টায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে মরদেহ নেওয়া হয় বনানীর নিজ বাসায়। এরপর আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহ গতকাল বনানীর বাসা থেকে জন্মস্থান সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয় বেলা পৌনে তিনটায়। রোববার সিলেটে মা-বাবার কবরে শায়িত হন মুহিত।

সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মাল আবদুল মুহিতকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রস্তুত করা হয় মঞ্চ। রোববার দুপুর ১২টায় আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহে সিলেটের সব মহলের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হয়।

আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৩৪ সালের ২৫ জানুয়ারী সিলেট শহরের ধোপাদীঘির পাড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সিলেট জেলা মুসলিম লীগের কর্ণধার আবু আহমদ আবদুল হাফিজ ও সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরীর ১৪ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান মুহিত। স্ত্রী সৈয়দা সাবিয়া মুহিত একজন ডিজাইনার। তিন সন্তানের মধ্যে কন্যা সামিনা মুহিত ব্যাংকার ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ। বড় ছেলে সাহেদ মুহিত বাস্তুকলাবিদ এবং ছোট ছেলে সামির মুহিত শিক্ষক।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর সময় সাবেক অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন তাঁর একসময়ের মন্ত্রিসভার সহকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন, দেশের রাজনীতিতে সৎ মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এত অসৎ মানুষের ভিড়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ছিলেন শতভাগ সৎ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে রেখেছেন অনন্য অবদান। ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। দেশের ইতিহাসে রেকর্ড ১২টি বাজেট দিয়েছেন মুহিত। দেশের অর্থনীতি যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, তাতে মুহিতের অবদান অনস্বীকার্য।

এ সময় প্রয়াত মুহিতের ছোট ভাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, 'ওনার জীবনে কোনো অপ্রাপ্তি ছিল না। তৃপ্তি নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দেশকে অনেক কিছুই দিতে পেরেছেন।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আ-মরা আমাদের অভিভাবক হারিয়েছি। আলোর দিশারি হিসেবে তাঁকে আমরা মিস করব।'

মুহিতের স্মৃতিচারণা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, এ দেশের রাজনীতিতে সৎ মানুষ বেশি নেই। তিনি শতভাগ একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ যে আজকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে; সব ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁর অনবদ্য ভূমিকা আছে।

শহীদ মিনারে মুহিতকে প্রথম ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। দলটির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাউদ্দিন ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তাঁর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কবির আহমেদ কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিনের পক্ষে সংসদের সার্জেন্ট অ্যাড আর্মস কমোডর এম নাইম রহমান শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা জানাতে এসে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। ওই সময় তিনি প্রবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। প্রবাসীদের প্রচেষ্টা না থাকলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি আন্দোলন সম্ভব ছিল না। সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, ছাত্র হিসেবে, চাকরিজীবনে এমনকি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে সবখানেই তিনি তাঁর কাজটি সফলভাবে করেছেন। তাঁর জীবনে কোনো আক্ষেপ ছিল না। তাঁর মতো সফল মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'আমি সংস্কৃতিমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর কাছে যতব-ারই গেছি, ততবারই তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। দেশের সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি জাতির চিন্তাভাবনাকে ধারণ করেছেন। সেটি বাস্তবায়নও করেছেন।' সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মুহিতের মতো মানুষ বর্তমান সমাজে খুবই কম। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ প্রণয়নে সাবেক অর্থমন্ত্রীর বড় ভূমিকা ছিল। এক বিরল ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ বলেন, 'যেকোনো বিষয়ে তিনি অনেক গভীরে যেতেন। বাজেটে যার প্রতিফলন দেখতাম। দেশের অর্থনীতি আজ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, তাতে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে।' বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী বলেন, 'এই যে ছয় লাখ কোটি টাকার বাজেট দেখছি, সেই স্বপ্ন কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন।'

সর্বজন শ্রদ্ধা শেষে ভাষাসৈনিকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। সেখানে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে অর্থমন্ত্রীর ছোট ভাই ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, 'রোববার সিলেটে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। পারিবারিক কবরস্থানে দাফন দেওয়ার কথা তিনি বলে গেছেন। সেখানে আমাদের মা-বাবা ও দাদা শায়িত আছেন।'

এদিকে সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মাল আবদুল মুহিতকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রস্তুত করা হয় মঞ্চ। রোববার দুপুর ১২টায় আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহে সিলেটের সব মহলের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হয়। সিলেট সিটি করপোরেশনের শ্রমিকদের শনিবার বিকেল থেকে শহীদ মিনারের অভ্যন্তরে পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে দেখা গেছে।

রোববার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত আবুল মাল আবদুল মুহিতের মরদেহে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বেলা দুইটায় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে রায়নগর এলাকার পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন অনুষ্ঠিত হয়। কবরের স্থান নির্ধারণ করা হয় মা সৈয়দা শাহারা বানু চৌধুরী ও বাবা আবদুল হাফিজের কবরের পাশে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রি নেন আবদুল মুহিত। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। পরের বছর একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। আবুল মাল আবদুল মুহিত ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। ছাত্রজীবনে সলি-মুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (সিএসপি)। সিএসপিতে যোগ দিয়ে তিনি ওয়াশিংটন দূতাবাসে পাকিস্তানের কূটনীতিকের দায়িত্ব নেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে ২০১৬ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে।

সাবেক অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুতে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ দুই দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অংশ হিসেবে শনি ও রোববার আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী কালো ব্যাজ ধারণ করবেন।

আজ ঈদুল ফিতর

(প্রথম পাতার পর)

উদযাপিত হবে সোমবার।

দেশটির জনপ্রিয় দৈনিক খালিজ টাইমস বলছে, শনিবার শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। যে কারণে আগামী ২ মে ঈদুল ফিতর পালিত হবে এবং ১ মে রমজান মাসের শেষ দিন। এদিকে সৌদি আরবের চাঁদ দেখা না দেখার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য বেশ আগ্রহের। সাধারণত সৌদি আরবের পর দিনই বাংলাদেশ-ভারতে ঈদ পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে মঙ্গলবার (৩ মে) পবিত্র ঈদুল-ফিতর উদযাপিত হবে। এর আগে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শনিবার শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছিল আবুধাবি-ভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সেন্টার (আইএসি)।

শনিবার সকালে আইএসি জানিয়েছে, তারা রমজানের শেষদিকের অতিসরু চাঁদটি কোনোমতে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। যার অর্থ আজ (শনিবার) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা অসম্ভব হতে পারে।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, ইরান, ওমান, জর্ডান, মরক্কো এবং ঘানায় গত ৩ এপ্রিল থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়। এবার সবার আগে ঈদের দিন ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও কানাডা। সোমবার (২ মে) তিন দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। গালফ নিউজ শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এশিয়ার মধ্যে সবার আগে ঈদুল ফিতরের দিন ঘোষণা করেছে সিঙ্গাপুর। দেশটির মজলিস উগামা ইসলাম বা ইসলামী ধর্মীয় পরিষদ (এমইউআইএস) জানিয়েছে, সিঙ্গাপুরবাসী সোমবার (২ মে) ঈদ উদযাপন করবে।

অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল ঈদুল ফিতর উপলক্ষে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশটিতে রমজানের মাসের শেষ দিন হবে রোববার (১ মে) এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দিন, অর্থাৎ ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে সোমবার (২ মে)।

পার্লামেন্টে পর্নোগ্রাফি দেখার দায়ে এমপির পদত্যাগ

(প্রথম পাতার পর)

ইংল্যান্ডের ডেভন এলাকার এমপি নিল প্যারিশ বলেন, সংসদ কক্ষে বসে মোবাইল ফোনে ট্রাক্টরের ভিডিও দেখতে গিয়ে তিনি প্রথমবার ভুল করে পর্ন ভিডিও দেখে ফেলেন। পরে তিনি ইচ্ছে করেই সেগুলো আবার দেখেন বলে স্বীকার করেন প্যারিশ।

এই ঘটনা নিয়ে তদন্তের পর তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এমপির পদ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। প্যারিশ বলেন, আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল (পর্নসাইটে) দ্বিতীয়বার যাওয়া। সেটা ছিল ভীষণ ভুল একটি সিদ্ধান্ত। সারা জীবন আমাকে এই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। আমি ভুল করেছি। আমি বোকামি করেছি, আমি বোধবুদ্ধি হারিয়ে গিয়েছিল।

গত বুধবার এই ঘটনা সামনে আসে। এরপর গত শুক্রবার তার দল কনজারভেটিভ পার্টি প্যারিশকে সাম-য়িকভাবে বরখাস্ত করে। পার্লামেন্টে খোলামেলা যৌন দৃশ্য দেখার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

৬২ বছর বয়সি এই সংসদ সদস্য পার্লামেন্ট কক্ষে বসে যখন পর্ন দেখছিলেন তখন তার পাশে বসা দুজন নারী সহকর্মী বিষয়টি দেখে ফেলেন।

পরে পার্লামেন্টের একটি বৈঠকে নারী সংসদ সদস্যরা নিজেদের যৌনতা এবং হয়রানি বিষয়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলার সময় এই অভিযোগ তোলেন।

মদিনায় শাহবাজ বিরোধী স্লোগান

(প্রথম পাতার পর)

দূতাবাস গত শুক্রবারই জানিয়েছে শাহবাজ বিরোধী স্লোগান দেওয়া পাকিস্তানিদের আটক করা হয়েছে।

তবে সেই ঘটনা নিয়ে শনিবার মুখ খুলেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি এই ঘটনাকে 'জ-নপ্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমরানের দাবি, এটা তাদের (শাহবাজদের) কাজের ফল। ইমরান খান এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা মানুষকে বেরিয়ে আসতে বলিনি। জনগণই তাদের রাগ-ক্ষোভ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করছে। যাইহোক, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, তারা জনগণকে প্রকাশ্যে মুখ দেখানো ক্ষমতা রাখেন না।'

সৌদি যুবরাজকে আলিঙ্গনঃ কিসের

(প্রথম পাতার পর)

সালমানকেই দায়ি করেছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ। তবে সৌদি সফরকালে সেই সৌদি যুবরাজকেই আলিঙ্গন করে আগের সব বিভেদ ভোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন এরদোগান। এমনকি সৌদির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে অঙ্গীকারও করেছেন দুই নেতা। ফিয়ান্সিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

২০১৮ সালে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে খাসোগিকে হত্যার পর এই প্রথম সৌদি সফরে গেলেন এরদোয়ান। ওই হত্যাকা-ের ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়। সম্পর্কোন্নয়নে এরদোয়ান সৌদির কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

অবশ্য এরদোগানের সৌদি সফরের আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। চলতি বছরের এপ্রিলে খাসোগি হত্যাকা- সৌদি সন্দেহভাজনদের বিচার স্থগিত করে ওই মামলা সৌদি আরবে স্থানান্তর করে তুরস্ক। দীর্ঘদিন ধরেই ওই মামলা সৌদিতে হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে আসছিল রিয়াদ।

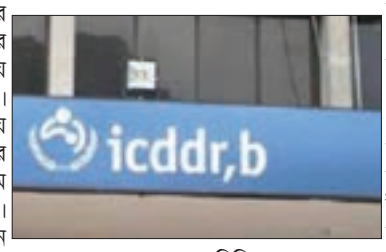
২০১৮ সালের ২ অক্টোবর ইস্তানবুলের সৌদি কনস্যুলেটে ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে হত্যা করে সৌদি গুপ্তচরেরা। পরে তার লাশ কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি তার দেহাবশেষের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমা বিশ্বে এমবিএস নামে পরিচিত যুবরাজ শুরু থেকেই হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

২৫ বছরে ঢাকায় সর্বোচ্চ ডায়রিয়া

*ডায়রিয়ার ৭৫ লাখ টিকা আসছে * প্রবাসীদের শরীরেও কলেরার জীবাণু*

ঢাকা ডেস্ক: ২৫ বছরের মধ্যে ঢাকায় সর্বোচ্চ ডায়রিয়া দেখা দিয়েছে। ঢাকার ডায়রিয়ার জীবাণু নেতিবাচক প্রভাব ছড়াচ্ছে বিদেশেও। এ কারণে এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে প্রধানমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, কলেরা বা ডায়রিয়ার প্রকোপ রোধে ১০ মে থেকে ১৫ মে মধ্যে ৭৫ লাখ কলেরা টিকা দেশে আসবে। এসব টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান কলেরা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভায় গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে।



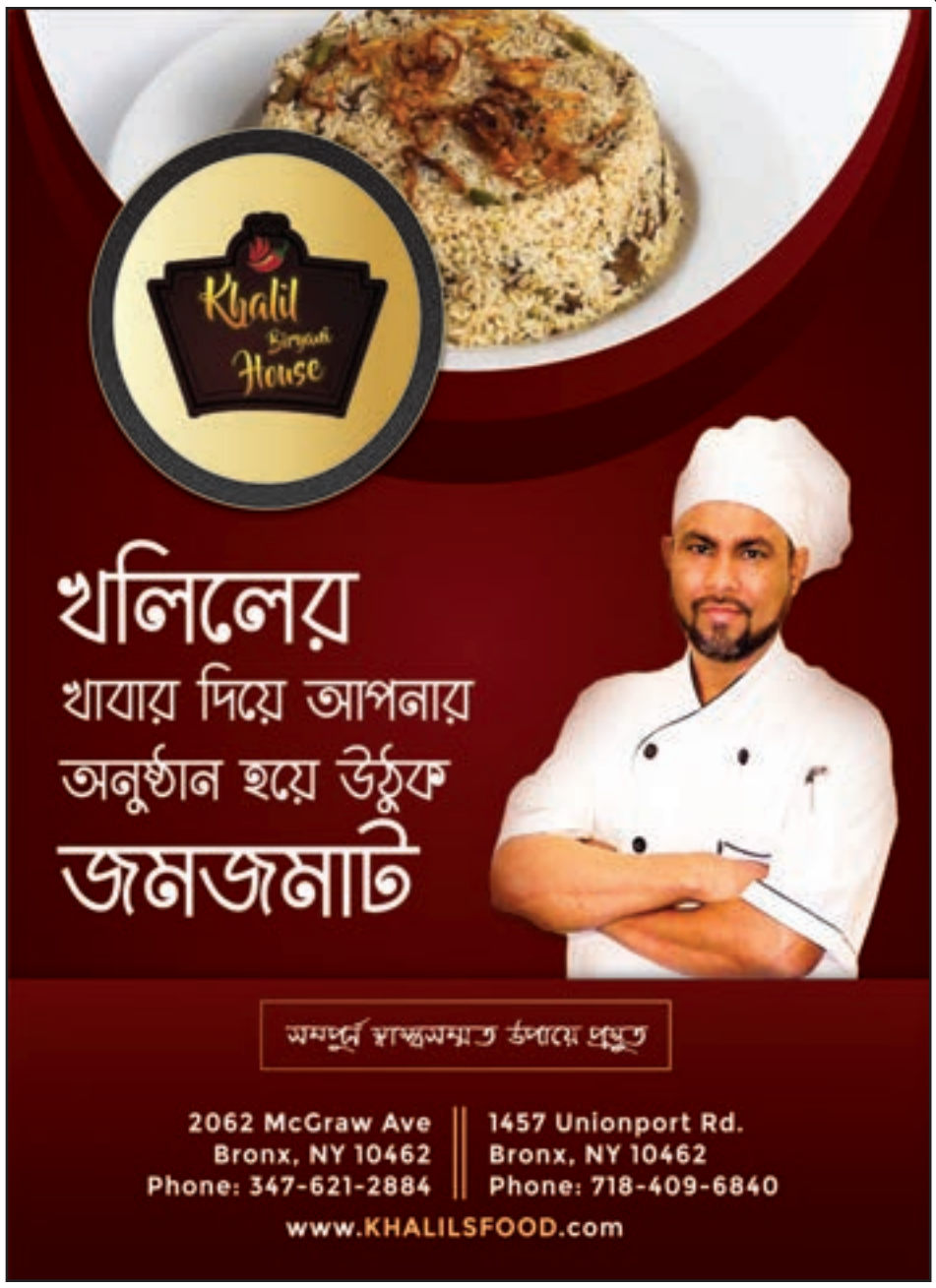
বিষয়টি নিয়ে আমিও বেশ কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেছি। আইসিডিডিআর,বি আইইডিসিআর, ডিজি হেলথ, ওয়াসার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। দেখা গেছে-ঢাকায় গত ২০-২৫ বছরের মধ্যে এরকম ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা যায়নি। ডায়রিয়া রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের ৭৫ লাখ কলেরা টিকা দিচ্ছে। এর দুটো ডোজ যিনি নেবেন তিনি তিন বছর পর্যন্ত কলেরা বা ডায়রিয়া থেকে মুক্ত থাকবেন। খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম আরও বলেন, গ্রীষ্মকালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ঢাকায় ডায়রিয়ার প্রকোপ এত বৃদ্ধি নিয়ে পর্যালোচনা করে কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা তদন্ত করে দেখলাম, ওয়াসার মূল পানির জায়গায় কোথাও ব্যাকটেরিয়া নেই। কিন্তু সঞ্চালন লাইনের বিভিন্ন জায়গায় লিকেজ হওয়ায় পানি দূষিত হচ্ছে। এসব লিকেজের বড় কারণ হলো-হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের জন্য অবৈধভাবে মেশিন দিয়ে পানি টানা। হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের লোকজন যথাযথভাবে পানি না নিয়ে লাইন লিকেজ করে পানি টেনে নিচ্ছে। এতে করে ওইসব লিকেজের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

ঢাকার প্রায় সব জায়গায় ডায়রিয়া হয়-জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল বলেন, কয়েকটি জায়গায় এবার একটু বেশি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কয়েকটি জায়গায় তারা পানি পরীক্ষা করে দেখেছেন- ক্লোরিনের কিছুটা স্বল্পতা আছে। ডায়রিয়া পরিস্থিতির জন্য এটাও বড় কারণ। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা দ্রুত ব্যবস্থার নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়া বাড়ির পানির ট্যাংক ঠিকমতো পরিষ্কার না করার কারণও একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সবাই যেন নিয়মিত ট্যাংক পরিষ্কার করেন সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও ওয়াসাকে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে।

দেশের অন্যতম আয়ের খাত প্রবাসী শ্রমিকদেরও হুমকিতে ফেলছে ঢাকার ডায়রিয়ার প্রকোপ। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতার থেকে জানানো হয়েছে-বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনের শরীরে ডায়রিয়ার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারা বলছেন, গ্রামের পানিতে ডায়রিয়ার জীবাণু নেই। কিন্তু গ্রামের মানুষ বিদেশে যাওয়ার আগে কয়েকদিন ঢাকায় থাকেন। তখন তাদের শরীরে ডায়রিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে। ওয়াসার পক্ষ থেকে বিভিন্ন হোটেলের পানি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যতটুকু বোঝা যাচ্ছে-যারা, হোটেল রেস্তোরাঁ ও মেসে খাওয়া-দাওয়া করেন তাদের বেশি ডায়রিয়া হচ্ছে।

মন্ত্রিসভায় 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন-২০২২' ও 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর আইন-২০২২'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা-২০২২'-এর খসড়াও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নীতিমালাটি স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়। তবে স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ে আগে থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তাই এ নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।









২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

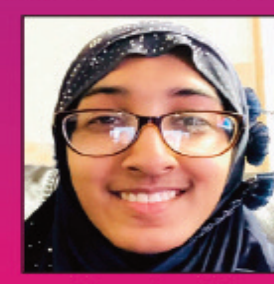


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



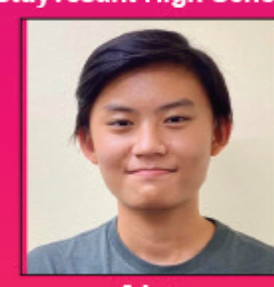
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S

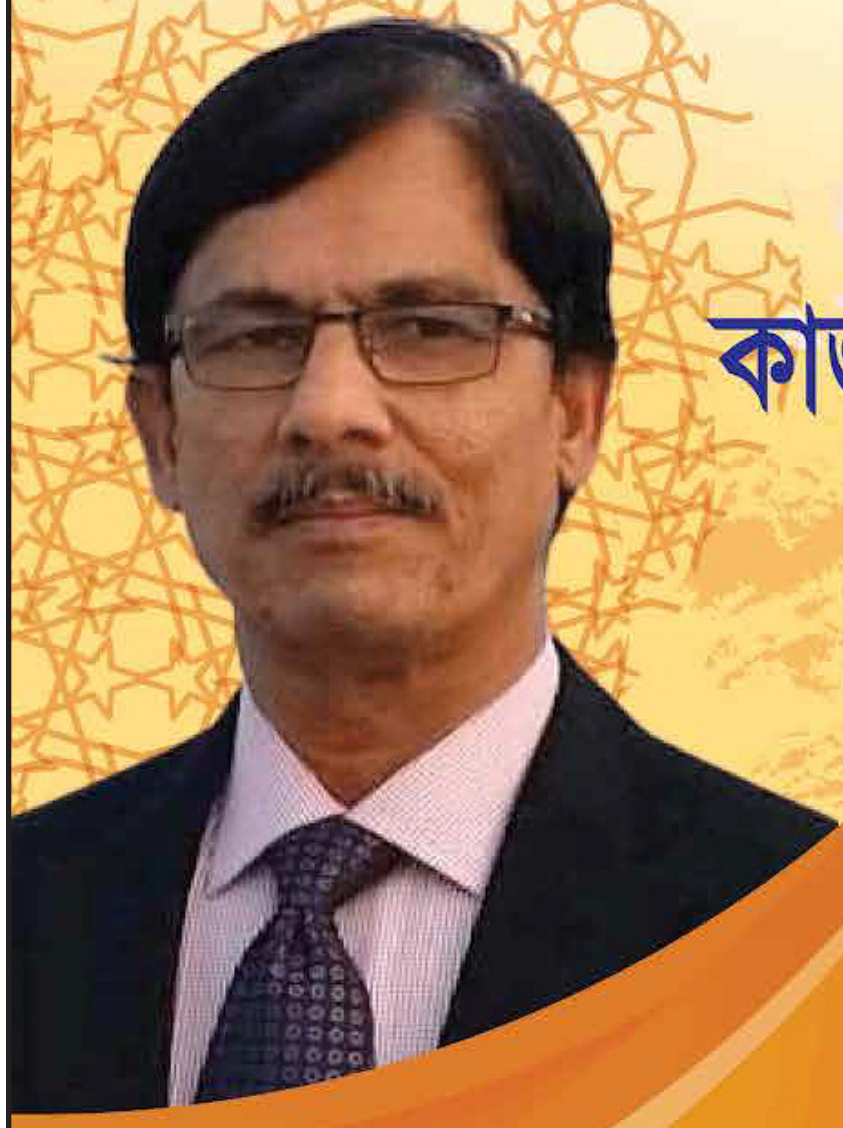


Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

" যারা জীবন ভরে রাখছে
রোজা, নিত্য উপবাসী
সেই গরীব ইয়াতীম মিসকিনে
দে যা কিছু মুফিদ
ও মন রমজানের ঐ রোজার
শেষে এলো খুশির ঈদ। "
ঈদ মোবারক

ঈদ মুবারক



কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন

সভাপতি পদপ্রার্থী
বাংলাদেশ সোসাইটি

সাবেক সভাপতি
মিরসরাই সমিতি ইউএসএ



সাহিত্য সাময়িকী

লুসাইয়ের আরাধনা
দুখু বাঙাল

যে-কবিতা জন্ম নিলে ভাস্কো দা গামার
মতো চোখে-মুখে ফুটে ওঠে
আবিষ্কারের আলোক-বিস্ময়-

যে-কবিতা পড়লে পরে ডোঙার লগির মতো
বুকের পলিতে শুধু
কাঁচা-কাঁচা দাগ বসে যায়-

যে-কবিতা উচ্চারণে সমুদ্রগর্জন এসে
নিমিষেই দীর্ণ করে
নৈঃশব্দের আতঙ্ক ও ভয়-

যে-কবিতা কানে এলে বৃষ্টিরা হয়ে পড়ে
ছন্দোহীন জলঝড়
উছলে ওঠে চোখের পাতায়-

আমি সেই এবড়ো-থেবড়ো পাষাণ-হৃদয়
এক লুসাইয়ের
আরাধনায় খোয়াই জপের মালা।

এখানে এলেই পর আলোর মিছিল শুরু,
বিনির্মাণ-তাজমহল
রাত্রি হয়- রাত্রি হয়ে যায়।

দ্রবণ
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

সবার মধ্যে আমি আলাদা।
তবুও আমি সবার সাথে
এক সাথে মিলে মিশে আছি।
এটাই হচ্ছে সংসার দ্রবণ।
আমাকে সাথে নিয়ে
সংসারের একটা স্বাদ হয়েছে তৈরি।
এই স্বাদ গ্রহণ করছে অন্যরা- সকলে।
এখন আমি যদি চলেও যাই
আমি যদি না থাকি এই সংসারে
তবু ক্ষতি কিছু নেই
আর একটা দ্রবণ হবে তৈরি আমাকে ছাড়া।
সে স্বাদও গ্রহণ করবে অন্যরা- সকলে।

সংসারের প্রচুর বিচ্ছেদ বেদনা
মাতৃবিয়োগ পিতৃবিয়োগ আত্মীয় বিয়োগ
আর নতুন নতুন পানের দ্রবণ
জলের সংসার।

কিছু বিষয়
মঈনুস সুলতান

ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফেরো-ভাবি তৈরি করবো
স্ফটিকস্বচ্ছ জগে সতেজ লেমোনেড-
সুগন্ধি ছড়ানো স্নিগ্ধ সবুজাভ,
তুমি তো ভালোবাসতে
সারিঘাটের দিকে পরীজ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া খোয়াব,
শিরোপীড়ায় কখনো চেয়েছে ইউক্যালিপ্টাসের নির্যাস
এই যে কাছে আসো- দূরে চলে যাও- এই প্রণত প্রণয়
বালুচরে দূর্গ গড়ে তোলার এই যুগ্ম পরিহাস,
রাতারগুলের জারুল বীথিকায় কাছাকাছি হেঁটে চলা
কিছু বিষয়- অবচেতনের জরুরি ঝর্ণাবাহার
এখনো হলো না তো বলা।

প্রেম
পলি শাহীনা

মিঠে রোদ, টিউলিপ, কোলাহলময় কফিশপ
এত এত অনুষঙ্গের ভীড়ে
কোন কিছুই তো নয় তোমারই মত
তুমি যেন এক অলৌকিক আলো,
এ নগর বুদ্বুদে যখন স্বপ্নের কথা বলো
ভ্রমান্ধ দুঃখগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়
মনে ঢেউ উঠে, নয়নে আলো জ্বলে
একটানা ভীড় অন্ধকার সরে যায়
বুকের আশ্চর্য পাথর নেমে যায়
কী এক মায়া নিয়ে পাখি ডাকে
বুকের আদরে প্রজাপতি ওড়ে
অক্সিজেনের আধিপত্য শ্বাসপ্রশ্বাসে।

প্রাণের ভেতর প্রাণ, জীবন এবং আনন্দ
দূরন্ত হাওয়া, আমার ছায়ায় দুলছ তুমি
আমি মুগ্ধ হয়ে সে আলোক প্রপাত দেখি।

ঘাসচাষি
হাশিম কিয়াম

পেছন দিকে ছুটতে থাকা
সময়-ঘোড়া দাবড়ানোর
কী প্রয়োজন! কী প্রয়োজন তার পিঠে চড়া
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কিং কোবরা ছোবলে
নীল হবার, আর পৃথিবী-কাঁপানো
গলাখাঁকারি দেওয়া যখন বুঝেছি কোথাও
ছিলাম না! থাকবোও না তারা হয়ে
কারুর চোখ জুড়াতে
যে-জীবনের ছায়া বাঁধা পড়েছে
মায়ার শিকলে, সে-ছায়ামাঠে বরঞ্চ
চাষ করি লকলকে শ্যামা ঘাস
ঘাসুড়িয়া, যদি খুঁজে পাও সে- ঘাস
ধরে নিয়ো, গবাদিপশুর জন্য ঝরিয়েছি আমি
এক ছায়া-জীবনের ঘাম।

টুকরো টুকরো মেঘ এক হয়ে
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

টুকরো টুকরো মেঘ এক হয়ে একটি
বিশাল ঝড়ের দৃষ্টিগোচরতা
ভালোবাসাহীন এক একটি দিন এক হয়ে
একটি জীবন রিক্ততায় বিলীন।

হৃদয়ের ঝংকার না শোনা এক একটি দিন
অব্যক্ত কলহ এক টুকরো ঋদ্ধ মেঘের আদি
ঝড় এলে তাই দেয়ালে ভাঙ্গন ঠেকিয়ে
টিকে থাকা কঠিন অসহায় বিলাপে কাতর।

একটি অসতর্ক অনুভূতিহীন বাক্যও তাই
এক টুকরো কালো মেঘের জন্ম দেয়
কঠোরে স্নাত চাহনিতে তমসাচ্ছন্ন আকাশ
আরো এক টুকরো মেঘের তৈরী হওয়া।

অপ্রাপ্তির আকুতি নিয়ে উৎফুল্ল হতে না
পারা কখনো ব্যর্থতা হতে পারে না
এক টুকরো কালো মেঘের উচ্ছন্নে যাওয়ায়
একটি জীর্ণ হাতে তাই অনুষঙ্গ নেই।

যার যার স্থিতিতে রুদ্র মেঘের গাঢ়তা
অবহেলায় অসাবধানে জন্ম দেয়া
নিজস্ব নিয়মে ঝড় তোলে চরাচর ভাঙ্গে
ভালোবাসাহীনতায় জলমগ্ন কাঙ্খিত নিলয়।

অনন্ত অচিন
বেনজির শিকদার

আজ বহুদিন-
মনোমালিন্যের অজুহাতে সময় গড়াচ্ছে।
থামিয়ে উত্তরাশা আবেগের খরস্রোত
ল্যাম্পোস্টের আলোয় পুড়ছে শহর।
যে মরীচিকা প্রেমে সবিরাম জ্বর
গায়ে মেখে অমরত্বের প্রসাধনী অনন্ত অচিন;
পূর্ণমনোরথে সে বাজছে হরদম সারগাম হয়ে।

জীবনের উৎসবে মৃত আম্মি
জমিয়ে অনাগত দিনের সুখ, পূর্বাপর মায়া;
কনকদন্ডে উদ্ভ্রান্ত ভেসে যায় ভেষজ দাওয়াই।
রোজকেরে গল্পে ইনকিলাবি মন
মৃতরাও মরে যায় অসম দেনায়।

বেভুল বেনুতালে বইছে বাতাসের সাজোয়াল ঢঙ
পটের বিবির মতো রোলটানা খাতায় দাঁড়িয়ে
জীবন-আর্তনাদের বকেয়ায় কতো আয়োজন;
অতিলৌকিক উদ্বিগ্নতায় ভেঙে হৃদয়ের পাড়
অব্যক্ত বেদনার গাছে বিষাদের পাখি হয়ে গেছে লীন।

আজ বহুদিন-
মগ্ন একাকীত্বে পুষে জন্মান্তরের হিসেব
একপেশে জরাজীর্ণতায় তুমি আমি ভালোবাসাহীন।

NYC পাবলিক স্কুলগুলো
আপনার ভাষায় কথা বলে

আপনার সন্তানের স্কুল থেকে ভাষাগত পরিষেবা অনুরোধ করুন!

আরো তথ্যের জন্য অথবা ভাষাগত পরিষেবা বা ল্যাংগুয়েজ সার্ভিসেস সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে, দেখুন:

schools.nyc.gov/Hello

NYC Department of Education
Translation and Interpretation Unit

Shah GROUP

শাহ্ গ্রুপের ১৮ বছর পূর্তি।

সুদীর্ঘ এই পথচলায় আমাদের সহযাত্রী, কলাকুশলী,
শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ ও বন্ধুদের ভালোবাসায়
আগামী দিনগুলো ছন্দময় হোক।

আমাদের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

Shah GROUP -এর উপদেষ্টা


মোতাহার হোসেন (এম পি)


ড. শাহজাহান মাহমুদ


এ কে এম ফজলুল হক


মইনুল ইসলাম


ফাহাদ সোলায়মান


সুমেশ সি দাস

Shah GROUP -প্রতিষ্ঠা করেছেন যারা


শাহ্ জে. চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা


হোসনেয়ারা চৌধুরী
সহ-প্রতিষ্ঠাতা


ফৌজিয়া জে. চৌধুরী
সহ-প্রতিষ্ঠাতা

+1 (212) 920-0700,
+1 (917) 547-2304

sjnycusa@gmail.com,
shahgroupny@gmail.com

www.shahgroup.us

সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ

শিক্ষামন্ত্রীর ভাইসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে ডিসির মামলা



ঢাকা ডেস্ক: চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার ৪৮ একর সরকারি সম্পত্তি প্রতারণার মাধ্যমে রেজিস্ট্রি দলিল সৃষ্টি করে মালিকানা হস্তান্তর করার অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর বড় ভাই ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. জেআর ওয়াদুদ টিপুসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

চাঁদপুরের সহকারী জজ মো. মহিউদ্দিনের আদালতে জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশের পক্ষে মামলাটি করেন সরকারি কৌঁসুলি মো. আব্দুর রহমান। তিনি জানান, আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন। ৩১ মে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

মামলায় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির বড় ভাই চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ ওরফে টিপুকে মামলার ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে।

গ্রহীতা হিসাবে জমি দখলে নেওয়ার কারণে মামলায় প্রথম পক্ষের বাকি বিবাদীরা হলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আহমেদ, হুমায়ুন কবির পাটওয়ারী, মুনছুর আহম্মদ ও শিক্ষামন্ত্রীর চাঁদপুর প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন।

সাফ কবালা ও দানপত্রমূলে জমিদাতা হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাদী করা হয়েছে হাইমচরের মৃধারকান্দি এলাকার আ. ফারুক সরদার, আবুল সরদার, ঢাকা মিরপুরের নুর মোহাম্মদ, মাসুম হোসেন, শরীয়তপুরের গোসাইরহাটের পিয়ারা বেগম, আকলিমা বেগম, তছলিমা বেগম, সুমন মিয়া হৃদয়, ফাহিমা আক্তার, শরীফ মিয়া, হাইমচরের নূর মোহাম্মদ, লক্ষ্মীপুরের জয়নাল আবেদীন মোল্লা, মিরপুরের মাজেদা বেগম, নাছির মৃধা, মো. রাসেল, হাসিনা আক্তার, শাহীনা বেগম, মোহাম্মদপুরের মো. সালাউদ্দিন ও ফিরোজ ইকবাল। তৃতীয় পক্ষের বিবাদী করা হয়েছে হাইমচর উপজেলার সাবেক সাবরেজিস্ট্রারকে। স্থানীয় প্রশাসন জানায়, ইতোমধ্যে তৎকালীন সাবরেজিস্ট্রার অসীম কল্লোলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ১৯৫০ সালে নদীতে জেগে ওঠা জমি পরবর্তী সময়ে সরকারি স্বত্ব স্বার্থ বজায় রেখে কৃষকদের মধ্যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

কিন্তু চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ হাইমচর আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে হাইমচরের ৪ নম্বর নীলকমল ইউনিয়নের বাহেরচরে ৪৮ দশমিক ৫২ একর (৪ হাজার ৮৫২ শতাংশ) জমি হাইমচর সাবরেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় ভুয়া দলিল মূলে মালিকানা নেন।

পরে সেখানে মাছের ঘের, গবাদিপশুর খামার ও সবজিবাগান গড়ে তোলেন। বিষয়টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে খাসজমি উদ্ধারে আদালতে মামলা করল জেলা প্রশাসন।

চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক গত বছরের ৩১ আগস্ট এ মৌজার জরিপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে চিঠি দেন। নালিশি ভূমিতে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাদীদের কোনো প্রকার স্বত্ব স্বার্থ ছিল না, এখনো নেই। রিসেটেলমেন্ট মোকদ্দমামূলে সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে তাদেরকে শুধু ভোগ-দখল করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষের বিবাদীরা এই ভূমির প্রতি অন্যায় ও বেআইনিভাবে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের বিবাদীদের বিভ্রান্ত করে হস্তান্তর করে বলে বাদীপক্ষ সম্প্রতি জানতে পারে। হস্তান্তরের এমন কোনো অধিকার তাদের নেই।

নালিশে আরও উল্লেখ করা হয়, এ ৪৮ একর সম্পত্তিগ্রহীতা বিবাদীরা এবং অপর বিবাদীরা দাতা হিসাবে হাইমচর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে দলিলগুলো সৃজন করায় সরকারপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাই এ দলিলগুলো যোগসাজশে, তঞ্চকতামূলক হওয়ায় তা অকার্যকর ও বাতিল করার আবেদন জানানো হয়। সেই সঙ্গে মোকদ্দমার খরচ ও ক্ষতিপূরণও চাওয়া হয়েছে।

চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দাউদ হোসেন চৌধুরী বলেন, আমরা মামলা করেছি সরকারি সম্পত্তি সরকারের কাছে নিয়ে আসার জন্য। এ মামলায় ৫ জন জমিগ্রহীতা, ১৯ জন জমিদাতা এবং একজন সাবরেজিস্ট্রারকে বিবাদী করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা ৪৮ একর জমির দলিল পেয়েছি, শুধু এ জমি উদ্ধারেই মামলা হয়েছে। তারা আরও জমি নিয়েছে কি না বা আরও বেশি দখল করেছে কি না, তা এখানে আসেনি।

সাবরেজিস্ট্রারকে বিবাদী করা সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি জানেন এখানে জরিপ হয়নি। এগুলো সরকারি জমি। তারপরও তিনি কীভাবে রেজিস্ট্রি করলেন। যদি আমরা রায় পাই, তখন তো এ দলিলগুলো বাতিলের জন্য তাকে আদেশ দেবে।

সাবেক সাবরেজিস্ট্রার অসীম কল্লোল সম্পর্কে তিনি বলেন, আগে যে সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন, তিনি আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ায় আমরা ইতোমধ্যে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ঈদে অতিথি আপ্যায়নে

(শেষের পাতার পর)

আনন্দের অন্যতম অনুসঙ্গ হলো বাড়িতে অতিথির আগমন। নাগরিক ব্যস্ত জীবনে ঈদে যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, সেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডায় মেতে ওঠতে পারাটাই খুব আনন্দের। বছরের প্রথম ঈদ উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতেই থাকে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে মুখরোচক বিভিন্ন খাবারের আয়োজন। পাশাপাশি অতিথি আপ্যায়নের জন্য আনুষঙ্গিক সব ধরনের পূর্বপ্রস্তুতিও থাকে।

ঈদ মানে আনন্দ করে আড্ডা ও খাওয়াদাওয়া। যদিও করোনা এখন নেই বললেই চলে, তারপরেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। এতে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন আপনি ও আপনার কাছের মানুষেরা। ঈদে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো আজকাল শহরে বেশ প্রচলিত। অতিথি এলে কুশল বিনিময়ের পর বসার ঘরে নিয়ে বসানোর পর আপ্যায়ন করুন মজার সব খাবারে। অনেকে ঘরে রঙিন বাতি ও মিউজিকের মাধ্যমে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকেন।

রমজানের এক মাস সবাই কমবেশি অতিরিক্ত তেল ও মসলা জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন। তাই ঈদের সকালে অতিথি আপ্যায়নে ভারী খাবার না রাখাই ভালো। হঠাৎ ভারী খাবার খেলে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঈদে অবশ্যই অতিথিদের সেমাই দিয়ে প্রথমে আপ্যায়ন করুন। অনেক রকম সেমাই এখন সবাই তৈরি করে থাকেন ঈদ উপলক্ষে। পরিবেশন করতে পারেন অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় খাবার দিয়েও। কেউ কেউ মিষ্টি খাবার কম পছন্দ করলে তাদের জন্য চটপটি, নুডলস, কাটলেট বা কাবাবের ব্যবস্থা রাখতে পারেন।

এবারের ঈদে গ্রীষ্মের দাবদাহ থাকছে তাই অতিথি এলে তাকে ফলের শরবত দিতে পারেন। দুপুরে মেন্যুতে পোলাও, খিচুড়ি, বিরিয়ানি, কোরমা, গুরু-খাসির রেজালা, মুরগির রোস্ট, কাবাব যাই থাকুক না কেন, চেষ্টা করবেন পরিমিত তেল-মসলা দিয়ে রান্না করতে। ডেজার্ট আইটেমে পায়েস, জর্দা ছাড়াও রাখতে পারেন ঘরে তৈরি বোরহানি। এটি কোমল পানীয়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।

সকাল-দুপুর, বিকেল-সন্ধ্যা কিংবা রাতে অতিথির জন্য ঘরকে সাজিয়ে রাখতে হবে। ঈদে ঘরের পরিবেশ সুন্দর ও মনোরম রাখার দায়িত্ব কিন্তু পরিবারের সব সদস্যের। ফুল, হালকা রঙের পর্দা, রঙিন বাতি, নকশা আঁকা বিভিন্ন কিছু দিয়ে ঘরকে সাজিয়ে রাখুন যাতে অতিথির সঙ্গে গল্পে, আড্ডায় সবাই খুশির আমেজ পায়।

বিকালে, সন্ধ্যায় অতিথি এলে খাবার দেওয়ার তোড়জোড় না করে বরং কুশল বিনিময় করুন। চটপটি, হালিম, নুডলস, ভেজিটেবল রোল, চিজ বল, কাবাব, চিকেন নাগেটসের মতো খাবারগুলো দিতে পারেন। শেষে চা বা কফি বাড়িয়ে দিতে পারে আড্ডার সৌন্দর্য। রাতে অতিথি আপ্যায়নে ভারী খাবার প্রস্তুত রাখতে পারেন। বিরিয়ানি, মাংসের ভিন্ন ধরনের পদ ছাড়াও খাবার শেষে মিষ্টি বা টক দই রাখতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বমানের

(শেষের পাতার পর)

এরপর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও (সিপিএল) দল কেনেন তিনি। সেই ধারাবাহিকতায় এবার যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটেও (এমএলসি) বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন বলিউড বাদশাহ খ্যাত এই অভিনেতা।

নাইট রাইডার্স গ্রুপের যৌথ মালিক শাহরুখ খান। সিপিএলে তাদের দলের নাম ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। এবার যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করারও উদ্যোগ নিয়েছে তারা। সাউদার্ন ক্যানিফোর্নিয়ায় স্টেডিয়াম বানানোর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। স্টেডিয়াম তৈরি করা নিয়ে ভীষণ উচ্ছাস প্রকাশ করেছে কেআরজি ও এমএলসি। ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের আরভিন শহরের প্রশাসকদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে এমএলসি। গ্রেট পার্ক সেখানেই অবস্থিত। এমএলসি শুক্রবার ঘোষণা করেছে, স্টেডিয়াম নির্মাণের অনুমোদন লাভ করেছে তারা ।

দশ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়ামটির অবস্থান লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। এটি নির্মাণে খরচ হবে ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

আগামী ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। সেজন্য আইসিসির অনুমোদন পাওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগে স্টেডিয়ামটির বানাতে আত্মবিশ্বাসী এমএলসি। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি দল থাকবে। তারা স্টেডিয়ামটিকে হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করবে।

ঈদের নামাজ পড়ার

(শেষের পাতার পর)

নামাজও ওয়াজিব। ঈদের নামাজ মাঠে-ময়দানে পড়া উত্তম। শহরের মসজিদগুলোতেও ঈদের নামাজ জায়েজ আছে। (বুখারি : ১/১৩১, ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৫, ১/৫৫৭)

সূর্য উদিত হয়ে এক বর্শা (অর্ধহাত) পরিমাণ উঁচু হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঈদের নামাজের সময় বাকি থাকে। তবে ঈদুল ফিতরের নামাজ একটু দেরিতে পড়া সুন্নত; যেন নামাজের আগেই বেশি থেকে বেশি সদকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদির : ২/৭৩, আল মুগনি : ২/১১৭)।

নামাজের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে মনে নির্দিষ্ট করতে হবে যে আমি এ ঈদের নামাজ কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পেছনে অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সঙ্গে আদায় করছি।

ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবির ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমা ও ছানার পর তিন তাকবির। দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার আগে তিন তাকবির। এ তাকবিরগুলো বলার সময় ইমাম-মুক্তাদি সবাইকে হাত ওঠাতে হবে। তৃতীয় তাকবির ছাড়া প্রত্যেক তাকবিরের পর হাত ছেড়ে দিতে হবে। কেউ যদি এ তাকবিরগুলো না পায় তাহলে সে রুকুতে থাকা অবস্থায় আদায় করে নেবে। কারো পূর্ণ এক রাকাত ছুটে গেলে সে দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর তাকবিরগুলো আদায় করে নেবে। কিরাতের আগে আদায় করারও সুযোগ আছে। নামাজ শেষে খুতবা প্রদান ইমামের জন্য সুন্নত; তা শ্রবণ করা নামাজির জন্য ওয়াজিব। (ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৯, ৫৬০)।

কারো ঈদের নামাজ ছুটে গেলে শহরের অন্য কোনো জামাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পরিশেষে যদি নামাজ ছুটেই যায় তাহলে এর কোনো কাজা নেই। তবে চার রাকাত এশরাকের নফল নামাজ আদায় করে নেবে এবং তাতে ঈদের নামাজের মতো অতিরিক্ত তাকবির বলবে না। (ফাতাওয়া শামি : ১/৫৬১)

ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক

(শেষের পাতার পর)

সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা ইফজাল আহমেদ চৌধুরীর বড় বোন রওশন আরা চৌধুরী (রুশনা) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বাংলাদেশ সময় ভোর তিন ঘটিকার সময় সিলেট শহরের নিজ বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৩। তিনি নিঃসন্তান এবং স্বামীহারা ছিলেন।

ইফজাল আহমেদ চৌধুরী জানান, তিনি বার্ধক্যজনিত নানা অসুখ-বিসুখে ভুগছিলেন। শনিবার ভোররাতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পরিবারের ১১ ভাই-বোনের মধ্যে বড় ছিলেন। তার নামাজে জানাজা শনিবার বাদ যোহর সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার রসুলপুল গ্রামের বাড়ীর সামনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মরদেহ পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: কমিউনিটির পরিচিত মুখ বেলাল আহমেদ চৌধুরী ও ইফজাল আহমেদ চৌধুরীর বড় বোনের ইন্তকালে ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম

(শেষের পাতার পর)

সম্পাদক, সাংবাদিক, এডিটরসহ সকলেই যোগ দেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৬ এর কাউন্সিলওমেন জুলি উন, কুইন্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাইরেক্টর ইভি হ্যান্ড টু পুলুস এবং আরব-আমেরিকান সংগঠনের সালমা আহমেদও অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি শেখ সিরাজুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও এমদাদ চৌধুরী দিপু, সাবেক কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, আব্দুল কাদের, টাইম টেলিভিশন-এর নিউজ প্রেজেন্টার সামিয়া জাহান মুন, 'আশার বাণী' অনুষ্ঠানের হোস্ট ডেভিড সরকার, রিপোর্টিং বিভাগের মুশফিকুর রহমান অন্তু, মার্কেটিং বিভাগের ফারুক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সমাজকর্মী খশরুল আলম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মাসুদুল হক সানু, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও ইফতার পার্টিতে যোগ দেন।

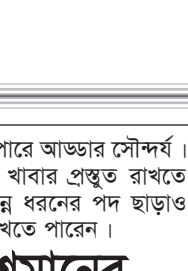
চাঁদ রাতে জমজমাট জ্যাকসন হাইটস

(শেষের পাতার পর)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অস্থায়ী দোকানে জমজমাট হয়ে উঠে। পোশাক পরিচ্ছেদের দোকান ছাড়াও মেহেদী রাঙানোর পসরাও ছিলো চোখে পড়ার মতো।

জ্যাকসন হাইটসের মতো জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ, ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার প্রভৃতি এলাকার ফুটপাতেও ছিলো একই অবস্থা। মধ্য রাত পর্যন্ত চলে এসব দোকানে কেনাকাটা আর মেহেদী লাগানো।

অপরদিকে রোববার বিভিন্ন দোকানে ব্যাপক ভীড় লক্ষ্য করা যায়। ঈদের কেনাকাটার শেষ দিনে শেষ কেনাকাটায় কোথাও কোথায় ছিলো বিশেষ সেল। বরাবরের মতো এবারও মহিলাদের পছন্দ সালোয়ার কামিজ, লেহেঙ্গা আর পুরুষের পছন্দ পায়জামা-পাঞ্জাবীর সাথে কটি। কোন কোন নারীর পছন্দ শাড়ী থাকলেও ব্যস্তবতার প্রেক্ষিতে অনেকে শাড়ীর বদলে সালোয়ার কামিজ-ই পছন্দ করছেন। এদিকে হারুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে 'ওয়েলকাম টু জ্যকসন হাইটস আর 'ঈদ মোবারক' লেখা প্রদর্শনের পাশাপাশি আলোক সজ্জা করেছে। যা সকলে দৃষ্টি কাড়ছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



খোশ আমদেদ মাহে রামাদ্বান

সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর

শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বিশ্বব্যাংকের কাছে আরও ৫০০ কোটি ডলার চেয়েছে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএডিএ) থেকে আরও ৫০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী তিন বছরের জন্য এ অর্থ চাওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক মানিটারি ফান্ড (ব্যাংক-ফান্ড) এর বসন্তকালীন সভায় এ চাহিদার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল। বর্তমানে বাংলাদেশকে যে



পরিমাণ অর্থ দেওয়া হচ্ছে তার চেয়ে কম দেওয়া হবে না বলে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য এ তথ্য জানিয়েছেন। সপ্তাহকালের এ বৈঠক গত ২৪ এপ্রিল শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

আইডিএর তিন বছর মেয়াদি তহবিল পরিকল্পনার অধীনে বর্তমান মেয়াদে ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০২২ থেকে ২৫ অর্থবছরের জন্য আইডিএর প্যাকেজে ৯৩ বিলিয়ন ডলার তহবিল রয়েছে।

দারিদ্র্যতা নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ তহবিল থেকে সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। শূন্য বা সামান্য সুদে এ তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ৭৪টি দেশকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ইআরডির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সভায় বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সামস্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত, কোভিড মহামারি সাফল্যের সাথে মোকাবেলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও আর্থিক প্রণোদনা বাস্তবায়নে সরকারের কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নের বিষয়টি উল্লেখ করে আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে অন্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শফিউল আলম, অর্থ বিভাগ সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন।

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare



Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package





WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রেশ, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেল বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সহায়তা

মোমেন-জয়শঙ্কর বৈঠকে আলোচনা হয়নি



ঢাকা ডেস্কঃ র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ভারতের সহায়তা চাওয়া হলেও এ নিয়ে সফররত দিল্লির বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের কোনো আলোচনাই হয়নি। এমনটা দাবি করেছে বৈঠকে উপস্থিত দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্র। দিল্লির বিদেশমন্ত্রী ড. সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্করের সফর নিয়ে আগাম ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী মোমেন ভারতের সহায়তা চাওয়ার তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। গত ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জয়শঙ্করের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় মোমেনের। তার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন দিল্লির বিদেশমন্ত্রী। ওই বৈঠকদ্বয়ের ফল জানাতে আয়োজিত দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা ছিল মন্ত্রী মোমেনের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দিল্লি আদতে কি বলেছে? দুই মন্ত্রীর কাছে উন্মুক্ত ওই প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেননি ড. জয়শঙ্কর। ড. মোমেনের দিকে ইশারা করে মৃদু হাসির সঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, 'এই প্রশ্ন আপনারা ড. মোমেনকে করেন, তিনিই ভালো বলতে পারবেন।' অবশ্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী মোমেন ফ্লোর নেন। তিনি তার আগের অবস্থান অনেকটা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাংলাদেশ ও ভারত একসঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু কাজটা হচ্ছে কীভাবে, যেখানে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে প্রসঙ্গই উঠলো না- সেই প্রশ্ন রয়ে গেছে! চলতি সপ্তাহে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সাফ জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ আর জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হলে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে না। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগের ব্রিফিংয়ে বলেন, বিষয়টি ঠিক আছে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র দায়বদ্ধতা চাইছে, এই দায়বদ্ধতার ম্যাকানিজম র‍্যাবের অভ্যন্তরেই রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ এপ্রিল) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর মধ্যকার বৈঠক হয়। ইফতারের পূর্বে আধঘণ্টারও কম সময় স্থায়ী হয় ওই বৈঠক। পরে তারা যৌথ ব্রিফিংয়ে জানান, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো তাদের আলোচনায় এসেছিল। রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও এ দাবি করা হয়েছে। বলা হয়ে, ঢাকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তা চুক্তি সইয়ের তাগিদ দিয়েছে। জবাবে দিল্লির বিদেশমন্ত্রী কি বলেছেন বিজ্ঞপ্তিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। যৌথ ব্রিফিংয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। সরকার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতে এ সংক্রান্ত একটি চিঠিও হস্তান্তর করেছেন।

প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রী কবে নাগাদ দিল্লি সফর করতে পারেন? জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সুবিধাজনক সময়ে সফর করবেন বলে তারা আশা করেন। বিদেশমন্ত্রীর কাছে সম্পূরক প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য দিল্লি সফরটি চলতি বছরের মাঝামাঝি হবে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম লিখেছে। একইসঙ্গে এটাও বলা হচ্ছে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সরকার প্রধানের দিল্লি সফরটি তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যিই কি তাই? খোলাসা করে কোনো জবাব না দিয়ে দিল্লির বিদেশমন্ত্রী বলেন, সফরের সময়ক্ষণই তো এখনো ঠিক হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সুযোগ-সুবিধা মতো যাবেন। সুতরাং এর সঙ্গে অন্য কিছুকে যুক্ত করার বিষয়টি যে ভারত এখন ভাবছে না সেটা খোলাসা করার চেষ্টা করেন তিনি।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সহায়তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন দিল্লির মুখপাত্রও:

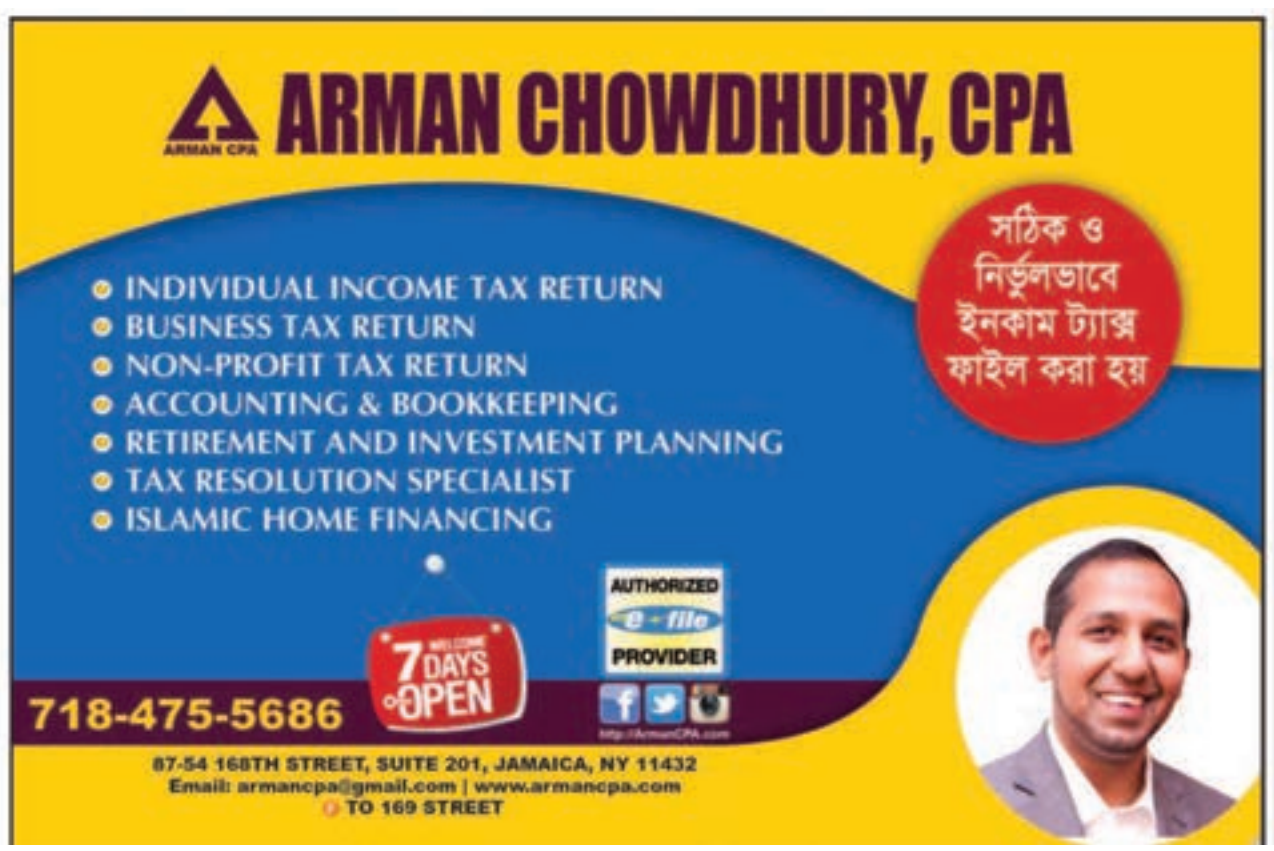
বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) কর্মকর্তাদের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দিল্লি কোনো সহযোগিতা করবে কিনা? সেই প্রশ্ন উঠেছিল দিল্লির রুটিন প্রেস ব্রিফিংয়ে। কিন্তু বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তা এড়িয়ে যান। বৃহস্পতিবার বিকালে নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী এ সংক্রান্ত প্রশ্নটি গ্রহণ করেন। তবে তিনি যে জবাব দেন তাতে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেননি। এর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন এ সপ্তাহেই মন্তব্য করেছিলেন, র‍্যাবের ওপর থেকে আমেরিকা যাতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় সে ব্যাপারে প্রতিবেশী ভারতের সাহায্য চেয়েছে বাংলাদেশ। যদিও তিনি এর বেশি কিছু ভেঙে বলেননি, তবে স্পষ্টতই তার ইঙ্গিত ছিল যেহেতু ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বেশ ভালো, সেই সুসম্পর্কটাকে কাজে লাগিয়েই নিষেধাজ্ঞাজনিত অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে চাইছে ঢাকা। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করেই দিল্লির সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্রের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ভারত কি সত্যিই বাংলাদেশের কাছ থেকে এ ধরনের কোনো অনুরোধ পেয়েছে? আর পেলে ভারত কীভাবেই বা সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছে? জবাবে অরিন্দম বাগচী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঢাকায় রয়েছেন। ওই সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেনের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি যখন কথা বলছিলেন ততক্ষণে ঢাকায় পৌঁছে গেছেন বিদেশমন্ত্রী। মুখপাত্র আর বলেন, মন্ত্রীর সফর অবস্থায় বিষয়টা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন বোধ করছি না। আমরা আগেই কোনো অনুরোধ পেয়েছিলাম কিনা, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হলো কিনা- সেটা বলাটা এখন ঠিক হবে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকটা হোক আগে। তারপরে না হয় দেখা যাবে আমরা কোনো ডিটেলস শেয়ার করতে পারি কিনা! তবে হ্যাঁ, আমরাও সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট দেখেছি যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের একটা মন্তব্য করেছেন। সেই সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র যোগ করেন, 'তবে এটাও বলার যে সত্যিই কোনো দেশ যদি আমাদের এরকম অনুরোধ জানিয়েও থাকে এবং তার ভিত্তিতে আমরা কোনো পদক্ষেপ নিয়েও থাকি- সেটা বোধহয় আমরা প্রকাশ্যে নাও জানাতে পারি। তাই বলবো, আপনারা বরং মি. জয়শঙ্করের ঢাকা সফর শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। দেখা যাক, আমরা আদৌ কিছু জানাতে পারি কিনা?

দিল্লির পর্যবেক্ষকদের বরাতে একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি সরাসরি স্বীকার না-করলেও মুখপাত্র একবারের জন্যও তা অস্বীকার করেননি। ফলে পর্দার আড়ালে দিল্লি ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছে, এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপঃ

এদিকে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, দেশ দু'টির মধ্যে ১৯৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আন্তঃসীমান্ত রুটগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। যদি দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, তবে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আসাম ও ত্রিপুরা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারবে।' বিকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর গণভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। বৈঠকে তারা দেশ দু'টির মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশগুলোর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। ভারতীয় মন্ত্রী বলেন, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা, কুশিয়ারা ও ফেনী নদীর পানি বণ্টন, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব আলোচনায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ভালো রয়েছে এবং জয়শঙ্কর বলেন, ভারতে স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এবং ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী এ সময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের জন্য ঢাকা সফরে এসেছেন দিল্লির বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে কুর্মিটোলায় বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স (বিএএফ) এর বঙ্গবন্ধু ঘাঁটিতে অবতরণ করেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন অতিথিকে স্বাগত জানান। এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৪টায় জয়শঙ্কর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠক হয়। পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সঙ্গে বৈঠক এবং তার সম্মানে আয়োজিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ইফতারে যোগ দেন। ওই ইফতার বৈঠকে মন্ত্রী, এমপি, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সিনিয়র সাংবাদিক এবং সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন।





চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বার্তা কক্ষের ইফতার পার্টি



















নজিরবিহীন, লজ্জাজনক বলছেন আইনজীবীরা

সুপ্রিম কোর্ট বারে নতুন মডেল

ঢাকা ডেস্ক: জটিলতার কারণে আটকে ছিল সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনের ফল ঘোষণা। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবী প্যানেলের প্রার্থী আবদুন নুর দুলালের চেয়ে বিএনপিপন্থি আইনজীবী সমর্থিত প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস কাজল বেশি ভোট পেয়েছেন এমন তথ্য আসার পর এ পদে আবার ভোট গণনার দাবি তোলা হয়। দেড় মাস এ পদের ফল ঘোষণা হয়নি। বুধবার এই পদের ফল ঘোষণা নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেলো সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচনের ব্যালট রাখা কক্ষ ভেঙে পুলিশ পাহারায় তা গণনা করে নিজেদের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করেছেন আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীরা। এই ঘটনাকে নজিরবিহীন এবং লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছেন সিনিয়র আইনজীবীরা। তারা বলছেন, এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। এটি আইন অঙ্গনে একটি খারাপ নজির হয়ে থাকবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি একটি নতুন মডেল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমরা সাবেকরা ফলাফল ঘোষণা করতে নির্বাচন কমিশনার এ ওয়াই মশিউজ্জামানের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি ফের দায়িত্ব নিতেও রাজি হলেন কিন্তু একটি পক্ষ মানলেন না। আমার দীর্ঘ আইনজীবী জীবনে বারের ফলাফল নিয়ে এমন ঘটনা ঘটেনি। সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বারের ফলাফল নিয়ে এমন ঘটনা আইনজীবীদের জন্য নজিরবিহীন, লজ্জাজনক বলে মনে করেন তিনি। এখন দেশে তো আর কোনো ইলেকশন নেই। সুপ্রিম কোর্ট বারে নির্বাচন হতো, কারও অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সেটাও এখন বিতর্কিত হলো। সিনিয়র এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, যেভাবে সুপ্রিম কোর্ট বারের ফলাফল ঘোষণা করা হলো তা আইন অঙ্গনে নজিরবিহীন হয়ে থাকবে। এটা সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবীদের জন্য লজ্জাজনক। এক বছরের জন্য বারের কমিটি হয়। এরপরেও এমন একটি কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলো। যা মোটেও কাম্য ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট বারের এই ফলাফল নিয়ে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের কাছে জানতে চাইলে তারা সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এমন ঘটনা তাদের দীর্ঘ আইনজীবী জীবনে দেখেননি।

মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেন, সুপ্রিম কোর্টের একজন নিয়মিত আইনজীবী হিসেবে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি কোনো প্রার্থীকে জোর করে পদ দখল করার জন্য সম্মতি দেইনি। কোনো দলের পরিচয়ে কোর্ট অঙ্গনে মারামারি করার সম্মতি দেইনি। সাধারণ আইনজীবীদের মতামতের মূল্য না দিলে বার টিকবে না। এর আগে আরেক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন হওয়ার পর ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই পুনঃগণনার দাবি জানান একজন প্রার্থী। বিশৃঙ্খলার কারণে ভোট গণনা যেমন শেষ হয়নি তেমনি ফলাফল ঘোষণাও হয়নি। এদিকে নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ। এখন পুনরায় নির্বাচন দেয়া ছাড়া গতি নেই। এর বাইরে যাই হোক না কেন তা হবে বেআইনি। পুনরায় নির্বাচন হলে যারা ঝামেলা পাকিয়েছেন তারা দুই থেকে তিন হাজার ভোটে ফেল করবেন আশঙ্কা প্রকাশ করে পুনরায় ভোটের দিকে যাবেন না তারা। আইন নিশ্চিত করতে যারা কাজ করেন তারা নিজেরা কতোটা বেআইনি আচরণ করেন তা দেখার জন্য অপেক্ষায় আছি। পেশায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান যা অবশিষ্ট ছিল তা শেষ হয়ে গেল।

সিনিয়র আইনজীবী মহসিন রশিদ বলেন, এটি কোনো সমস্যাই ছিল না। একটি সাধারণ সভা ডেকে নতুন একটি কমিটি করা যেত। এরপর তারা সব পদের ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করতে পারতেন। এমন পরামর্শ আমরা দিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগ-বিএনপি সমর্থিত আইনজীবী নেতারা তা করেননি। এটি করলে আজ সুপ্রিম কোর্ট বারের ফলাফল নিয়ে এমন কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত হতো না।

সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা আমি আমার জীবনে তো দেখিইনি, আমার দাদার জীবনেও দেখিনি। এতবড় কান্ড ঘটে গেল। বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু এই অবস্থাতেও আমরা প্রধান বিচারপতির কোনো ভূমিকা দেখি নাই। প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে সুয়োমটো রুল জারি করা উচিত ছিল। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে সাহস না পায়। তিনি বলেন, তারা সুপ্রিম কোর্ট বারের একটা সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করেছে। আমাদের দাবি প্রধান বিচারপতির কাছে। আদালত খোলার পূর্বেই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একইসঙ্গে নির্বাচিত কমিটিকে পুনর্বহাল করার দাবি জানাচ্ছি। সবাই যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সেরকম একটা রুলিং আমরা প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে চাই।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের ল' রিপোর্টার্স ফোরামে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ২০২২-২৩ সেশনের নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপিপন্থি জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। একই সঙ্গে বারের সম্মেলন কক্ষের তালা ভেঙে ভোট পুনর্গণনা করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আব্দুন নূর দুলালকে সম্পাদক পদে বিজয়ী ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা।

এ সময় বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। একই সঙ্গে ভোট গণনার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। আগামী ৫ই মে'র মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা। এ ছাড়া ভোট পুনর্গণনা ও ফলাফল ঘোষণার বিষয়ে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে অনুসন্ধানের দাবি তোলেন তারা।



সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট এ জে মোহাম্মদ আলী বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যে অনভিপ্রেত আচরণ করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে নজিরবিহীনভাবে সন্ত্রাসী এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর ফলে বারের ৭৫ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অবিলম্বে সাংবিধানিকভাবে গঠিত নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করে এ অচলাবস্থা নিরসনের দাবি জানান এ জে মোহাম্মদ আলী। তিনি বলেন, আব্দুন নূর দুলালের অবৈধ প্রক্রিয়ায় সেক্রেটারির রুম দখলকে প্রত্যাখ্যান করছি। দলমত নির্বিশেষ সব আইনজীবীকে এর রিরুদ্ধে স্বোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা জয়নুল আবেদীন বলেন, আগামী ৫ই মে'র মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। তা না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে। সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব উদ্দিন খোকন একজন বিচারপতিকে দিয়ে এ ঘটনা তদন্ত দাবি করেন। এ ছাড়া এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব এডভোকেট মো. ফজলুর রহমান, সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, সাবেক সম্পাদক বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বারের সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সভাপতি এডভোকেট আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া, সদস্য সচিব গাজী মো. কামরুল ইসলাম সজল, ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী প্রমুখ।

বুধবার নিজেকে নির্বাচন পরিচালনা উপ-কমিটির নতুন আহ্বায়ক হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাত ১০টায় বারের ফল ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবী ফোরামের নেতা ওয়াজি উল্লাহ। তিনি দাবি করেন, আবদুর নুর দুলাল ২ হাজার ৮৯১ ভোট পেয়েছেন, অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রুহুল কুদ্দুস কাজল ২ হাজার ৮৪৬ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ, দুলাল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজলের চেয়ে ৪৫ ভোট বেশি পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেল থেকে সভাপতি পদে এডভোকেট মোমতাজ উদ্দিন ফকির, সহ-সভাপতি পদে মো. শহীদুল ইসলাম ও মোহাম্মদ হোসেন, সদস্য পদে ফাতেমা বেগম, সাহাদত হোসাইন রাজিব ও সুব্রত কুমার কুন্ডুকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেল থেকে সহ-সম্পাদক পদে মাহফুজ বিন ইউসুফ ও মাহবুবুর রহমান খান, ট্রেজারার মোহাম্মদ কামাল হোসেন, সদস্য ব্যারিস্টার মাহদীন চৌধুরী, গোলাম আক্তার জাকির, মো. মনজুরুল আলম সুজন ও কামরুল ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ফল ঘোষণার পরই সমিতির সম্পাদকের কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেন আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবীরা। সম্পাদকের চেয়ারে বসেন দুলাল। এ সময় আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবীরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে এই কক্ষে সম্পাদকের নামফলক পাল্টে রুহুল কুদ্দুস কাজলের বদলে আবদুন নূর দুলালের নাম সাঁটানো হয়।

গত ১৫ ও ১৬ মার্চ এক বছরের জন্য (২০২২-২৩ মেয়াদ) সভাপতি ও সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির ১৪টি পদে আইনজীবী প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়। ১৭ মার্চ রাতে ভোটগণনা শেষে ফল ঘোষণার মুহূর্তে আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীরা সম্পাদক পদে ভোট পুনঃগণনার দাবি জানান। এ নিয়ে হইচই-হট্টগোলের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা উপ-কমিটির আহ্বায়ক এ ওয়াই মসিউজ্জামানের পদত্যাগে ফল ঘোষণা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রায় দেড় মাসেও এ জটিলতার নিরসন না হওয়ায় এতদিন আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করা হয়নি।





মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি'র ইফতার মাহফিল ও যৌথসভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ এর কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ এর ইফতার মাহফিল ও যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্টে গত ২৫ এপ্রিল সোমবার অনুষ্ঠিত সভায় আগামী দিনের কার্যক্রমের ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা করা হয়। সভার শেষে উপস্থিত সবাই ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি তজম্মুল হোসেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন।

মাহফিল ও যৌথসভায় অন্যদের মধ্যে সংগঠনের উপদেষ্টা আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ, মিছবা মজিদ, মোস্তাক আহমেদ, আবদুল গফুর, দারাদ আহমেদ, মদববির আহমেদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ, টুটুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, সিনিয়র সহ সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলী, সহ সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ তরফদার, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ ফাহমি, ক্রীড়া সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, নির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল, শাহীন হাসনাত, কায়ছার আহমদ, জিল্লুর রহমান খান, শামীম আহমেদ, শাহীন আহমেদ, চৌধুরী মোমিত তানিম উপস্থত ছিলেন।

এতে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ড্রীম লাইটার-এর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: নন প্রফিট অর্গানাইজেশন 'ড্রীম লাইটার' আয়োজিত ইফতার পার্টি গত ২৫ এপ্রিল সোমবার নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ 'জয়া হলে' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনটির সদস্যবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সহ ড্রিম লাইটার এর এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং গভর্নিং কমিটির মেম্বাররা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড্রিম লাইটার এর ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর আবুল হায়াত। শুরুতে শিশু নাবিল হাসান পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করে শোনায়। মুনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মঞ্জুরুল হক।

'ড্রীম লাইটার' মেম্বার ও বাউল সাধক রেজাউল করিম তার বক্তব্যে বলেন, কোন প্রকার প্রত্যক্ষ অনুদান ছাড়া কিভাবে "ড্রিম লাইটার" শিশুদের জন্য কাজ করে চলেছে। ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে এতিম ও দরিদ্র শিশুদের প্রতিপালন ও সহায়তা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরেন। কবি, কলামিস্ট, সাহিত্যিক ও ড্রীম লাইটার চীফ এডভাইজার মাইন উদ্দিন আহমেদ কিভাবে ড্রীম লাইটার এর লভ্যাংশ দিয়ে বিভিন্ন দেশে গরিব শিশু এবং দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করা হয় সে বিষয়ে সবাইকে ধারনা দেন। এবং তিনি আগত সকল ড্রিম লাইটার মেম্বারদেরকে একটি করে বাচ্চা স্পনসর করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে আরো বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম,

ড্রীম লাইটার প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ডিএম সবুজ, তার গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্যে ড্রিম লাইটার এর মেম্বারদের জন্য ব্যক্তি জীবনে কিছু করণীয় ও পালনীয় সম্পর্কে কথা বলেন। অতঃপর তিনি ড্রিম লাইটার এর চাইল্ড প্রজেক্ট সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিভাবে একটি অসহায়, দারিদ্রতার শিকার বাচ্চাকে ড্রিম লাইটার চাইল্ড প্রজেক্ট এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিয়ে বৈশ্বিক মানবে রূপান্তর করা যায় তার পূর্ণ রোড ম্যাপ তুলে ধরেন এবং সবাইকে ড্রিম লাইটার এর সাথে থেকে, পাশে থেকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ড্রিম লাইটার এর মার্কেটিং ইন চার্জ সোনিয়া হক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

নিউইয়র্কে জাতীয়তাবাদী ফোরামের মাহফিল







নিউইয়র্ক: গত ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জ্যামাইকার পানসি রেষ্টুরেন্টে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএস-এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফোরাম সভাপতি ছাইদুর খান ডিউক-এর সভাপতিত্বে মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা নাজিম উদ্দিন আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জিল্লুরর হমান জিল্লু।

ফোরামের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মোঃ নূরুন্নবীর কোরান তেলওয়াত ও দোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোয়ায় মুসলিম বিশ্বেও সকলের সুখ-শান্তি কামনা করা হয়। এছাড়াও শহীদ জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়াসহ দেশনেত্রী বেগম খালেদ াজিয়া ও তারেক রহমানের শারিরীক সুস্থতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করেও দোয়া করা হয়।

ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি সহ অন্যান্যের মধ্যে জসিম উদ্দিন ভুইয়া ও মাকসুদুল এইচ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিত্রনপি, এর অংগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এবাদ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, পারভেজ সাজ্জাদ, হারুণ খান, আমানত হোসেন আমান, সোহরাব হোসেন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, শরিফুল খালিশদার মুহিত, বেলাল চৌধুরী, এএফএম মিজবাহউজ্জামান, মোঃ আসাদ ও মনির হোসেন সহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ফোরাম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ড. নুরুল আমিন পলাশ, ফারুক হোসেন মজুমদার, মাওলানা ওমর ফারুক, নাছিম আহমেদ, মাহবুবুর রহমান মুকুল, মোতাহার হোসেন, আব্দুল মান্নান হোসাইন, বাচ্চু মিয়া, বায়তুল্লাহ শাহিন, আব্দুল মান্নাফ তালুকদার, তরিকুল ইসলাম তুহিন, নজরুল ইসলাম, এলিজা আক্তার মুক্তা, নার্গিস আক্তার, মোঃ আমির হোসেন, শেখ জহির, আমজাদ হোসেন, আরাফাত হোসেন, মাহবুবুল হক রাজু, আদনান সিমান্ত, মো: হুমায়ুন, কামাল হোসেন, মো: কামরুল, মো: মাসুদ, আল আমিন ও মহসিন মাদবর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চিত্রনায়ক হেলাল খানের মাতৃ বিয়োগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাসাস কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য চিত্রনায়ক হেলাল খানের মাতা ইন্তেকাল করেছেন। গত ২৭ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৬টা ১৭ মিনিটের সময় নিউইয়র্কের একটি হাসাপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ১১ ছেলে-মেয়েসহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। জাসাস নেতা হেলাল খানের মায়ের ইন্তেকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও জাসাস কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহসভাপতি ও সাবেক উপদেষ্টা মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস এর সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হেলাল খানের মাতৃবিয়োগে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।



Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

দুর্গ শহর জেরুজালেম

(৪০ পাতার পর)

প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। ইসরাইলের মুসলিম বাসিন্দা এবং পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনীরা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ ও নামাজ আদায় করতে পারে। আবার অনেক সময় বাঁধাও দেওয়া হয়। এই বিধিনিষেধের মাত্রা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়। কখনও শুধু জুমার নামাজের সময় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। গাজার অধিবাসীদের জন্য বিধিনিষেধ অনেক বেশি কঠোর। ইসরাইল সরকারের দাবি, নিরাপত্তার কারণে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইতোমধ্যে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে।তাই দেরী না করে রওয়ানা দিলাম মসজিদ আল আকসার দিকে।

মাগরিবের নামাজের পুরো মসজিদে মাত্র এক তৃতিয়াংশ পরিপূর্ণ ছিলো। কারন হিসাবে জেনেছিলাম যে সব ফিলিস্তিনী জেরুজালেমের বাসিন্দা এবং যাদের ইসরায়েলী পাসপোর্ট আছে তারা যেকোন সময় আল আকসায় নামাজ পড়তে পারেন। কিন্তু দখলকৃত পশ্চিমতীরের বাসিন্দারা শুধুমাত্র রমজান মাসে আল করায় আসার বিরল সুযোগটি পান। রমজান মাস ছাড়া জেরুজালেম প্রবেশ করতে হলে দুর্লভ সামরিক অনুমতিপত্র নিতে হয় ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে।

ইমামের সুললিত কণ্ঠের কেরাত শুনে নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর মসজিদটি ঘুরে ফিরে দেখলাম। পেছনে পার্টিশন দেয়া জায়গায় মহিলারা নামাজ আদায় করেন।

মুসলমানদের প্রথম কেবলা ও তৃতীয় পবিত্র স্থান আল আকসা মসজিদে ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট অগ্নি সংযোগ করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভুদ মাইক রোহান নামে এক কট্টর ইহুদিবাদী আল আকসা মসজিদে আগুন দিয়েছিল। এই আগুনে মসজিদের মেহরাবটি পড়ে যায় যা সুলতান সালাহউদ্দীন নির্মাণ করেছিলেন। মহিলাদের নামাজের পার্টিশনেও গুলির চিহ্ন রয়ে গেছে।

আল আকসা মসজিদটি ঘুরে ফিরে দেখে ফিরে চল্লাম হোটেলের দিকে।কাল সকাল থেকে স্থানীয় গাইডের তত্ত্বাধানে শুরু হবে অফিসিয়াল জেরুজালেম ট্যুর। আর তা শুরু হবে প্রথম আল আকসা মসজিদ কমপ্লেক্স দিয়ে। (চলবে)

মাহবুবুর রহমানের 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' নিয়ে আলোচনা ১৬ মে

(শেষের পাতার পর)

মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকতা করেই জীবন কাটিয়েছেন। প্রাক যৌবন থেকে দেশে সাংবাদিকতা করেছেন দাপটের সাথে। পারিবারিক অভিবাসনে আমেরিকা অভিবাসী হয়েছেন প্রায় চার দশক আগে। প্রবাসে জনসমাজের এগিয়ে যাওয়া, বাংলা সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মাহবুবুর রহমান। একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সৃষ্টিশীল লেখায়ও তিনি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অভিজ্ঞতালব্দ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর বিভিন্ন কলাম নিয়ে 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' নামে বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। শারীরিকভাবে মাহবুবুর রহমান এখন অনেকটাই অসুস্থ সময় কাটাচ্ছেন।

আগামী ১৬ মে সোমবার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' এবং মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল ছয়টা থেকে শুরু হবে আলোচনা। গান, কবিতা এবং আলোচনার এ অনুষ্ঠান আহবান করেছেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী। প্রবাসে সাহিত্য সাংবাদিকতা এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রাজ্ঞজন সহ জনসমাজের গুরুত্বপূর্ন লোকজন উপস্থিত থাকবেন এ অনুষ্ঠানে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে সর্ব মহলের একান্ত উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

দুর্গ শহর জেরুজালেম

হাবিব রহমান



শুরুর দিকে জেরুজালেমের এই পুরনো শহরে ৪টি গেট ছিলো। সুলতান সুলায়মান দেয়ালগুলো সংস্কার করেন। নতুন কিছু গেটও তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে সর্বমোট গেট সংখ্যা ১১টি। তবে এর মধ্যে কয়েকটি বন্ধ রয়েছে। উন্মুক্ত আছে মোট সাতটি। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত গেটগুলো সূর্যোদয়ের সময় খুলে দেয়া হতে। আর বন্ধ হতে সূর্যাস্তের সময়।

আমার হোটেল হোলি ল্যান্ড থেকে বেরিয়ে লম্বালম্বি রাস্তাটা ক্রস করলেই হেরোড গেট। আরবীতে এর নাম-বাব আজ যাহরা। অটোম্যান শাসক সুলতান সুলাইমানের সময় জেরুজালেমের অনেক সংস্কার করা হয়। জেরুজালেমকে ঘিরে তৈরি এই প্রাচীরগুলো তৈরি সে সময়ে। এই প্রাচীরের অনেকগুলি গেট রয়েছে। হেরোড গেট এর একটি। রাজা হেরোড দ্য গ্রেট এই গেট টি নির্মাণ করে বলে তার নামানুসারে এই গেটটার নামকরণ করা হয়েছে।

অনেক লোক যাচ্ছে এই গেট দিয়ে মসজিদ আল আক-সার ভেতরে মাগরিব নামাজ আদায় করার জন্য। তাদের অনুসরণ করে কিছুক্ষন হাঁটার পর লায়ন স্ট্রীটে বামে গিয়ে প্রথম মোড়ে সোঝা ডানে গেলেই ইসরায়েলি সেনা ক্যাম্প। মুসুল্লী সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মন চাইলে আই ডি দেখছে। ক্যাম্প পেরোলেই সামনে মাঠ। তারপরেই হেরেম শরীফ বা আল আকসা চত্বর। শুরুতেই বিশাল এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সোনালী গম্বুজের ডোম অব দ্য রক আমাকে স্বাগত জানালো। এগারো বারো ফিট উঁচু প্লাটফর্মে সগৌরবে দাড়িয়ে থাকা ডোম ডোম অব রকের সোনালী গম্বুজ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। আমি পা রাখলাম পবিত্র হারাম শরীফে। আমি শিহরিত হলাম। এই সেই জেরুজালেম বিশ্বের লাখো কোটি মুসলমানের স্বপ্ন শহর জেরুজালেম। তাদের ভালোবাসায় সিক্ত শহর জেরুজালেম। সভ্যতার ইতিহাসে জেরুজালেম মানুষকে যতটা নাড়া দিয়েছে আর কোন শহর তা পারেনি। ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিপিডীত হয়েছে এই জেরুজালেমের মানুষ। আর এখনও তা হচ্ছে। এই শহরের প্রতিটি ইঁটের কোনায় লুকিয়ে আছে কান্না আর হাহাকারের ইতিহাস। পৃথিবীর আর কোন শহর জেরুজালেমের মত এত বেশী বার রক্তের বন্যায় ডুবে যায়নি। এসব ভাবতে ভাবতেই সামনে এগিয়ে গেলাম।

'বায়তুল মুকাদ্দাস' একক কোন স্থাপনা বা মসজিদ, গির্জা বা সিনাগগ নয়। এটি অনেকগুলো স্থাপনার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল পবিত্র চত্বর। এটিকে অনেক কয়েকটি নামে ডাকা হয়। মুসলমানরা বলে 'বাইতুল মোকাদ্দাস' বা 'হারাম আল শরিফ'। আর ইহুদীরা বলে টেম্পল অফ মাউন্ট, টেম্পল অফ সুলেমন, ফাস্ট টেম্পল। বাংলায় অনেকে বলে 'পবিত্র ঘর'।

বাইতুল মোকাদ্দাস' চত্বরে কয়েকটি স্থাপনা আছে। যার কোনটি মুসলমানের জন্য, কোনটি ইহুদীদের জন্য, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টানদের জন্য। আবার সবগুলো কোন না কোনভাবে সকল ধর্মের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তিনটি।

এক. আল আকসা মসজিদ:

কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ ও বোরাক মসজিদকে একসঙ্গে বলা হয় আল আকসা মসজিদ। শেষ নবী মেরাজে যাবার আগে সকল নবীদের নিয়ে যেখানে নামাজ পড়েছিলেন সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এইটি 'কিবলি মসজিদ'। পশ্চিম ওয়ালের কোথাও বোরাককে বেঁধে রেখে নামাজ পড়েছিলেন। সেই প্রাচীরে উল্টোদিকেই 'বুরাক মসজিদ'। বোরকাকে বেঁধে রাখার কড়াটি এখনও সেখানে দেখা যায়।

'আল আকসা মসজিদ' ছিল মুসলমানদের জন্য প্রথম কেবলা। প্রথমে মুসলমানের এই দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো। পরে মক্কার দিকে মুসলমানদের কেবলা ঘুরে যায়। তাই মুসলমানদের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ন।

দুই. ডোম অফ দ্যা রক:

পুরো চত্বরে সোনালী গম্বুজের সবচেয়ে সুন্দর স্থাপনাটির নাম 'ডোম অব দ্যা রক' বা 'কুব্বাতুস সাখারাহ'। অনেক এটাকেই 'আল আকসা মসজিদ' ভেবে ভুল করেন। আসলে এটি পুরো চত্বরে অনেক কয়েকটি মসজিদের মতোই আরেকটি মসজিদ। যার নাম 'সোন-ালী গম্বুজের মসজিদ' বা 'কুব্বাতুস সাখরাহ'। যেখানে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উর্দ্ধাকাশে গমন করেছিলেন।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন খলিফা উমর (রা) জেরুজালেম সফরে গিয়েছিলেন তিনি তখন মরীয়া পাহাড়ের উপর কাঠের তৈরি একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। একসময় এখানে ছিল নবী সুলাইমান (আঃ) এর মসজিদ এবং পরে একটি বারবারদের ধর্মস্থান এবং একটি খ্রিস্টান গির্জা স্থাপিত হয়। যখন আবদ-আল-মালিক এমন এক ধর্মস্থান স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন যা পবিত্র সমাধির গির্জার মহিমাকে অনুজ্জ্বল করে দেবে, তখন তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন মক্কার মসজিদটি ছিল খলিফা বিরোধী আবদুল্লাহ ইবন আল জুবাইরের দখলে। তাই আবদ আল মালিক তীর্থযাত্রীদের টানতে জেরুজালেমে ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন ডোম অফ দ্যা রক। ভুল করে এই মসজিদকে অনেকে উমারের তৈরি মসজিদ ভাবেন। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থানে এটি নির্মিত হয়। কারন এখানে ইহুদী, বারবার, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের সম্মিলন ঘটে। এটি ইসলামের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপনার নিদর্শণ।

মসজিদের বাইরের দেয়ালের পাথরগুলো এতটাই উজ্জ্বল যে ১৫০০ বছর পরও মনে হয় যেন কিছুক্ষন আগে রং করা হয়েছে। এটিই 'বায়তুল মুকাদ্দাসে'র সবচেয়ে আকর্ষনীয় স্থাপনা এটি। এর গায়ে আরবীতে লিখা 'সুরা ইয়াসিন'। এর ভিতরে বিশাল এক পাথর আছে। পাথর কেটে ভিতরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে একসঙ্গে কয়েকজন মুসল্লি নামাজ পড়তে পারেন। এখন সোনালী রঙের গুম্বুজটাই গোটা 'বাইতুল মোকাদ্দাস' বা 'আল আকসা মসজিদে'র প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইহুদীরা মনে করে এই স্থানেই ছিল তাদের 'ফাস্ট ও সেকেন্ড টেম্পল'। যা রোমানরা এসে ধ্বংস করে দেয় ৭০ খ্রি.। এটিই হচ্ছে তাদের ফাউন্ডেশন স্টোন। ভিত্তি প্রস্তর। তাদের মতে মহা বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। ধর্মগ্রন্থ তোরাহ অনুযhvqী জাকোব বা ইয়াকুব নবী যে বেদি নির্মাণ করেছিলেন এটি সেই পাথর।

১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা এটি দখল করার পরে এটাকে খ্রিষ্টানদের গির্জা বানিয়েছিল। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম দখল করলে চুড়ার ক্রশকে সরিয়ে সেখানে চাঁদ বসিয়ে দেন।

তিন. ওয়েস্টার্ন ওয়াল:

এছাড়া কিব্বাত আস সিলসিলা, কুব্বাত আল মিরাজসহ বেশ কিছু গম্বুজ রয়েছে এখানে।

ইসলাম ধর্ম মতে নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাবা শরীফ ছাড়াও আরো একটি উপাসনার স্থান নির্মাণ করেছিলেন। সেটি এই জেরুজালেমে। মসজিদুল আল আকসা। কাবা নির্মাণের ৪০ বছর পর খ্রি. পূর্ব ২১৭০ সালে এটি নির্মাণ করেন। মক্কা থেকে এটি দুরে হওয়ায় এর নাম 'আল আকসা' বা 'দুরবর্তী মসজিদ' নামকরণ করা হয়।

মসজিদটিতে ২টি বড় এবং ১০টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। এ মসজিদ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বর্ণ, সিসা বা লিড এবং মার্বেলসহ বিভিন্ন প্রকার পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহ-াসিক এ মসজিদটির আয়তন সাড়ে তিন হাজার বর্গমিটার। এ মসজিদে পাঁচ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন।

বর্তমানে এ মসজিদে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপ

রাজধানীর ৯৪ শতাংশ কিউলেক্স, আর ৫ শতাংশ এডিস মশা

ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীতে যত মশা আছে তার মধ্যে ৯৪ শতাংশের বেশি কিউলেক্স মশা। আর ডেঙ্গু রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস বহনকারী এডিস প্রজাতির মশা মাত্র ৫ শতাংশ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ঢাকার ৯৮টি ওয়ার্ডের ১১০টি স্থানে গত ২৩ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১০ দিন ধরে প্রাক মৌসুম এ জরিপ চালানো হয়। গত বুধবার (২৭ এপ্রিল) এক সংবাদ সম্মেলনে জরিপের ফল তুলে ধরা হয়। এডিস মশা ডেঙ্গু রোগের জন্য দায়ী। আর কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার মত রোগের জন্য দায়ী।



সংবাদ সম্মেলনে রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নাজমুল হক বলেন, '২০১৯ সালে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা এবার হতে দেওয়া যাবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে মশার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে। এ জন্য মশার প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হতে দেওয়া যাবে না। মশা যদি ডিম না পাড়ে তাহলে ডেঙ্গু ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এমনিতেই কমে আসবে। আমরা এই বিষয়ে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই।'

জরিপকালে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪০টি করে ৮০টি স্থানে পূর্ণাঙ্গ মশা ধরার ফাঁদ পাতা হয়। এ সব ফাঁদে ২ হাজার ৮১৪টি মশা ধরা পড়ে। এর মধ্যে ২ হাজার ৬৭১টি কিউলেক্স ও অন্যান্য প্রজাতির মশা। এডিস মশা পাওয়া যায় ১৪৩টি। শতকরা হিসাবে ৯৪ দশমিক ৯ শতাংশ কিউলেক্স এবং বাকি ৫ দশমিক ১ শতাংশ এডিস মশা।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ডিএসসিসি এলাকায় ১০৬টি এবং ডিএনসিসি এলাকায় ৩৭টি এডিস মশা পাওয়া গেছে। অপরদিকে উত্তরে ১ হাজার ৫৪২টি এবং দক্ষিণে ১ হাজার ১২৯টি কিউলেক্স মশা পাওয়া গেছে।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএনসিসিতে কিউলেক্স মশার ঘনত্ব বেশি। আর ডিএসসিসিতে এডিস মশার ঘনত্বের পরিমাপক ব্রুটো ইনডেক্স কিছুটা বেশি। এ করপোরেশনের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে এ ইনডেক্স পাওয়া গেছে ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এছাড়া ৩৮ ও ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে এইডিস মশার ঘনত্ব ২০ শতাংশ।

সাধারণত মশার ঘনত্ব ২০ শতাংশের বেশি হলে তা ঝুঁকিপূর্ণ উপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে জরিপের তথ্য প্রকাশ অনুষ্ঠানে জানানো হয়। ডিএসসিসির ২১, ১৫, ২৩ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ব্রুটো ইনডেক্স ১০ শতাংশের বেশি এবং ৮, ১৪, ২০, ৩৫, ৪৬ ও ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে তা পাওয়া গেছে ১০ শতাংশ। অপরদিকে ডিএনসিসির ২০, ৩২ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ সূচক পাওয়া গেছে ১০ থেকে ১৯ শতাংশের মধ্যে।

এ ছাড়া ১০, ১৩, ১৬, ২৭, ৩০ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে যা ১০ শতাংশ বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীর, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার সাবেক পরিচালক ডা. বেনজীর আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার, আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. তাহমিনা শিরিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



সংঘাত পরবর্তী পুনরুদ্ধারের চেয়ে সংঘাত প্রতিরোধে বিনিয়োগ করাই উত্তম

(৪৬ পাতার পর)

অনুমানযোগ্য ও টেকসই অর্থায়ন অন্বেষণ ও অর্থসংগ্রহ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সভাটিতে যোগ দেন সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, ইকোসক, জাতিসংঘ সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইএফআই) এবং সুশীল সমাজের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গ।

শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের চেয়ার হিসেবে সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য শান্তিবিনির্মাণে অর্থায়ন সংক্রান্ত কিছু বাস্তসম্মত সুপারিশ প্রদান করেন।

শান্তিবিনির্মাণে অর্থায়নের অপর্যাপ্ততা একটি পুরানো সমস্যা। বর্তমানে কোভিড-১৯ জনিত কারনে দারিদ্র্য ও বৈষম্য ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন, "স্বপ্রণোদিত ও মূল্যায়নভিত্তিক অর্থায়নসহ উদ্ভাবনী উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে যাতে শান্তিবিনির্মাণে অর্থায়ন বিষয়টির বাস্তভিত্তিক অগ্রগতি সাধিত হয়, উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকটি সেবিষয়ে সাধারণ পরিষদকে নতুন করে সবধরণের বিকল্প অনুসন্ধানের সুযোগ এনে দিবে"।

সফল জাতি গঠনে বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বলেন, "মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় বাংলাদেশের। যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশে নতুন করে একটি জাতি গঠনের জন্য আমাদের একমাত্র মূলধন ছিল মানব-পুঁজি এবং প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ঘুরে দাড়ানোর মনোবল। অনেক কঠিন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আমরা আজকের এই উন্নয়ন-সোপানে উপনীত হয়েছি।"

অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের শান্তিরক্ষীগণ টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহায়তা করছে, দুর্বল বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করছে, এবং নারী ও যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে সে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে"। শান্তিরক্ষীগণ যে সকল কাজ করছে তা এগিয়ে নিতে কর্মসূচিভিত্তিক অর্থায়ন আরও বাড়ানোর উপর জোর দেন রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন। তিনি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, আইএফআই, এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থাগুলির পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিনিধিগণ ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করার উপর গুরুত্বরোপ করেন।

উচ্চ পর্যায়ের এই সভা থেকে একটি কর্মমূখী ফলাফল তুলে আনতে রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন সাধারণ পরিষদকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "শান্তিবিনির্মাণে পর্যাপ্ত, অনুমানযোগ্য ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ গঠনমূলক ভূমিকা ও কার্যকর উপায় খুঁজে বের করতে সবর্দা প্রস্তুত রয়েছে"। বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান ছাড়াও তিনি ১২০ দেশের সংগঠন-জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) এর পক্ষেও বক্তব্য রাখেন।

এর আগে তিনি স্লোভানিয়ার উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী ড. স্টানিস্লাভ রাশানের সাথে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। জনাব রাশান স্লোভেনিয়ার পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এই সভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৮ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউতে ২ বেড, ২ বাথ ও লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৪২৮ অথবা ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০।

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এা-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

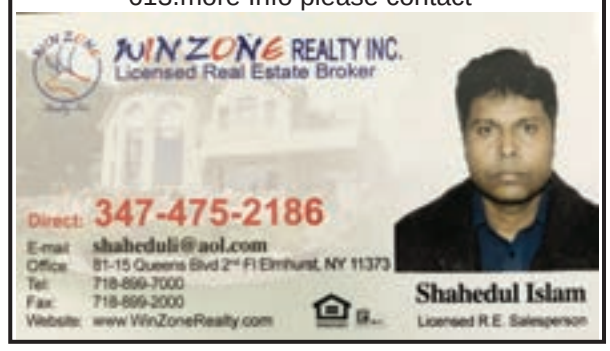
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





ব্রঙ্কসে খোলা আকাশের নীচে ব্যতিক্রমী স্ট্রীট ইফতার

(শেষের পাতার পর)

পিজা হাউসের সামনে খোলা আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত হয়। চমৎকার আওহাওয়ায় খোলা রাস্তায় প্রায় ৫ শতাধিক রোজাদার এই ইফতারে অংশ নেন।

ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট নাসির উদ্দীন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, মুক্তিযাদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুর রহিম বাদশাহ, মামুনস টিউটোরিয়াল-এর সিইও শেখ আল মামুন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রফিকুল ইসলাম, মেহের চৌধুরী, শাহীন কামালী, মইনুল ইসলাম, শিপু চৌধুরী, লায়েক মিয়া, খলিল গ্রুপের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আব্দুস শহীদ বলেন, খোলা আকাশের নীচে এধরনের অনুষ্ঠান ব্রঙ্কসে এই প্রথম। এই আয়োজন সফল করার জন্য সংগঠনের প্রতিটি কর্মী খুবই পরিশ্রম করেছেন। তিনি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। এটর্নী মঈন চৌধুরী ও শেফ খলিলুর রহমান সহ যারা অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছেন তিনি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন মো: জামাল হোসাইন, রেজা আবদুল্লাহ স্বপন ও মোহাম্মদ শরীফ। মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবু কাসেম ইয়াহিয়া। ইফতার সরবরাহ করেন খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এবং বাংলা গার্ডেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলারের অফিস থেকে আয়োজক সংগঠনকে প্রক্লেমেশন দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও অতি সম্প্রতি 'প্রেসিডেন্টশিয়াল অ্যাওয়ার্ড' পাওয়ায় নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমানকে সাইটেশন দিয়ে সম্মানিত করেন। আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেসানের পক্ষ থেকেও শেফ খলিলুর রহমানকে একটি ক্রেস্ট দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের গ্রান্ড স্পন্সর ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লীডার এবং ইউএস সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী মঈন চৌধুরী।

টাইম টেলিভিশনে যোগ দিলেন

(শেষের পাতার পর)

উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করেছেন। সাঈদ তারেক দীর্ঘ ৫৩ বছর যাবত সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত। একজন রাজনীতি বিশ্লেষক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। চার দশকেরও অধিককাল ধরে তিনি বিটিভিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত থেকে অনুষ্ঠান নির্মান করে আসছেন। বিগত দুই দশক ধরে তিনি বাংলা পত্রিকা সহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন।

স্যাংশন ওঠাতে কাজের

(শেষের পাতার পর)

আমাদের মন্ত্রী বাহাদুর লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে এলান করলেন র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে ভারতের সহযোগীতা চাওয়া হবে! মানে ভারতকে বলা হবে তারা যেন আমেরিকার কাছে আমাদের হয়ে একটু চেষ্টা-তদ্বির করে। আচ্ছা বুঝলাম এই সফরকালে পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল না কথাটা তোলা যায় নাই। যেটাই হোক, বুক চিতিয়ে আগেই মাইকিংয়ের কি দরকারটা ছিল! এই যে সোস্যাল মিডিয়ায় চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করা হলো তার হাইকোর্ট করবে কে!

আসলে স্যাংশন তোলার ব্যপারে সরকার চায়টা কি সেটাই স্পস্ট না। প্রথমে বলা হয়েছিল ওসব স্যাংশনট্যাংশন আমরা পরোয়া করিনা। ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়াও স্যাংশনকে কলা দেখিয়ে যাচ্ছে। ভাল কথা। তাহলে তো স্যাংশন আমলে নেওয়ারই কথা না! কিন্তু আমলে তো নেওয়া হলো! নইলে ওয়াশিংটনে মাসিক বিশ হাজার ডলারে লবিষ্ট নিয়োগ, স্টেট ডিপার্টমেন্টে দেন-দরবার, বিংকেনের কাছে ধর্ণা, সর্বশেষ ভারতের সহযোগীতা চাওয়ার ঘোষনা- এসব কেন! ক্রস ফায়ার গুম খুনের হঠাৎ বিরতি, তাই বা কেন!

পরোয়া না করলে এসব কিছুই তো করা দরকার ছিল না। রাশিয়ার মত আমরাও বলতে পারতাম 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে!' কিন্তু এখন চলছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। যেসব অভিযোগে স্যাংশন তা নিরসনের উদ্যোগ নাই, চলছে দৌড়ঝাপ আবেদন নিবেদন। বলার মত একটাই মাত্র প য়েন্ট, ক্রস ফায়ার গুম খুন বন্ধ। স্যাংশন তো এসেছে বিগত দিনের আমলনামার কারনে। মার্কিন পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, যেসব অভিযোগে স্যাংশন তার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই কাজটা করতে অসুবিধা কোথায়!

এটা তো পরিষ্কার যদি আবেদন নিবেদন লবিং তদ্বিরের পথ ধরি তাহলে আনীত অভিযোগের সুরাহা করতে হবে। আমেরিকা তো বাংলাদেশ না যে কিছু আন্ডার দ্য টেবল ডিল করে কাজ সেড়ে ফেলা যাবে! মার্কিন আইনপ্রণেতাদের কাছে বিশ্বাষযোগ্য প্রমান দিতে হবে যে অতীতের ঘটনাবলীর জন্য দায়ীদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে। সেই সাথে নিশ্চয়তা দিতে হবে ভবিষ্যতে আর এমনটা ঘটবে না। কি সমস্যা ছিল এই ব্যবস্থাগুলো নিতে! কোন এমন মাই-নকার চিপা!

সরকার এবং বিভিন্ন বহিনীর পদস্থ কর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সীমিত হয়ে আসছে। অনেকেই পশ্চিমা ভিসা পাচ্ছেন না, কাউকে কাউকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মিডিয়ায় খবর আসছে। এই ধারা যদি বাড়তে থাকে, চিন্তা তো বটেই। কেউই চায় না ভবিষ্যতে এমন পরিস্থতির উদ্ভব হোক যাতে দেশটাই না একঘরে হয়ে পড়ে। এমনিতেই এই স্যাংশন শুধু সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে নাই দেশ হিসেবে জাতি হিসেবে আমাদেরকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। ড্যাম কেয়ার বলার মত মাজায় জোর যখন নাই সময় নষ্ট না করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অসুবিধা কোথায়! ব্যক্তি হিসেবে যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তাদের যে ক'জন সার্ভিসে আছেন অন্তত: সাময়িককালের জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তদন্তে নির্দোষ প্রমান হলে নাহয় তারা আবার ফিরবেন। অভিযুক্তদেরকে স্বপদে বহাল রাখার অর্থ তো স্যাংশনকে চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। একদিকে চ্যালেঞ্জ আর একদিকে কাকুতি মিনতি, কি অর্থ দাঁড়ায়! ওরা কি এসব বুজরুকি বোঝে না!

সরকার ও সরকারি দলের লোকজন ছাড়া একটা স্বাধীন তদন্ত কমিটি করা যেতে পারে। যার প্রধান হতে পারেন কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সদস্য- সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী আইনজীবি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় এমন অনেকেই আছেন যাদের এখনও দল-নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি আছে। এমন পাঁচ সাতজনকে নিয়ে একটা কমিটি করে যদি তাদেরকে তিন মাস ছয় মাস সময় দিয়ে অন্তত: বিশটা কেসও তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবুও তো আমেরিকাকে বলা যায় আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি। কয়েকজনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি আর একটা তদন্ত কমিটি করা হলে সেটা তো হতে পারে কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি। যেহেতু আমাদেরকে স্যাংশন ওঠাতেই হবে কাকুতি মিনতি আবেদন নিবেদন না করে কিছু কাজ করে কি দেখানো যায় না! ওরা তো সেটাই চাইছে!

আর যদি মনে করা হয় কোন কারনে অভিযুক্তদেরকে স্পর্শ করা যাবে না বা তদন্ত কমিটি করলে থলের বিড়াল বের হয়ে আসতে পারে তাহলে বাঘের মত গর্জন করে বলুন, 'ড্যাম কেয়ার'। দুইদিন পর পর ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি আর তাই নিয়ে লোক হাসাহাসি- এসব আর ভাল লাগে না!



৫০০ পরিবারের মধ্যে ফুড বক্স বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

ফ্যামিলিকে তাদের বাসায় ইফতার পাঠানো হয়েছে।

আমেরিকান ফ্যামিলি সাপোর্ট সেন্টারের সহযোগিতায় গত ২৯ এপ্রিল শুক্রবার এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ে ফুড বক্স বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৬ এর কাউন্সিলওমেন জুলি উন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কুইন্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাইরেক্টর ইভি হ্যান্ড টু পুলুস ও আরব-আমেরিকান সংগঠনের সালমা আহমেদ।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় ফুড বক্স বিতরণকালে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচিত প্রথম সভাপতি আব্দুল বাছিত, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মাসুদুল হক সানু, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দিন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাই-টির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য সাব্বির আহমেদ, আবু সুলেমান, মীর জাকির, আনোয়ার হোসেন, রুবেল, এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি আবুল বাশার মিলন, নরসিংদী জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি আজহার ইসহাক খোকা, কাউন্সিল অফিসের ফারাহ সালাম ও ছাবের চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন আরব আমেরিকান সেন্টার ফ্যামিলির সদস্যবৃন্দ এবং সকল ভলেন্টিয়ারদের মানবতার কাজে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে জানিয়ে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।





জুম্মাতুল বিদায় মসজিদে মসজিদে মুসল্লীদের ভীড়

শেষের পাতার পর)

রমজানে কতটুকু ঈমানী তাকওয়া অর্জন হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। জুমাতুল বিদা-এর খুৎবায় এমনি কথা বলেন ইমামগণ। শুক্রবার জুমাতুল বিদায় প্রবাসের মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের ঢল নেমেছিল। মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল এবং গুনাহ মাফসহ গোটা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।

এদিন নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, আরাফা ইসলামিক সেন্টার, আমেরিকান মুসলিম সেন্টার, মসজিদ মিশন জামে মসজিদ (হাজী ক্যাম্প মসজিদ), দারুস সালাম মসজিদ, মদিনা মসজিদ, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ, আল আমান জামে মসজিদ সহ সিটির বিভিন্ন মসজিদে উপচেপড়া মানুষের ভীড় ছিলো লক্ষণীয়। আবার এসব মসজিদে নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিও ছিলো চোখে পড়ার মতো।

তুরস্কে ঈদ করবেন অনন্ত-বর্ষা, শাকিব নিউইয়র্কে, জয়া-বুবলী ঢাকায়

(শেষের পাতার পর)

তারকাদের। করোনার প্রকোপ কিছুটা কমে যাওয়ায় এবার দেশের বাইরে ঈদ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনেকে। আবার শুটিংয়ের জন্য বিদেশে থাকা তারকাদের কেউ কেউ ঢাকায় ফিরছেন ঈদ করতে।

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় জুটি অনন্ত জলিল ও বর্ষা জুটি ঈদ কাটাবেন তুরস্কে। দুই ছেলেকে নিয়ে তুরস্কের পথে উড়াল দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান অনন্ত জলিল। এবার ঈদে তাদের কোনো সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না, এ জুটির 'দিন: দ্য ডে'সহ একাধিক সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান ঈদ করছেন নিউইয়র্কে। সিনেমার শুটিংয়ের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সিনেমার প্রচারে অংশ নিতে ঈদের আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় ফেরার কথা থাকলেও ফেরা হচ্ছে না তার। ঈদের মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'গলুই' ও 'বিদ্রোহী' সিনেমা দেখার আহ্বান জানিয়েছেন শাকিব। শনিবার এক ফেসবুক পোস্টে সাকিব লিখেছেন- বহুদিন ধরে আছি দেশের বাইরে। ঈদও হচ্ছে তাই সবার থেকে দূরে। তবে দূরে থাকলেও আছি ভক্ত-দর্শকদের সঙ্গে, ঈদে মুক্তি পাওয়া আমার দুটি সিনেমা নিয়েই।

'দর্শকের ভালোবাসা ও আগ্রহের কারণেই শতাধিক সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে 'বিদ্রোহী'। বিগত বছরগুলোতেও দর্শক আগ্রহের কারণে শতাধিক সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে আমার সিনেমাগুলো। আশা করছি, ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

সাধারণত ঈদের দিনে ছেলে আব্রাম খান জয়কে সময় দিয়ে থাকেন শাকিব। এবার ছেলেকে পাচ্ছেন না তিনি। জয়কে নিয়ে ঢাকায় ঈদ উদযাপন করছেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। আরেক চিত্রনায়িকা বুবলীরও ঢাকায় ঈদ করার কথা রয়েছে।

এদিকে দুই বাংলায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান এবারের ঈদে ঢাকায় থাকার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। জয়া আহসান জানান, দেশেই ঈদ করছি। আমি একবার কলকাতায় ঈদ করতে গিয়ে কেঁদেছিলাম। মিষ্টি পোলাও, মাটন খেয়ে কেঁদেছিলাম।

ঈদের আগে বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ প্রযোজনায় 'ফেরেশতে' নামে একটি সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি।

এবার ঈদে বেশ কয়েকটি টিভি নাটক নিয়ে আসছেন ছোট ও বড়পর্দার অভিনেতা মোশাররফ করিম; তিনি ঈদে পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থাকার পরিকল্পনার কথা জানালেন।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আর নেই

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আর নেই। বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫৬ মিনিটে রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মরহুমের সহদর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ড. মোমেন মিডিয়াকে জানান, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গুলশান আজাদ মসজিদে মরহুম আব্দুল মহিতের প্রথম জানাজা, সকাল সাড়ে ১১টায় সংসদ প্লাজায় দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ১২টায় তার মরদেহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেয়া হবে। এরপর দাফনের জন্য তার মরদেহ সিলেটে নেয়া হবে।



সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ১১ মার্চ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেন। গত ৫ মার্চের আগে তিনি ঢাকার বনানীর বাসায় শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। মুখ দিয়ে কোনো খাবার খেতে পারছিলেন না। ফলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ফলে গত ৫ মার্চ সকালের দিকে মুহিতকে ঢাকার গ্রিন রোডস্থ গ্রিন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এর আগে গত বছরের ২৯ জুলাই তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি হন। পরে তিনি সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা নিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন। তখন থেকেই শারীরিকভাবে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী আবুল মাল আবদুল মুহিত আওয়ামী লীগের দুই আমলে টানা ১০ বছর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি মোট ১২টি বাজেট উপস্থাপন করেন, যার ১০টিই আওয়ামী লীগ সরকার আমলের। আবুল মাল আবদুল মুহিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। তিনি এরশাদ সরকারেরও অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত ১৯৩৪ সালের ২৫ জানুয়ারী সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী ও বাবা আবু আহমদ আবদুল হাফিজ। মা-বাবা দুইজনই তৎকালীন সিলেট জেলার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৪ ভাইবোনের মধ্যে তার অবস্থান তৃতীয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তার ছোট ভাই।

আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের এমসি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণী পেয়ে কৃতকার্য হন এবং একই বিষয়ে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। বিদেশে চাকুরীরত অবস্থায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন তিনি। অতঃপর ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব হিসেবে ছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। অর্থনৈতিক পরামর্শক হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে যোগদান করেছিলেন। চাকুরীরত অবস্থায় পাকিস্তান কর্মপরিকল্পনা কমিশনের প্রধান ও উপ-সচিব ছিলেন। ঐ সময় তিনি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য প্রতিবেদন আকারে তুলে ধরেন এবং পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসে পেশ করেন।

পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে পরিকল্পনা কমিশনের সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল মাল আবদুল মুহিত।







বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 2 // 2022

জাতিসংঘে অ্যাম্বাসেডর অ্যাট-লার্জ জিয়াউদ্দিন

সংঘাত পরবর্তী পুনরুদ্ধারের চেয়ে সংঘাত প্রতিরোধে বিনিয়োগ করাই উত্তম



নিউইয়র্ক: "সংঘাত পরবর্তী পুনরুদ্ধারের চেয়ে সংঘাত প্রতিরোধে বিনিয়োগ করাই উত্তম" । গত ২৭ এপ্রিল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত শান্তিবিনির্মাণে অর্থায়ন শীর্ষক সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন অ্যাম্বাসেডর অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন । শান্তিবিনির্মাণে পর্যাপ্ত, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)





নিউইয়র্কে শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন'র ইফতার অনুষ্ঠিত





নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী ট্যাক্সি চালক ও মালিকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইনক'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল সোমবার নিউইয়র্কের উডসাইড গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করে সংগঠনের সভাপতি ওয়াসিম উদ্দীন ভূইয়া। সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় ইফতার পূর্ব আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্কেও আগামী নির্বাচনে গভর্ণর প্রার্থী আগা মোহাম্মদ সালেহ, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি মনিরুল চৌধুরী, শাপলা ওয়েলফেয়ার সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা রিপন, সহ সভাপতি মাহবুব হোসেন বিপুব, সহ সাধারণ সম্পাদক এম এস আলীসহ সংগঠনের উপদেষ্টা ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নির্বাচনী আমেজ ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নির্বাচনী আমেজ আর বিশাল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-এ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল। গত ২৫ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে আয়োজিত এই মাহফিলে বাংলাদেশী মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক, বিভিন্ন পর্যায়ের ষ্টেটের জনপ্রতিনিধি, মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ দুই শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী যোগ দেন। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে আহত অতিথিদের আয়োজক শাহ নেওয়াজ ও তার স্ত্রী সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসম্যান ও নিউইয়র্কের আগামী নির্বাচনে গভর্ণর পদপ্রার্থী টম সুজি ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সাবেক ষ্টেট সিনেটর হাইরাম মানসেরাত, মূলধারার রাজনীতিক মোহম্মদ রশীদ, কমিউনিটি নেতা নাসির আলী খান পল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা রমজান ও ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা এবং আগামী ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে শাহ নেওয়াজকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা এম এ মান্নান আর নেই

ঢাকা ডেস্ক: গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এম এ মান্নান মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



৭২ বছর বয়সী এম এ মান্নান দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতাসহ নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। মাঝে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ফিরে তিনি বাড়িতে ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত বুধবার রাতে তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাঁকে। আজ বিকেল সাড়ে চারটায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হন বিএনপি নেতা এম এ মান্নান। মেয়র থাকাকালে ২০১৫ সালে তাঁকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন মামলায় দুই বছরের মতো কারাগারে ছিলেন এম এ মান্নান। ২০১৭ সালে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর থেকেই নানা রোগে ভুগতে শুরু করেন এই বিএনপি নেতা।

এম এ মান্নান ১৯৫০ সালে গাজীপুর জেলা সদরের দক্ষিণ সালনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি গাজীপুরের কাউলতিয়া ইউপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরে আরও দুই মেয়াদে তিনি ওই ইউপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-২ (গাজীপুর সদর ও টঙ্গী) আসন থেকে এম এ মান্নান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি বিএনপি সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

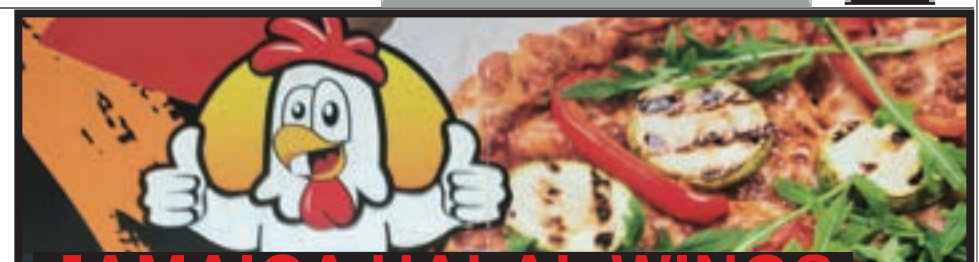
CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER



HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

টাইম টেলিভিশনে যোগ দিলেন সাঈদ তারেক



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিনিয়র সাংবাদিক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক টাইম টেলিভিশনে অনুষ্ঠান এবং নিউজ বিভাগীয় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

স্যাংশন ওঠাতে কাজের কাজ কই!

শেষ পর্যন্ত কি জানা গেল, জয় শংকর বাবুর কাছে কথাটা তোলাই হয় নাই! অথচ মাত্র দুইদিন আগে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



মাহবুবুর রহমানের 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি' নিয়ে আলোচনা ১৬ মে

বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রবীণ সাংবাদিক (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট বন্ধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট তিন দিন বন্ধ থাকবে। নিউইয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ অফিস থেকে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ১, ২ ও ও মে যথাক্রমে রবি, সোম ও মঙ্গলবার কনস্যুলেট বন্ধ থাকবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ৩৭ পাতায়)

জ্যামাইকা, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কসের ফুটপাতেও ব্যবসা

চাঁদ রাতে জমজমাট জ্যাকসন হাইটস



ঈদ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে আলোক সজ্জা।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এক মাস সিয়াম সাধনার পর রোজা শেষে আজ সোমবার উত্তর আমেরিকা সহ বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। আর এই ঈদ ঘিরে অর্থাৎ ঈদেও আগের দিন 'চাঁদ রাত'-এ জমজমাট হয়ে উঠেছে নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের বাবসা-বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্য জ্যাকসন হাইটস। বিশেষ করে গতকাল রোববার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা, ৭৩ ষ্ট্রীট আর ৭৪ ষ্ট্রীট স্থায়ী (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

পাঁচ শতাধিক লোকের অংশগ্রহণ

ব্রঙ্কসে খোলা আকাশের নীচে ব্যতিক্রমী স্ট্রীট ইফতার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেসানের উদ্যোগে ইন্টারফেইথ আউটডোর ইফতার গত ২৯ মে সন্ধ্যায় পার্কচেস্টারে খলিল (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জুম্মাতুল বিদায় মসজিদে মসজিদে মুসল্লীদের ভীড়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মাহে রমজানের শিক্ষা নিয়ে বছরের বাকি এগারো মাস অন্যায়-অবিচার, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে সমাজে সুবিচার, ন্যায় মানুষের অধিকারের প্রতি যত্নবান হতে হবে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র ইফতার পার্টি

বিশেষ প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বার্তা কক্ষের আয়োজনে মিডিয়া দুটির সাথে সংশ্লিস্টরা ইফতার পার্টিতে মিলিত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় মিডিয়া দু'টির বার্তা কক্ষে এই পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও জনাব আবু তাহের এবং টাইম টেলিভিশনে সদ্য যোদানকারী উপদেষ্টা (অনুষ্ঠান এন্ড নিউজ) সাঈদ তারেক সহ বিভিন্ন বিভাগের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বার্তা কক্ষের ইফতার পার্টিতে বক্তব্য রাখছেন সিটি কাউন্সিলওম্যান উন

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে

৫০০ পরিবারের মধ্যে ফুড বক্স বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রায় ৫০০ পরিবারের মধ্যে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে হালাল চিকেন ও গ্রোসারি সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো ৩০ জন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলাল-ইফজালের বড় বোনের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি বেলাল আহমেদ চৌধুরী এবং সাবেক সাধারণ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



ঈদের নামাজ পড়ার পদ্ধতি

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

ঈদের নামাজ দুই রাকাত। এবং তা পড়া ওয়াজিব। এতে আজান-ইকামত নেই। যাদের ওপর জুমার নামাজ ওয়াজিব তাদের ওপর ঈদের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

খেলার খবর

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বমানের স্টেডিয়াম বানাচ্ছে শাহরুখ খান

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কলকাতা নাইট রাইডার্স দল কিনে ক্রিকেটে বিনিয়োগ শুরু করেন শাহরুখ খান। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

হেলথ টিপস

ঈদে অতিথি আপ্যায়ণে করণীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নাগরিক ব্যস্ত জীবনে ঈদে যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, সেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডায় মেতে ওঠতে পারাটাই খুব আনন্দের। ঈদ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বিনোদন

তুরস্কে ঈদ করবেন অনন্ত-বর্ষা, শাকিব নিউইয়র্কে, জয়া-বুবলী ঢাকায়

বিনোদন ডেস্ক: মহামারির কারণে গত দুই বছর ঘরেই কেটেছে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com